বিরাটকে আমি সরাইনি : সৌরভ

▸▸ চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বুধবার ৪.০০ টাকা 6 December 2023 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

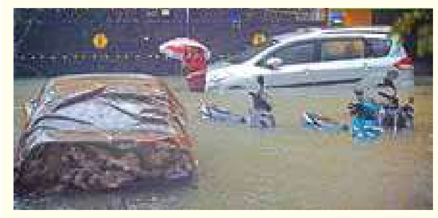

মিচাংয়ের তাণ্ডবে মৃত বেড়ে ১২

▸▸ নয়ের পাতায়

## মমতার ‘ছোট’ বাড়ি দেখে স্তম্ভিত সলমন

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** মমতায় মুগ্ধ সলমন। বলা ভালো, কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি দেখে তাঁর বিস্ময় এখনও কাটেনি। চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে ছড়ালেন সেই বিস্ময়। কপট রাগে জানালেন, এজন্য তাঁর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে হিংসা করতে ইচ্ছা হয়। নামডাক-ধনসম্পদ যাই থাক, বলিউডের ‘ভাইজান’-এর বাস মুম্বই শহরের বিশাল ফ্ল্যাটের ছোট্ট একটা ঘরে। তা বলে একজন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি এরকম? কয়েক মাস আগে কলকাতায় এসে কালীঘাটের সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন সলমন খান।

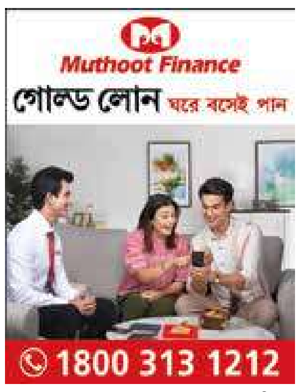


২৯তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে ফাঁস করলেন তাঁর কালীঘাটে যাওয়ার মতলব। জানালেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটা কেমন, সেটা দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কী দেখেছিলেন? বলিউড, টলিউডের শিল্পীদের ভিড় ও সিনেমাপ্রেমীদের সমাবেশে সেটাই হাট করে দিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘সত্যি বলতে কী, আমার কৌতূহল ছিল, দিদির বাড়িটা কেমন দেখার।’

যা দেখলেন, তাঁর বর্ণনা, ‘আমি তো চমকে গেলাম। আমি ভাবতাম, আমার বাড়িটাই বোধহয় ছোট। তার মধ্যে আমার মা বাস্তুমতে সবকিছু করার কত চেষ্টা করতেন।

*এরপর দশের পাতায়*

*সলমন-অনিল-সোনাক্ষীর সঙ্গে নাচের তালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে সৌরভ, শত্রুঘ্ন। মঙ্গলবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে। -রাজীব মণ্ডল*

# ফের বন্দে ভারত পাচ্ছে এনজেপি

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** নতুন বছরে নতুন বন্দে ভারত পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। তবে এবার বন্দে ভারতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে নতুন যোগসূত্র তৈরি হবে বিহারের। দিনক্ষণ নির্দিষ্ট না হলেও নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং পাটনার মধ্যে সেমিহাইস্পিড ট্রেনটির যাত্রা শুরু হবে আগামী বছরের শুরুতেই। প্রথম যাত্রাটি এনজেপি থেকে শুরু হওয়া একপ্রকার পাকা। এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবিত সূচি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল থেকে পাঠানো হয়েছে রেলবোর্ডের কাছে। রেলবোর্ডের অনুমোদন এবং রেক এসে পৌঁছালেই নতুন রুটে যাত্রা শুরু হবে বন্দে ভারতের।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলছেন, ‘বড় বড় শহরের মধ্যে বন্দে ভারত চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনজেপি-পাটনা, গুয়াহাটি-ডিমাপুর এমন বেশ কিছু রুটের প্রস্তাব আমাদের তরফে পাঠানো হয়েছে। তবে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে রেলবোর্ডের সিদ্ধান্তের ওপর।’ শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গের কোনও শহরের সঙ্গেই বিহারের আকাশপথে যোগাযোগ নেই। এমন

**নতুন বছরে পাটনাগামী নয়া ট্রেন**

পরিস্থিতিতে বন্দে ভারত চালিয়ে ফায়দা তুলতে চাইছে রেল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বন্দে ভারতের চাহিদা। এক শ্রেণির যাত্রীরা যে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া দিতে রাজি, তা এই চাহিদা বৃদ্ধিতেই স্পষ্ট। যাত্রীদের সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখন এনজেপি-হাওড়া রুটে বন্দে ভারত প্রতিদিনই চলছে। নতুন নির্দেশিকায় ৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়া-এনজেপির মধ্যে প্রত্যেক বুধবারও ট্রেনটি ছুটবে।

এরই পাশাপাশি এনজেপি-পাটনার মধ্যে নতুন একটি বন্দে ভারত চালানোর সিদ্ধান্ত কার্যত নিয়ে ফেলেছে রেল। এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এনজেপি এবং বিহারের মধ্যে চলা দ্রুতগামী ট্রেন বলতে রাজধানী এক্সপ্রেস। কিন্তু ট্রেনটি এনজেপি থেকে ছাড়ে দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে। অন্য যে ট্রেনগুলি এনজেপি হয়ে পাটনা যায়, সবই দুপুরে বা দুপুরের পর ছাড়ে। একারণে বন্দে ভারত যাতে এখান থেকে সকালে ছাড়ে এবং পাটনা থেকে রাতে ফিরে আসে, সেদিকে নজর দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, এনজেপি থেকে সকালে ট্রেনটি ছাড়লে হাওড়া-এনজেপি রুটের মতোই এই পথেও বন্দে ভারত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। দুপুরের মধ্যে পাটনা পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পেলে যাত্রীদের বড় একটা অংশ সেদিকে ঝুঁকবেন। এনজেপিতে পিটলাইন থাকায় এখান থেকে সকালে ট্রেন ছাড়ার ক্ষেত্রে রেলবোর্ডের অনুমতি পাওয়া যাবে বলে তাঁদের আশা। তবে ৪৭১ কিলোমিটার যাত্রাপথে সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি কোথায় কোথায় দাঁড়াবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে,

*এরপর দশের পাতায়*

**একনজরে**

### তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্তই

বিআরএস বধের নায়ক রেবন্ত রেড্ডির ওপরই আস্থা রাখছেন রাহুল গান্ধি। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসছেন তিনিই। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান রেবন্ত। মিজোরামের জোরাম পিপলস পার্টির লালদুহোমারও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত। এদিনই আইজলে তাঁর বাড়িতে দলের জয়ী ২৭ জন বিধায়ক বৈঠক করেছেন।

▸▸ *বিস্তারিত নয়ের পাতায়*

### ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ভেস্তে গেল

**পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাওয়ার আগ্রহ দেখাননি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। এই পরিস্থিতিতে বুধবার মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে সন্ধ্যায় ডাকা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বাতিল হয়ে গেল। কংগ্রেস সূত্রের খবর, ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর। মমতা সোমবারই জানিয়েছিলেন, আগে জানা থাকলে তিনি হয়তো তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি রদবদল করতেন। তবে নীতীশ ও অখিলেশ কেউই জোটের বৈঠকে যেতে আগ্রহী নন।**

▸▸ *বিস্তারিত নয়ের পাতায়*

# বিয়েবাড়ির ডিউটি নিয়ে ক্ষোভ

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** ভিভিআইপি অতিথিদের ডিউটির জন্য ওঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্সিয়াংয়ে ওই ডিউটিতে থাকা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ঠিকমতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্সিয়াংয়ের একাধিক জায়গায় হাজির থাকতে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিউটি চার্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জন্য খুবই নিম্নমানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে, চিকিৎসকরা মুখ খোলায় মঙ্গলবার থেকে মকাইবাড়ির টি রিসর্টের পরিষেবার কিছুটা উন্নতি হয়।

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটার অভিযোগ, ‘ভিভিআইপিরা কোথাও গেলে সেখানে মেডিকেল টিম তৈরি রাখা হয়, এটাই নিয়ম। কিন্তু ইদানীং বিয়েবাড়ি, রাজনৈতিক সভাতেও সরকারি মেডিকেল টিম তৈরি করে সেখানে বসানো হচ্ছে। তবে ওই চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ঠিকমতো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো দূর অস্ত, তাঁদের ন্যূনতম সম্মানও দেখানো হচ্ছে না। কার্সিয়াংয়েও একই ঘটনা ঘটেছে।’ দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক অবশ্য বলেন, ‘যতটা দাবি করা হচ্ছে ততটা কিন্তু কিছুই হয়নি। সোমবার একটু সমস্যা হয়েছিল। চিকিৎসকদের একটা আবাসনে থাকা আর বাইরের কোনও ব্যবস্থাপনায় থেকে ডিউটি করার মধ্যে ফারাক রয়েছে। আমরা মঙ্গলবার থেকে সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক করে দিয়েছি।’

মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আবেশের বিয়ে। কার্সিয়াংয়ের কমিউনিটি হলে বিয়ের আয়োজন।

*এরপর দশের পাতায়*

**ভোগান্তি ডাক্তারদের**

- মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে কার্সিয়াংয়ে ৩ জায়গায় মেডিকেল টিম
- সোমবার খাবারে ভাত, ডাল, একটি ডিম, রাইশাকের ঘণ্ট, একটুকরো পেঁয়াজ ও আচার দেওয়া হয়
- থাকার জন্য যে ঘর, খাট দেওয়া হয়েছে সেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য
- দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চিকিৎসকদের সংগঠনের দাবি

দোলনাতে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার।

## বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য উদ্যোগী অধ্যাপক

সুভাষ বর্মন

**পলাশবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** মেঘা রায়, তৃথা বর্মন, শুভঙ্কর বর্মনরা আর পাঁচজন স্কুল পড়ুয়ার মতো নয়। মেঘারা সবাই বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু সবাই স্কুলে আসে। পড়াশোনা করে। তবে খেলাধুলো করার ক্ষেত্রে এতদিন সেরকম মনোরঞ্জন হত না। আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের পলাশবাড়িতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে মেঘাদের স্কুল। আর খেলাধুলোর পরিবেশে মেঘাদের খুশি করতে এবার এগিয়ে এলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ নাথ। মঙ্গলবার তিনি একটি দোলনা দান করেন এই স্কুলে। আর এরকম দোলনা পেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যারপরনাই খুশি। হাসি ফুটেছে অভিভাবকদের মুখেও। মুহূর্তেই যেন সেখানকার পরিবেশটাও বদলে যায়।

জানা গেল, অবসরপ্রাপ্ত এই অধ্যাপক মাঝেমধ্যেই পলাশবাড়ির বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের স্কুলে আসেন। স্কুলের একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি শামিল হন। এর আগে আর্থিকভাবেও এই স্কুলকে সহযোগিতা করেন। এখন সরকারি কিংবা বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলোর নানা সরঞ্জাম থাকে। প্রাকপ্রাথমিক ও প্রাথমিকের পড়ুয়াদের খেলার জন্য দোলনাও রয়েছে অনেক স্কুলে। আর পলাশবাড়িতে স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত এই স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলোর সরঞ্জাম সেই তুলনায় অনেকটাই কম। কারণ, ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোনওভাবে স্কুলটি চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অনুদানও সবরকমের মেলে না। অথচ নানা এলাকার অভিভাবকরা তাঁদের বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানদের এই স্কুলে পড়াচ্ছেন। এরকম খামতি দেখেই স্কুল চত্বরে দোলনা বসানোর আলোচনা হয়। আর সেই আলোচনা শুনেই জ্যোতিবিকাশবাবু নিজেই সেই দোলনা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এদিন দেখা গেল, লোহার রং করা ওই দোলনা স্কুল চত্বরে বসানো হয়েছে। আর এমন দোলনা পেয়েই খেলতে শুরু করে দেয় পড়ুয়ারা।

জ্যোতিবিকাশ নাথ বলেন, 'আমি মাঝেমধ্যেই পলাশবাড়ির ওই স্কুলে যাই। পাশে দাঁড়ালে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যাতে আরও একটু স্বাভাবিক হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সহযোগিতা করা।' ওই স্কুল পরিচালন সমিতির কর্ণধার তাপস বর্মন বললেন, 'সকলের সহযোগিতাতেই বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের এই স্কুল চলছে। জ্যোতিবিকাশ স্যার আমাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেন। এজন্য স্যারের কাছে আমরাও কৃতজ্ঞ।' পড়ুয়ারা যে কতটা খুশি তা এদিন খেলার পরিবেশ দেখেই বোঝা গেল। ধাপে ধাপে সব পড়ুয়াই দোলনায় বসে খেলতে থাকে। হাসিমুখই বলে দিচ্ছে যে, খেলার এই সরঞ্জাম পেয়ে সবাই দারুণ খুশি। ইন্দ্রজিৎ বর্মন নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার মেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম। স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয়। তাই এই স্কুলে পড়াচ্ছি। আর এদিন দোলনা পেয়ে মেয়ে ভীষণ খুশি হয়।' মলয় বিশ্বাস নামে আরেক অভিভাবকেরও একই বক্তব্য।

### রায়গঞ্জের গ্রামে এখনও বেঁচে মানবতা

# বিপন্নদের আলোর পথযাত্রী সফিকুল

বিশ্বজিৎ সরকার

**রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর :** এ যেন 'নতুন প্রেরণার দূত'। পেশায় মামুলি প্যান্ডেল ব্যবসায়ী। সাইকেলে চেপে এক চত্বর থেকে অন্য চত্বর চষে বেড়ান। অসুস্থ মানুষ দেখলেই বাহন থামিয়ে শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্তও করেন। খোঁজ নেন, মানুষটির পরিবারে আর কে কে আছেন অথবা সংসার কেমন করে চলছে। খুঁটিয়ে সব জানার পর সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মঙ্গলবার এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আচমকাই দেখা রায়গঞ্জ মেডিকেল চত্বরে।

ছাব্বিশের কোঠায় বয়স। ওই যুবকের বাড়ি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিটিআর গ্রামে। পকেট থেকে ম্যাড়মেড়ে একটা নোটবই বের করে জানালেন, 'এখানে জেলার সব চিকিৎসকের নাম আর ফোন নম্বর লেখা রয়েছে। ভালো করে বুঝিয়ে বললে গরিব রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়ে যায়।' নিজের রোজগারের ভাবনা সরিয়ে তিনি একজন জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের মতো মানবদেহের নানা অবস্থান সম্পর্কে সবাইকে বোঝান। কীভাবে শরীরের ভিতরে জটিল রোগ তৈরি হয়, প্রতিকারের জন্য কোন চিকিৎসক উপযুক্ত, কীভাবে সরকারি হাসপাতালে যেতে হয় কিংবা রায়গঞ্জ মেডিকেলের আউটডোরে কখন, কবে, কে রোগী দেখেন, সব যেন তাঁর ঠোঁটের ডগায়। বছর দশেক ধরে এভাবেই অসহায় মানুষের সেবায় সমর্পিত সফিকুল হক।

গ্রামের ভাঙা রাস্তা তৈরি করছেন সফিকুল।

১৫ বছর আগে বিনা চিকিৎসায় সফিকুলের বাবার মৃত্যু হয়েছিল। এখন গ্রামেই প্যান্ডেলের ব্যবসা করে খুব সামান্য আয়। শ্যামবর্ণ, পেটানো চেহারার যুবকটি চুপচাপ থাকেন। এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দেন, 'রোজগারের কথা ভাবার সময় পাইনি, তবে একটা কাজ তো করছি।' বন্ধু, আত্মীয় বা স্বজনদের ভিড়েই কেটে যায় সময়। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না? সৌম্য দর্শন যুবকটির বক্তব্য, 'যদি সাহায্য না করি তাহলে ওই মানুষগুলির কী হবে ভাবতে পারছেন! তাছাড়া আমার এই কাজ করতে ভালোই লাগে।'

সফিকুলের মনোভাবে খুশি সবাই। রায়গঞ্জের চিকিৎসক এনসি পাল জানালেন, 'বিশ্বায়িত হাওয়ায় এমন মানুষ যে এখনও আছেন তা ভাবতেও ভালো লাগে। অসহায়ের পাশে দাঁড়াতেই হবে। আর সেটা মানুষই পারবে।'

সফিকুলের কোনও রাজনৈতিক রং নেই। মনের নানা রং নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েন আর্তদের সেবায়। খুব অসুবিধে হলে সরকারি আধিকারিকদের শরণাপন্ন হন। প্রয়োজনে গুটি কয়েক বন্ধুকে পাশে পান। যেভাবেই হোক না কেন, সংকল্প সফলে সফিকুল হক অনড়।

গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বরেন রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত ওই যুবক। গ্রামের যে সমস্ত রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি সেই রাস্তাগুলি মেরামত করেন। গ্রামের মহিলা–পুরুষদের সই (স্বাক্ষর) শেখানোর জন্য শনি ও রবিবার বাড়িতে বিনা পয়সায় স্কুল খুলেছেন। স্বাক্ষর করতে পারলে পুরস্কার বাবদ মহিলাদের শাড়ি, চুড়িদার, পুরুষদের জামা–প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি দেওয়া হয়। তিনি সবটাই করেন নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে।'

সুটুঙ্গা নদীতে পরিযায়ী পাখির ভিড়। মাথাভাঙ্গা শহরে।

### ঠ্যালাতে মক্কায়

**লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর ঃ** হেঁটেই দশ–দশটি দেশ পার করেছেন ব্রিটেনের অ্যাডাম মহম্মদ। ২০২২ সালের ১ অগাস্ট ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি মক্কায় পৌঁছে যাত্রায় ইতি টেনেছেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল নিজের হাতে বানানো ঠ্যালাগাড়ি। আর গাড়ির সঙ্গে ছিল স্পিকার, যার মাধ্যমে শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রচার করে চলেছিলেন।

## পরিযায়ীদের কলরবে মুখরিত সুটুঙ্গা নদী

বিশ্বজিৎ সাহা

**মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর ঃ** ডিসেম্বরের শুরুতেই মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীতে হাজির পরিযায়ী পাখির দল। সকাল থেকে সন্ধ্যা শহরের ওই সমস্ত এলাকা মুখরিত হচ্ছে পরিযায়ী পাখির কলরবে। নদীর জলে পরিযায়ী পাখির ঘুরে বেড়ানো ও বসে থাকার দৃশ্য উপভোগ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। পরিযায়ী পাখির ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে নদীর ধারে হাজির হচ্ছেন আলোকচিত্রীরাও।

তবে শুধু সুটুঙ্গা নদীই নয়, শহরের মানসাই নদী এবং শহর লাগোয়া বিভিন্ন বিল ছাড়াও ধরলা, দোলং নদীতেও দেখা মিলছে ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী পাখির। তেকুনিয়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকাতেও আস্তানা গেড়েছে পরিযায়ী পাখির দল।

এবছর কালীপুজোর পর শীতের পরশ পড়তেই মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে সুটুঙ্গা নদীতে দেখা মিলতে শুরু করে পরিযায়ী পাখির। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রশান্ত সাহা, অমর দাস, শুভাশিস ধররা জানান, প্রথম দিকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কম থাকলেও বর্তমানে বাড়ির সামনের নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির ভিড়ে জমজমাট গোটা এলাকা। তাঁরা বলেন, প্রথম দিকে কেউ কেউ পাখিদের উত্ত্যক্ত করলেও বর্তমানে সচেতনতা বাড়ায় কেউ আর তাদের উত্ত্যক্ত করে না। ফলে পরিযায়ী পাখিরাও এই এলাকাকে নিরাপদ মনে করায় প্রতিবছরই এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছে। গোটা শীতের মরশুম এই এলাকায় কাটিয়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তারা এখান থেকে চলে যায়।

সুটুঙ্গা নদীতে পরিযায়ী পাখির সমাগমে খুশি আলোকচিত্রীরাও। মাথাভাঙ্গা ফোটোগ্রাফি ক্লাবের অন্যতম সদস্য পার্থ রায় বলেন, 'সুটুঙ্গা নদীতে মূলত লেজার হুইসলিং ডাক (সরাল) প্রচুর পরিমাণে এসেছে। এছাড়াও রুডি শেল ডাকেরও (চখা) দেখা মিলছে।'

মাথাভাঙ্গা শহরের অন্যতম আলোকচিত্রী সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'লেজার হুইসলিং ডাক ও রুডি শেল ডাক ছাড়াও গত বছর মাথাভাঙ্গায় দেখা মিলেছে ব্ল্যাক আইভিসের (কালো দোচারা)।' শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে মানসাই ও সুটুঙ্গা নদীর মোহনায় নদীর চরে গত বছর ব্ল্যাক আইভিসের ছবি তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মাথাভাঙ্গা শাখা সম্পাদক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, 'মাথাভাঙ্গায় সুটুঙ্গা, মানসাই সহ বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনার অন্যতম কারণ এই অঞ্চলের নদী ও বিলে এখনও তাদের খাবার রয়েছে।

তবে আগের তুলনায় পরিযায়ী পাখির প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। ইউরোপ থেকে আসা নর্দার্ন ল্যাপউইংয়ের আগে দেখা মিললেও এখন আর দেখা মিলছে না। হয়তো অনেক পরিযায়ী পাখি এখনও আসে অথচ আমাদের চোখে পড়ে না। তবে যেভাবে জল, পরিবেশ ও শব্দ দূষণ বাড়ছে তাতে কতদিন পরিযায়ী পাখির দেখা এই অঞ্চলে মিলবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

বন বিভাগের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সজল পাল বলেন, 'নদীসংলগ্ন এলাকায় বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা লাগানো হয়েছে যা কি না পরিযায়ী পাখির পক্ষে আদর্শ। পরিযায়ী পাখিদের যাতে উত্ত্যক্ত না করা হয় সেজন্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়। তবে জল ও শব্দ দূষণ রোধে নাগরিক সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।'

দেশি ধানের জমিতে মদনমোহন আইচ। মঙ্গলবার দেওয়ানহাটে।

## মদনমোহনের ৩৮ দেশি ধান

তুষার দেব

**দেওয়ানহাট, ৫ ডিসেম্বর :** কথায় আছে, দেশি ধান অমৃত সমান। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন দেশি ধান আজ লুপ্তপ্রায়। এখনকার সিংহভাগ কৃষকই বেশি ফলনের আশায় দেশি ধান ছেড়ে হাইব্রিড ধান চাষে ঝুঁকেছেন, যার দরুন সাধারণ মানুষও এর অতুলনীয় স্বাদ ও পুষ্টিগুণ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এরমধ্যেও ব্যতিক্রমী কোচবিহার–১ ব্লকের দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ নবাবগঞ্জ বালাসির কৃষক মদনমোহন আইচ। স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটে ২০১৩ সালে তিনি জৈব পদ্ধতিতে দেশি ধানের চাষ করেন। বর্তমানে ৩৮ রকম দেশি ধান তাঁর সংরক্ষণে রয়েছে। মদনমোহনবাবুর এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়েছে কৃষি দপ্তর।

বর্তমানে কেরালা সুন্দরী, বহুরূপী, হেতুমারি, বেগুনবিচি, কালো নুনিয়া, লাল বাসমতী, রাধাতিলক, তুলসীমালা, আম্বে মোহর, আদান শিল্পা সহ মোট ৩৮ রকম লুপ্তপ্রায় দেশি ধান চাষ করছেন ষাটোর্ধ্ব মদনমোহনবাবু। দেশি ধান চাষে সাফল্যের ক্ষেত্রে মদনমোহনবাবু উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ অমূল্যকুমার মিত্র ও বর্তমানে কোচবিহার জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ) রজত চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অবদানের কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'উনি আধুনিক পদ্ধতি মেনে জৈব চাষে যোগ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি ধৈর্য আর নিষ্ঠা নিয়ে এতরকম ধানের বৈশিষ্ট্য বছরের পর ধরে রেখেছেন, যা সত্যিই শেখার মতো।'

ভরা বর্ষার মরশুমে বাজারে শাকসবজির জোগান একেবারেই কমে যায়। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বছর দুয়েক আগে নিজের ৮ কাঠা জমিতে পলিহাউস তৈরি করে বর্ষার সময় সেখানে ধনিয়া, পালং, মুলো, লাফা শাকের চাষ শুরু করেন। বিনা কর্ষণে বেগুন, চালকুমড়ো, ব্রোকোলি, রঙিন ফুলকপি চাষেও মুনশিয়ানা দেখাচ্ছেন তিনি। তবে সবটাই জৈব উপায়ে।

তাঁর কথায়, 'কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অত্যধিক প্রয়োগে পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ার পাশাপাশি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমছে, যা ভবিষ্যতে বড় বিপত্তির কারণ হয়ে উঠবে। তাই আমি জৈব উপায়ে চাষ–আবাদ করছি।' এতে লাভের মুখ দেখতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬৩০৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬৩৩৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬০২৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৭৫৫০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৭৫৬০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/04/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_612600_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-III SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte.
ICA-T24685(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, National Highway Division-X invites online e-Tender for One number of Civil work vide NIET No.- 05 of 2023-24 of the EE, National Highway Division-X, P.W.(Roads)Dte. Tender ID : 2023_NH_613377_1. Bid submission start date (online):- 04.12.2023 at 18:00 Hrs. IST. Bid submission closing date (online) :- 15.12.2023 at 18:00 Hrs. IST. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, National Highway Division-X, P.W.(Roads)Dte., Alipurduar.
ICA-T24675(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/02/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_612377_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-I SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte.
ICA-T24683(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/03/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and 2023_PHED_612489_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-II SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte.
ICA-T24684(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_612679_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division.
ICA-T24666(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, PWD, Cob. Sub Divn II. invites online e-tender (e-NIT 26), Tender Id: 2023_WBPWD_612508_1. Bid submission start date: 06.12.2023. Bid submission closing date: 13.12.2023 (9 a.m.) Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, COB. SUB DIVN II.
ICA-T24649(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Executive Engineer (A-M), Balurghat (A-M) Division ... [illegible]
Executive Engineer (A-M)
Balurghat (Agri-Mech) Division
ICA-T24624(2)/2023

সর্বশিক্ষা মিশন
Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-36/23-24 &
SSA-JAL/T-37/23-24
Dated- 04/12/2023
For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

**Siliguri Mahakuma Parishad**
**Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001**
**NIeQ No.39-DE/SMP/2023-24**
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful decorators for the works '6th SARAS MELA' under Siliguri Mahakuma Parishad.
**Start date of submission of bid: 06.12.2023 from 11:00 am, Last date of submission of bid : 19.12.2023 upto 2:30 p.m.** All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.
**Sd/-**
**DE, SMP**

**Abridged E-Tender Notice**
Tender for **eNIT No.-5098/B.D.O, dated - 05/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **14/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
**Sd/-**
**B.D.O**

**Abridged E-Tender Notice**
Tender for **eNIT No.-5087/B.D.O, dated - 04/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **18/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
**Sd/-**
**B.D.O**

**GOVT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W. & TD, MALDA**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W, & TD, MALDA, invited Percentage rate tender **e-N.I.T No. 20/ BCW (MLD) / 2023-24, Dated 05.12.2023** for Construction of 2 nos. toilet Block under Old Malda Dev. Block, Malda. **Last date of submission of Online Bid is on 14.12.2023** up to **10:00 a.m.** Details information will be available at http://wbtenders.gov.in. http://malda.gov.in and at Notice Board, of the office of the undersigned.
Sd/-
P.O.-cum.-D.W.O., B.C.W. & TD, Malda
Memo No : 1102(2)/DICO/MLD. dt 05/12/2023

বিজ্ঞপ্তি

উপরের ছবিটি একটি শিশু কন্যার। শিশু কন্যাটি বর্তমানে সুনীতি গৃহে রয়েছে। শিশুটির আনুমানিক বয়স ২ বছর ৬ মাস (০৩/১২/২০২৩ তারিখ অনুসারে)। গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা – ৩ ফুট। শিশুটির ঠিকানা – জানা নেই ( মালদা রেল স্টেশন থেকে পাওয়া যায়। তারিখ – ০৩/১২/২০২৩, সময় – সাড়ে ৭টায়)। পিতা ও মাতার নাম – অজ্ঞাত। শিশুটির মুখাকৃতি গোলাকার। বর্তমানে শিশুটির কোন অভিভাবক ও নিকট আত্মীয় থাকলে উপযুক্ত প্রমাণসহ যোগাযোগ করুন – জেলা শিশু সুরক্ষা কার্যালয়, রুম নং ১২, মালদা জেলা শাসকের করণ, কালেক্টরেট বিল্ডিং এবং শিশু কল্যাণ সমিতি (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি / সি.ডাবলু.সি), সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রুম নং ১০৫, বাঁধ রোড, মালদা। পিন – ৭৩২১০১, ফোন নং ০৩৫১২–২২০১৮৩ (পঃবঃ)
Memo No : 1105(2)/DICO/MLD, Date :- 05/12/2023

**TENDER NOTICE**
**eNIT NO: 02/WBSRDA/DD/2023-24 (2nd Call), Date : 05.12.2023**
**OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION,**
**Vide Memo No. 559\WBSRDA\DD Dated: 05.12.2023**
**(E-Procurement)**
**Details of eNIT NO: 02/WBSRDA/DD/2023-24 (2nd Call), Date : 05.12.2023** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT ||WBSRDA|| DAKSHIN DINAJPUR DIVISION')
Sd-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

**E-NIT Notice**
The Chairman, Mal Municipality invited e-tender as per given NIT within Mal Municipal area.
i) WBMAD/MAL/AMRUT 2.0/eNIT-5/2023-24 (2nd Call) Tender ID: 2023_MAD_614967_1 & 2
i) Last date of bidding (On line) dated: 20/12/2023 at 12.00 P.M.
(ii) Date of opening (On line) dated: 22/12/2023 at 12.00 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.
**Sd/- Swapan Saha**
**Chairman**
**Mal Municipality**

**Notice**
E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No.:- **16/PS/Phd/2023-24 Date.-29/11/2023, 17/BDO/Phd/2023-24 Date-29/11/2023, 18/BDO/ Phd/2023-24 Date-05/12/2023 and 19/BDO/Phd/2023-24 Date-05/12/2023** and Last date for submission of Bids-**14/12/2023 up to 04.10 pm and 15/12/23 up to 4.40 PM.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Phansidewa Development Block**
**& Executive Officer,**
**Phansidewa Panchayet Samity**

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.
ABRIDGED TENDER NOTICE
The undersigned publishes NITs for the project 'Carriage of Harvested 2023-24 produce' on behalf of the DM, Darjeeling Forest Corporation Division, WBFDCL as follows :

| NIT No. | Name of Project | Bid Submission Start Date | Last Date of Bid Submission |
|---|---|---|---|
| 08/DFCD/Timber Carriage/2023-24 | Various felling sites of Bamanpokhari Range, Kurseong Division to Taipoo Depot. | 06.12.2023 | 20.12.2023 |
| 09/DFCD/Timber Carriage/2023-24 | Various felling sites of Panighata Range, Kurseong Division to Taipoo Depot. | | |
| 10/DFCD/Timber Carriage/2023-24 | Various felling sites of Bamanpokhari Range, Kurseong Division to Taipoo Depot. | | |

Details of NITs can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfdc.com
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

ভর্তি
চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্রেণি। M–9932966039 (A/A)

চলচ্চিত্র
নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে–মেয়ে চাই। বয়স ৮–৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

অ্যাফিডেভিট
DL No. WB7119900899865–এ আমার পিতার নাম ভুল আছে। গত 30–11–23 তারিখে E.M Court মেখলিগঞ্জে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Hari Narayan Sha করা হইল। Hari Narayan Sha এবং J. Sha একই ব্যক্তি। (C/107955)

হারানো/প্রাপ্তি
গত 28 নভেম্বর, 2023 ধূপগুড়ি বাজারে আমার মাধ্যমিকের মার্কশিট, রোল নং 501702N No 0207 এবং ডব্লিউবি নার্সিং কাউন্সিলের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের মার্কশিট এবং ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট হারিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানাবেন 9679709848 নম্বরে। –রাকা নন্দী, ধূপগুড়ি। (C/108390)

ত্যাজ্যপুত্র
আমি প্রদীপ কুমার বাহেতি, পিতা মৃত মহল চান্দ বাহেতি, ওয়ার্ড নং 13, দিনহাটা, জেলা–কোচবিহার। আমার পুত্র রজত বাহেতি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পরিবারে কোনওরকম অর্থ সাহায্য না করায় তাকে আজ 04.12.23 হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। এবং আমার স্থাবর অস্থাবর থেকেও বঞ্চিত করিলাম। (A/A)

কর্মখালি
চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে আবাসিক শিক্ষক চাই। B.A, B.Sc. M–9932966039. (A/A)

•

সিটি সেন্টারের পাশে ১০৫০০ টাকা বেতনে সিকিউরিটি গার্ড ও ফিল্ড অফিসার চাই। Ph–9674333228/9830444403. (K)

Job Vacancy
Urgently required one Manager for Rave-up the Resto Bar'. Qualification–H.S.+Age–28+, Interview Date–07/12/23, Time–3 p.m. to 6 p.m. Contact No.–95479–22552, 98323–16981, Venue–Cosmos Mall. (C/108380)

আজ ও কাল
আলিপুরদুয়ার
পরশু
মালবাজার
৯/১০
শিলিগুড়ি
গ্রহের দোষ কাটান
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পঞ্জিকাকার
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং: 9434317391/9163667741

আলিপুরদুয়ার জং. -এ ব্যালাস্ট পুনরুদ্ধারের কাজগুলি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৫৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০১-১২-২০২৩; নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ৬০-এপি-I-২০২৩; কাজের নাম: নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ- এডিইএন/II/ নিউ কোচবিহার -এর অধীনে নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ সেকশনে ব্যালাস্ট পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৮৯,৪৫,২৬৫/-; বায়না মূল্য : ₹ ১,৭৮,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম(ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস-২০২৩-কে-৩২, তারিখ: ০১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১: টেন্ডার নং.: এস-২০২৩-কে-৩২, কাজের নামঃ সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি জং.-শিলিগুড়ি জং. (ইয়ার্ড লাইন)-টিটিআর (এফএস-সিএস-সিএমএসসি)-৮ সেট (১:১২-৫ সেট এবং ১:৮-৩ সেট) এবং শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোড (এসএল)-এসইজে-৩৬ সেট -এর জন্য সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১৩,৪১,১১৪.০৬ টাকা; বায়নার অর্থ: ২৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

# অবশেষে ৩১টি নতুন বাস এনবিএসটিসিতে

চাঁদকুমার বড়াল

**কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর :** নতুন ৩১টি বাস পেল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। চলতি মাসেই এই বাসগুলো তারা রাস্তায় নামাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে নতুন বাসের বেশিরভাগই দূরপাল্লা রুটের। প্রত্যেকটি বাসে ৫৫টি করে সিট রয়েছে। প্রত্যেকটি বাসের মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা।

সবমিলিয়ে এর জন্য ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, ৩১টি বাস এসেছে। সেগুলো চালানোর জন্য চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। তারসঙ্গে রেজিস্ট্রেশনও হচ্ছে।

**উন্নত পরিষেবা**

- প্রতিটি বাসে ৫৫টি সিট
- একেকটি বাসের মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা
- এর জন্য ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ

সবমিলিয়ে এখন এনবিএসটিসির কাছে রকেট, আইসার, এসি, জেএনএনইউআরএম, স্ট্যান্ডার্ড এই সমস্ত মিলে ৭১৬টির মতো বাস রয়েছে। তার মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৫৫০টি বাস রাস্তায় চলে। ১৫০টি বাস রিজার্ভে থাকে। ৪০টির মতো বাস চালানোর পরিস্থিতিতে নেই। সেগুলো কম সিটের হওয়ায় কোনও লোকাল রুটে চালালে ক্ষতি হয়। এই বাসগুলো শহরে চলবার জন্যই কেনা হয়েছিল। এদিকে ২০২০ সালে শেষবার এনবিএসটিসি ৬০টি ডিজেল বাস কিনেছিল। তারপর তিন বছর পর নতুন বাস কেনা হল। যে বাসগুলো নতুন এসেছে সেগুলো দূরপাল্লায় চালানো হবে। আর দূরপাল্লায় যে বাসগুলো এখন চলছে তা পুরোনো হওয়ায় লোকাল রুটে চালানো হবে। কোচবিহার ওল্ড বাসস্ট্যান্ডে এখন বাসগুলো রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, '১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলার জন্য বহু বাস বসে গিয়েছে। তাই সমস্যা চলছিল। এখন নতুন কিছু বাস আসায় তা কিছুটা মিটল। তবে আরও বাসের প্রয়োজন। বেশ কিছু সিএনজি বাস আগামী বছরের প্রথমে আসতে চলেছে।' এখন প্রতিদিন এনবিএসটিসির যাত্রীসংখ্যা রয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। সেই হিসেবে মাসে ৪০ লক্ষ যাত্রী এই সংস্থার উপর নির্ভরশিল। প্রতি মাসে বর্তমানে প্রায় ১৫-১৬ কোটি টাকা উপার্জন হয়। তার পরেও নিগমের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি নিতে হয়। বেতনের ৯০ শতাংশ ভরতুকি দেয় রাজ্য। তবে আগের চাইতে আয় বেড়েছে।

# দাম বাড়াচ্ছে মারুতি

নিউজ ব্যুরো

**৫ ডিসেম্বর :** ভারতের বৃহত্তম যাত্রীবাহী গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি মারুতি সুজুকির গাড়িগুলির দাম বাড়ছে। আর সেই নতুন দাম বলবৎ হবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে। কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও মারুতির গাড়িগুলির দাম বৃদ্ধির মাপকাঠি ঠিক হয়নি। জানা গিয়েছে, মডেল অনুযায়ী গাড়ির দামে বদল আসবে। কোম্পানি সূত্রে খবর, বর্তমানে অন্য সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় গাড়ির দাম বাড়াতে হয়েছে। তবে কোম্পানি চেষ্টা করেছে যতটা সম্ভব কমদামে বাজারে আনার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা দাম বাড়াতেই হয়েছে।

# প্রেমের টানে অসম থেকে শামুকতলায়

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ৫ ডিসেম্বর :** সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব থেকেই শামুকতলার এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অসমের এক কিশোরীর। বাড়িতে বকা খেয়ে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী প্রেমের টানে অসম থেকে চলে আসে শামুকতলায়। ওই যুবক এখন কেরলে কাজ করছেন। কিশোরীর প্রেমিকের বাড়ির ঠিকানা আগে থেকেই জানা ছিল। তাঁদের বাড়িতে ওঠার পরেই যুবকের বাড়ির লোকজন সিনি এবং ভিলেজে লেভেল চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির সদস্যদের খবর দেন। তাঁরা শামুকতলা থানায় খবর দেন। পুলিশ কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় কিশোরীর বাড়িতে। তার বাবা এলেও কিশোরী বাড়িতে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষপর্যন্ত তাকে হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মঙ্গলবার।

ওই কিশোরী জানিয়েছে, তার দাদা মারধর করে নিয়মিত। বাবা-মা আদর করে না। সেই রাগে অভিমানে বাড়ি ছাড়ে কিশোরী। বাড়ি থেকে পালিয়ে গত রবিবার রাতে তার প্রেমিকের বাড়িতে চলে আসে। শামুকতলা থানার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার জগদীশ রায় বলেন, 'সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীটিকে তার দাদা মারধর করেছিল। মা-বাবাও আদর করত না। আমরা

**হোমে কিশোরী**

মেয়েটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি। আমরা ওর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করি। কোনওভাবেই মেয়েটি বাড়ি ফিরতে রাজি হয়নি। চাইল্ড হেল্প ডেস্কের পরামর্শে মেয়েটিকে কোচবিহারে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। মেয়েটি যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেটা দেখা হবে।'

মেয়েটির বাবা মেয়েকে মারধরের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'কাউকে না জানিয়ে মেয়ে এখানে চলে আসে। ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেও ফিরতে রাজি নয়।' কিশোরী অবশ্য বলে, 'আমি এখন বিয়ে করতে রাজি নই। আরও পড়তে চাই। বাড়ি ফিরলে মারধর করবে দাদা। তাই ফিরব না। হোম থেকে পড়াশোনা করব।' শামুকতলা থানার ওসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, মেয়েটি পড়াশোনা করতে চাইলে তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে।


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**

**WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION**

( A Statutory Corporation under the Government of West Bengal)
Amber, DD-27E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-64

The last date for submission of application for Scholarship under "Aikyashree" and other schemes for the session 2023-24 are revised and extended as follows :

| Sl. No. | Name of the Scholarship Scheme | Date extended upto fresh renewal |
|---|---|---|
| 1 | Pre Matric | 15.12.2023 |
| 2 | Post Matric | 15.01.2024 |
| 3 | Merit-cum-Means | |
| 4 | SVMCM | |
| 5 | Post Matric Talent Support Programme (TSP) | |

Sd/- OSD & EO Managing Director

Toll Free Number- 18001202130
Contact Number - 033-4004-7468/033-4004-7469
WhatsApp Number - 8017071714

ICA-N637(5)/2023

## ভিআইপিরা আসতেই ছবি বদল

# নদী থেকে বালি চুরি আপাতত বন্ধ

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** দু'দিনে দুই চিত্র। সবাই অবাক।

সোমবার সকাল থেকেও যে নদীর মধ্যে শতাধিক গাড়ি নামিয়ে বালি চুরি হচ্ছিল, মঙ্গলবার নদীর সেই এলাকাই পুরোপুরি নিস্তব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, এদিন সকাল থেকে একটি গাড়িও ঘাটে আসেনি। বালি তোলার কাজে যুক্ত শ্রমিকরাও সোমবার রাতেই এখান থেকে চলে গিয়েছেন। তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে মহানন্দা এবং বালাসনের সংযোগস্থলে এমনই ছবি দেখা গিয়েছে। বারবার অভিযোগ ওঠার পরেও দিব্যি যে কারবার এতদিন ধরে চলছিল তা রাতারাতি কীভাবে বন্ধ হল? স্থানীয়রাই বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বলে কয়েকদিন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ফিরে গেলেই আবার এই বালি চুরি শুরু হবে, আমরা নিশ্চিত। স্থানীয়দের কথাবার্তায় বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁরা প্রশাসনের ভূমিকায় কতটা ক্ষুব্ধ। মাটিগাড়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপেন লামা অবশ্য বলেন, 'কোনও নদী থেকে বালি তোলার কোনও অভিযোগ নেই।'

শিলিগুড়ি মহকুমায় এখনও কোনও নদী থেকে বালি তুলে বিক্রির জন্য জেলা প্রশাসন ঘাটের ছাড়পত্র দেয়নি। লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে এজেন্সির কাছে বালি মজুত রয়েছে তারাই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বালি বিক্রি করতে পারছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই কাওয়াখালির নিমতলা শ্মশান সংলগ্ন বালাসন নদী থেকে শুরু করে তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে ওই নদীর মিলনস্থল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার এলাকায় লরি, ট্রাক্টর, ডাম্পার নামিয়ে গত ১৫-২০ দিন ধরে বালি তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দিনরাত এক করে এখান থেকে বালি পাচার হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের রাস্তায় বেশ কয়েকটি ট্রাফিক পুলিশ পয়েন্ট থাকলেও কোথাও এই বালির গাড়ি আটকানো হয় না। এখনও শিলিগুড়ি মহকুমায় কোনও নদী থেকে বালি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অভিযোগ, প্রশাসনের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই অবৈধ বালির কারবার চলছে। ফলে প্রশাসন সবকিছু দেখেও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে পা রাখার পরেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই নদী পুরো পরিষ্কার। নদীর যতদূর চোখ যায়, একটিও গাড়ি চোখে পড়েনি। অভিষেক এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য প্রশাসনের প্রচুর ভিআইপি আগামী কয়েকদিন শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে থাকবেন। এই সময় বালি-পাথর পাচার নিয়ে যাতে কোনও রকম বিতর্ক তৈরি না হয় তাই সমস্ত কারবারিকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তাই ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নদী থেকে বালি তোলার কাজ বন্ধ থাকবে।

*অন্যান্য দিন বেআইনিভাবে বালি তোলার হিড়িক থাকলেও মঙ্গলবার শুনসান তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে মহানন্দা ও বালাসনের সংযোগস্থল।*

# ভোটের আগে পাট্টা দাবি

## আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সীমান্ত এলাকার কৃষকদের

মহম্মদ হাসিম

**নকশালবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** ফের পাট্টার দাবিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকার কৃষকরা। লোকসভা ভোটের আগে দ্রুত পাট্টা দেওয়া না হলে সরকারি দপ্তর ঘেরাও করা হবে বলে কৃষকরা হুমকি দিয়েছেন। পাশাপাশি এলাকার প্রায় ২০০ কৃষক ভোট বয়কটেরও হুমকি দিয়েছেন। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-নেপাল সীমান্তের কৃষকদের অভিযোগ, ২০০৯ সাল থেকে একাধিকবার পাট্টার জন্য আবেদন করা হলেও তা মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রীর এবারের দার্জিলিং সফরেও ভারত-নেপাল সীমান্তের কোনও কৃষককে পাট্টা বিতরণের তালিকায় রাখা হয়নি। যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার প্রায় হাজার পাঁচেক বাসিন্দা।

নকশালবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের সুরজবর, শিউবর এবং বড় মণিরাম মৌজায় প্রায় এক হাজার একরের বেশি সরকারি জমি রয়েছে। যার অধিকাংশ জমিই মেচি নদীর চর কিংবা সিকস্থি জমি। এই মেচি নদীর চরে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলারামজোত, বড়মণিরামজোত, কেটুগাবুরজোত, ঝাপুজোত, নেহালজোত সংসদের প্রায় হাজার পাঁচেক বাসিন্দা কৃষিকাজ করেই সারা বছরের খাবার জোগাড় করেন। কিন্তু কৃষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কৃষিকাজ করে গেলেও পাট্টা মেলেনি।

পাট্টা দেওয়ার নাম করে এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা তোলাবাজির অভিযোগও উঠেছিল শাসকদলের এক নেতার বিরুদ্ধে। জমির কোনওরকম নথিপত্র না থাকার ফলে এলাকার কৃষকরা কৃষকবন্ধু, কিষান সম্মান নিধি, কিষান ক্রেডিট কার্ড, বাংলার ফসল বিমা যোজনার মতো রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের লাভজনক প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। সরকারি কেন্দ্রে ধানও বিক্রি করতে পারছেন না প্রায় ২০০ কৃষক। বহু কৃষক দালালদের হাতে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। হাতির হানায় ফসল নষ্ট হলেও জমির কাগজ না থাকায় বন দপ্তর থেকে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না কৃষকরা।

*চাষ-আবাদ করলেও অনেক জমিতে অধিকার নেই কৃষকদের। - সংবাদচিত্র*

এর আগে কৃষক আন্দোলনের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব এলাকায় গিয়ে কৃষকদের পাট্টা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে গেলেও কাউকে পাট্টা দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার মেচি নদীর তীরে সুরজবর মৌজায় ফের একত্রিত হয়ে আন্দোলন নামার হুমকি দিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। কৃষ্ণবাহাদুর সার্কি, দোমাশু বর্মন, কার্তিক সিংহ, ভরত মাঝিরা জানান, এবার দুয়ারে সরকারে আবেদন করা সত্ত্বেও আমাদের এলাকার কোনও কৃষককে পাট্টার তালিকায় রাখা হয়নি। যার ফলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা। তিনি বলেন, 'কৃষকরা একাধিকবার আবেদন করেও পাট্টা পাচ্ছেন না। যার ফলে আমরা এলাকার কৃষকদের কোনওরকম সুযোগসুবিধা দিতে পাচ্ছি না। আমি বিষয়টি উপরমহলে একাধিকবার জানিয়েছি। কেউ গুরুত্ব দেয়নি। সেজন্য কৃষকরা আন্দোলনে গেলেও আমরা কিছু করতে পারব না।'

যদিও নকশালবাড়ির বিএলএলআরও বিপ্লব হালদার বলেন, 'ওই এলাকায় বেশিরভাগ জমিই নদীর চর। একসময় ওই এলাকায় মেচি নদী ছিল। এখন নেই। তাই পাট্টা দিতে গেলে কলকাতা থেকে অনুমতি নিতে হবে। যদিও এই নিয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। দ্রুত সমাধান হবে।'

## কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি বিধায়ক-পুত্র

**চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর :** চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি পদে বসলেন বিধায়ক হামিদুল রহমানের ছেলে শাহ আলম। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে কলেজ থেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গত ৭ নভেম্বর উচ্চশিক্ষা দপ্তর চিঠি দিয়ে শাহ আলমকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এর আগে গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন ইসলামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ উতথ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সরিয়ে বিধায়কের ছেলেকে পদে বসানো ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়।

কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে স্থায়ী প্রিন্সিপাল হিসাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা কলেজ থেকে এক অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরকে চোপড়া কলেজে পাঠানো হয়। যদিও তিনি যোগ দেননি। স্থায়ী প্রিন্সিপালের যোগ না দেওয়া নিয়েও শিক্ষামহলে কথা উঠতে শুরু করেছে। কলেজের টিআইসি আলিমুদ্দিন শা বলেন, 'নতুন প্রিন্সিপাল দু'বার এক্সটেনশন চেয়েছিলেন। তারপর যতটুকু শুনেছি তিনি অন্য একটি কলেজে যোগ দিয়েছেন।'

## জমি বিবাদে আহত ১০

**চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর :** মঙ্গলবার চোপড়ার মিস্রিগছ এলাকায় দু'পক্ষের মধ্যে জমি দখল ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় ১০ জন জখম হন। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মসলিমউদ্দিন হুসেনের অভিযোগ, তাঁদের সাড়ে ৪১ শতক জমির একাংশে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। তিনি ওই জমি দান করেছেন। বাকি অংশে চাষাবাদ করা হয়। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা সলিমুল রহমান উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজে বাধা দেন। এরপর চাষের কাজে বাধা দিতে এলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। লাঠি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের দশজন আহত হন। পরবর্তীতে চোপড়া থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে ৬ জনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সলিমুলের কাকা মহম্মদ জমিরউদ্দিন বলেন, 'ওয়ারিশ সূত্রে বিতর্কিত জমির ভাগীদার আমরা। এ ব্যাপারে সালিশি ও বৈঠকের দিনও ধার্য হয়েছে। কিন্তু তার আগে এদিন মসলিমউদ্দিনরা জমি চাষ করতে গিয়েছিল। আপত্তি জানাতে গেলে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। এখনও পর্যন্ত শুধু মসলিমউদ্দিনের পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

## বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু চোপড়ায়

**চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর :** এক বধূর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকার ঘটনা। মৃতার নাম আমেলা খাতুন (২৪)। বছর পাঁচেক আগে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সিগছ এলাকার আমেলা খাতুনের সাথে বিয়ে হয় হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটা গ্রামের বাসিন্দা আবদুল কাদেরের। মৃতার বাপের বাড়ির লোকদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই ওই পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। এদিন হঠাৎ করেই আমেলার মৃত্যুর খবর আসে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

## কর্মশালা

**চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর :** চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিডিও অফিস কার্যালয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা অংশ নেন।

## সুবিধা পোর্টালে রাজস্ব কমার আশা

**চ্যাংরাবান্ধা, ৫ ডিসেম্বর :** ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজে রাজ্য সরকার সুবিধা পোর্টাল চালু করেছে। সেই পোর্টালে এখন যে রাজস্ব নেওয়া হচ্ছে তা কমে অর্ধেকও হতে পারে। দু'একদিনের মধ্যে এ নিয়ে সরকারি নির্দেশিকাও জারি হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুবিধা পোর্টালের আধিকারিকদের বৈঠকের পর এমনটাই আভাস মিলছে। এমন আভাস মেলায় ব্যবসায়ীরাও আর আন্দোলনের পথে যাচ্ছে না।

এদিন কলকাতায় চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি সীমান্তের ব্যবসায়ী, ট্রাক মালিক এবং সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুবিধা পোর্টালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুকেশ জৈনের উপস্থিতিতে আধিকারিকদের বৈঠক হয়।

প্রতিনিধিদলে থাকা চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর জানান, সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবিতে আলোচনা করতেই আমরা কলকাতায় এসেছি। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে। আমরা খুব খুশি। বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থায় বর্তমানে ট্রাকপিছু যে রাজস্ব জমা নেওয়া হচ্ছে সেটা কমানোর দাবিতেই গত সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সহ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলি। এনিয়ে আলোচনা করতে গত শনিবার চ্যাংরাবান্ধায় বৈঠকেও বসেছিলেন তাঁরা। সেই বৈঠকে জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকেই চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি এই দুটি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ রেখে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলেন তাঁরা।

কিন্তু তার আগেই রবিবার আন্দোলনকারীদের ডেকে মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে বৈঠক করেন কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কর্তারা। বৈঠকে আলোচনার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদলের কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে যাবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী এদিন কলকাতায় ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে দিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

# কার্সিয়াংয়ের ধাঁচে বাইক চুরি শিলিগুড়িতে

রাহুল মজুমদার

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** চুরির কায়দাটা একই। মিল আরও একটা আছে। যেদিন কার্সিয়াংয়ে বাইক চুরি হয়েছে, সেদিন শিলিগুড়িতে হয়নি। আবার যেদিন শিলিগুড়িতে চুরি হয়েছে, সেদিন হয়নি কার্সিয়াংয়ে। পুরোটাই কি কাকতালীয় নাকি প্ল্যানমাফিক? শিলিগুড়ির বাইক চুরির রহস্য উদ্ঘাটনে গিয়ে এখন এই প্রশ্নই তাড়া করে বেড়াচ্ছে পুলিশকে।

কার্সিয়াং পুলিশের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে বাইক চোরের গ্যাং। সেই গ্যাংই নাকি এবার সক্রিয় শিলিগুড়িতে! শুরু হয়েছে এমন গুঞ্জন। পথে দাঁড় করিয়ে রেখে কোথাও খানিকক্ষণের জন্য কাজে গেলেই উধাও হয়ে যাচ্ছে ঝাঁ চকচকে বাইক। চুরি হয়ে তা পাচার হয়ে যাচ্ছে পড়শি দেশ নেপালে। আর সেখানে একবার ঢুকে গেলে সহজে খুঁজে পাওয়ার জো নেই। কিন্তু কারা ঘটাচ্ছে এমন কাণ্ড, উত্তর খুঁজতে হয়রান পুলিশ।

চিন্তা আরও বাড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রায় সপ্তাহব্যাপী সফর। ওইসময় পুলিশকর্মীদের অধিকাংশই ব্যস্ত থাকবেন সিএম ডিউটিতে। তাই আলাদা করে বাইক চোরদের দিকে নজর দেওয়ার তেমন সুযোগ নেই। তবু শহরে বাইক চুরির ঘটনা যাতে না বাড়ে, সেইজন্য সাদা পোশাকের পুলিশ, এসওজি এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে সতর্ক করা হয়েছে কমিশনারেটের তরফে।

> "আমাদের এখানে বাইক চুরি যাচ্ছে, আবার উদ্ধারও হচ্ছে। একেক সময় একেকটি গ্যাং সক্রিয় হয়। আমরা নতুন গ্যাংকেও ধরার চেষ্টা করছি। শীঘ্রই অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়ে যাবে বলে আশা করছি।
>
> – **সুভেন্দ্র কুমার**
> *এডিসিপি, শিলিগুড়ি*

শিলিগুড়ির এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমার বলছেন, 'আমাদের এখানে বাইক চুরি যাচ্ছে, আবার উদ্ধারও হচ্ছে। একেক সময় একেকটি গ্যাং সক্রিয় হয়। আমরা নতুন গ্যাংকেও ধরার চেষ্টা করছি। শীঘ্রই অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়ে যাবে বলে আশা করছি।' গত মাসে দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং থানা এলাকায় গত ১০ দিনে ১০টি বাইক চুরি হয়েছিল। এরপরই জেলা পুলিশ হন্যে হয়ে অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করেছে। এরই মধ্যে শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকটি বাইক চুরি গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থানা এলাকায় দুটি, ভক্তিনগর এলাকা থেকে চারটি, আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় থেকে তিনটি, বাগডোগরা থানা এলাকা থেকে কয়েকটি বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বাইক চুরির ধরন অনেকটাই কার্সিয়াংয়ের মতো বলে জানাচ্ছে পুলিশ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন বাইকগুলিকে টার্গেট করছে চোরেরা, যেগুলি প্রায় রোজ একই সময় একই জায়গায় পার্ক করা হয়। ধরুন, কেউ ভক্তিনগর চেকপোস্টের সামনে বাইক রেখে অফিসে বা দোকানে যান এবং দিনের অধিকাংশ সময় বাইক সেখানেই পড়ে থাকে। এমন বাইকে বেশকিছুদিন নজর রাখে দলটি। তারপর সুযোগ বুঝে হাপিস করে দেয়। এই গ্যাংটির কাজকর্মে আরও একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ করেছেন তদন্তকারীরা, কখনোই একইদিনে শহর থেকে একাধিক বাইক চুরি হয়নি। দিনে একটাই। কার্সিয়াংয়েও তাই হয়েছে, শিলিগুড়িতেও তাই। আর এখানেই সন্দেহ ক্রমশ দানা বাঁধছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সমস্ত চোরাই বাইক বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি হয়ে নেপালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে গ্রামীণ এলাকার বেশ কয়েকটি ঘাঁটিও ঘুরে এসেছেন শহরের পুলিশকর্তারা। সূত্রের খবর, বাইক চোরেদের গ্যাংকে ধরতে জেলা পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযুক্তদের খোঁজ করার চিন্তাভাবনা করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এখন দেখার বিষয় কবে এই বাইক চোরের গ্যাংয়ের হদিস মেলে। তার আগে রাস্তায় বাইক রাখলে সাবধান!

## ডাম্পারের ধাক্কা মহিলাকে

**মাটিগাড়া, ৫ ডিসেম্বর :** তারাবাড়ির দিক থেকে শিবমন্দির আসার পথে মঙ্গলবার একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে এক মহিলাকে। আহত মহিলাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে মহিলার নাম এখনও জানা যায়নি। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'এদিন ডাম্পারের ধাক্কায় একজন মহিলা আহত হওয়ার কথা শুনেছি। মাটিগাড়ায় ডাম্পার চলাচল এবং বালাসনে বালি-পাথর খননের বিষয়টি দ্রুত মাটিগাড়া ব্লক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে এবং মাটিগাড়া থানায় জানাব।'

প্রত্যক্ষদর্শী শুভ মিত্র জানান, এদিন একজন মহিলা মাটিগাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন। সেইসময় আচমকা একটা বালিবোঝাই ডাম্পার মহিলাকে ধাক্কা মারে। মহিলা রাস্তায় পড়ে যেতেই ডাম্পারটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর স্থানীয়রা ডাম্পারটিকে আটক করেন। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, মাটিগাড়া ব্লকের কোনও নদী থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও মরশুম স্টকের বাহানায় কীভাবে মাটিগাড়ার জনবহুল এলাকায় দিনের আলোয় এত ডাম্পার দেখা যাচ্ছে? আর কী করেই বা নদীতে খনন চলছে?

## মুক্তিযুদ্ধের সেনার মৃত্যু

**মেখলিগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর :** মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক তথা এসএসবির অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট (জেনারেল ডিউটি) দুর্গাপ্রসন্নদেব গোস্বামী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এসএসবির ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে রানাকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয়।

## মৃত্তিকা দিবস

**চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর :** উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালিত হল। প্রগতিশীল কৃষক এবং ফার্টিলাইজার ডিলারদের নিয়ে আলোচনাচক্র, কুইজ ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

# নির্ধারিত সময়ে লিগ শেষের আশ্বাস মেয়রের

ভাস্কর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** মাঝপথে লিগ বন্ধ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য প্যান্ডেল নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক চলছে। এরই মাঝে মঙ্গলবার ফুটবল লিগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র ক্লাবগুলিকে প্রতিশ্রুতি দেন, যেভাবেই হোক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফুটবল লিগের খেলা শেষ করতে হবে। এরজন্য দিনের পাশাপাশি রাতে ফ্লাডলাইটে খেলারও ব্যবস্থা করা হবে। মেয়রের সঙ্গে আলোচনায় খুশি ক্লাবের কর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা চিন্তায় পড়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তে তাঁরা খুশি।

মেয়র বলেন, 'স্টেডিয়াম খেলাধুলোর জন্য। কিন্তু শিলিগুড়িতে মাঠের কিছু অভাব রয়েছে। আমরা সূর্যনগর মাঠটি খেলার মাঠ হিসেবে তৈরি করছি। আগামী ১২ তারিখের পরই এই ব্যাপারে আমি উদ্যোগ নেব। তাছাড়া ভলিবল কলেজ মাঠ বা অন্য কোনও মাঠে করা যায় কি না সেই ব্যাপারে ক্রীড়া পরিষদকে বলব।'

আগামী ১২ ডিসেম্বর স্টেডিয়ামের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছু কর্মসূচির জন্য প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যদিও মাঠে চলছিল শিলিগুড়ি ফুটবল লিগ। মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য লিগের খেলা স্থগিত ঘোষণা হতেই ক্রীড়ামহলে জোর আলোচনা শুরু হয়। এর আগেও গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য মাঠ খোঁড়ার কারণে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় মেয়র কথা দিয়েছিলেন খুব প্রয়োজন ছাড়া স্টেডিয়ামে এই ধরনের কিছু করা হবে না। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ফের মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য স্টেডিয়ামের মাঠ নেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্রীড়াপ্রেমীরা। এই নিয়ে শুরু হয় জলঘোলা। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির দিনই স্টেডিয়ামের সামনে অবস্থানে বসার হুমকি দিয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। সিপিএমের তরফে ইতিমধ্যেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে এদিন ১০টি ক্লাবকর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসেন মেয়র। সেখানে স্থির হয় ১২ তারিখের পর মাঠ ঠিক করে সেখানে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এইগুলি হওয়ার পর ২৯ তারিখ থেকে ফের ফুটবলের লিগ শুরু হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত লিগের ৮টি খেলা হয়ে গিয়েছে। আরও ৩৭টি খেলা হবে। সেই খেলা দিবারাত্রি করার কথা হয়েছে। তাহলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই খেলা শেষ করা যাবে।

গৌতম বলেন, 'ক্লাবগুলি সবসময় আমাদের সহযোগিতা করে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে আমরা নতুন করে তৈরি করছি। আমরা ক্লাবগুলিকে বলেছি, মাঠ আমরা তৈরি করে দেব। তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে।'

*ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার। - তপন দাস*

এদিন ক্লাবগুলির পক্ষে অনুপ বসু বলেন, 'মেয়র আমাদের কথা দিয়েছেন সরকারের তরফে স্টেডিয়াম নতুন করে বানিয়ে দেওয়া হবে। যেসব খেলা এখন করা সম্ভব হচ্ছে না, সেগুলি রাতে করা হবে। আমরা মেয়রের আশ্বাসে খুশি।'

# জমি নিয়ে সংঘর্ষে জখম ৪

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার এক সংঘর্ষের ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার সহ চারজন আহত হন। সবাইকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবশ্য দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার তাদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

এদিন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জটিয়াকালী এলাকায় জমি বিবাদে দুই পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। স্থানীয় নিপানিয়া এলাকার বাসিন্দা রফিজউদ্দিন মহম্মদের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই জটিয়াকালীর একটি জমি নিয়ে রমজান আলি, আজিজার রহমান সহ আরও কয়েকজনের বিবাদ ছিল। একই গ্রাম পঞ্চায়েতের ধদাগছ এলাকায় অভিযুক্তদের বাড়ি। দুই পক্ষই জমিটি নিজেদের বলে দাবি করেছে। এনিয়ে আদালতেও মামলা চলছে।

এদিন রফিজউদ্দিন তাঁর ছেলে ফিরোজ শাহ ও অন্যদের নিয়ে জমিটি ঘেরাও করতে যান। সেই সময় অপর পক্ষ বাধা দিতে গেলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ার এলাকায় গেলে তাঁকে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি তাঁর মোবাইল ফোনটি ভেঙে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের তরফে দুই পক্ষকেই প্রমাণপত্র দাখিল করতে বলা হয়। কিন্তু সেই সময়ই রমজান, আজিজাররা রফিজউদ্দিনদের ওপর আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। তাঁদের ১২ জনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

# দুর্ঘটনার পর মেডিকেলে ৫

**গোয়ালপোখর, ৫ ডিসেম্বর :** একটি সরকারি বাসের সঙ্গে ছোট গাড়ির সংঘর্ষে জখম শিশু সহ চারজন। মঙ্গলবার গোয়ালপোখর থানার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বালুচুকা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। কিছুক্ষণের জন্য যানজট তৈরি হয়েছিল। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট গাড়িটি স্থানীয় একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরে বালুচুকার জাতীয় সড়কে উঠছিল। সেসময় ইসলামপুরের দিক থেকে আসা একটি সরকারি বাস ওই গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারে। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার পেরিয়ে গর্তে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। জখমদের উদ্ধার করে বিহারের কিশনগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাসটি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ।

এদিনই আবার দুটি টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জখম হয়েছেন। চাকুলিয়া থানার লিসিন্ধারা চকে ঘটনাটি ঘটে। আহত আসলাম নায়ার হাটোয়ারার বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি চা খাওয়ার জন্য রাস্তার পাশে একটি দোকানে বসেছিলেন। তখন উলটোদিক থেকে আসা দুটি টোটোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। অভিযোগ, এতেই আহত হন তৃণমূল সদস্য।

# পুজো শেষ, তবুও রাস্তায় এখনও তোরণ

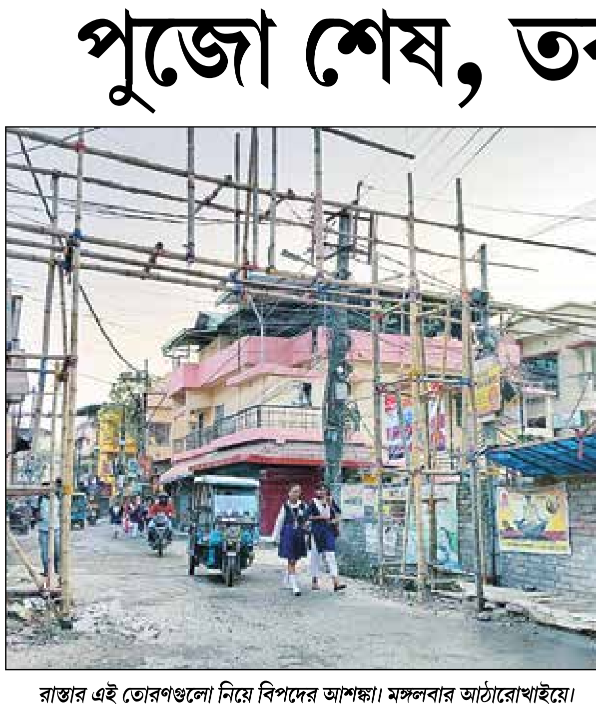

*রাস্তার এই তোরণগুলো নিয়ে বিপদের আশঙ্কা। মঙ্গলবার আঠারোখাইয়ে।*

নিবেদিতা দাস

**মাটিগাড়া, ৫ ডিসেম্বর :** কালীপুজো শেষ হওয়ার প্রায় কুড়িদিনের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও শিলিগুড়ি লাগোয়া শিবমন্দির এলাকায় স্মৃতিবাহী তোরণ এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে শিবমন্দির এঞ্জেলা ক্লাবের পক্ষ থেকে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন রাস্তায় একাধিক তোরণ লাগানো হয়েছিল। তবে সেই তোরণগুলি এখনও খোলা হয়নি। যদিও সেখানে কোনও বিজ্ঞাপনের বার্তা নেই।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন ব্যস্ততম রাস্তা দখল করে রয়েছে তোরণগুলি। ফলে রোজ যানজটে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। শিবমন্দির বাজার থেকে সাবিত্রী মোড়ে পর্যন্ত ভাঙা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় আটটি তোরণ। এর মধ্যে পাঁচটি তোরণ ইলেক্ট্রিক তারের সঙ্গে পেঁচিয়ে আছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আইনজীবী সুশান্ত নিয়োগীর আশঙ্কা, তোরণগুলির জন্য এলাকায় যানজট হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। কারণ ইলেক্ট্রিক তারের সঙ্গে তোরণ পেঁচিয়ে থাকায় শনিবার শর্টসার্কিট হয়েছিল সেখানে এবং প্রায় দু'ঘণ্টা কোনও বিদ্যুৎ ছিল না এলাকায়। তাই আগামীতেও এমন হতে পারে আশঙ্কা তাঁর। তাঁর কথায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে তোরণগুলি নিজেদের হেপাজতে নিয়ে নেওয়া উচিত।

স্থানীয় ব্যবসায়ী দোমাশু বর্মন বলেন, 'এই তোরণ নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়ছি আমরা। প্রতিদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে হাজার হাজার লোক আসে এবং বাজার সংলগ্ন এই রাস্তায় হামেশাই মানুষের ভিড় দেখা যায়। এদিকে এই তোরণগুলির জন্য যানজট আরও বাড়ছে। একসঙ্গে দুটো গাড়ি পারাপার করতে পারছে না। তাই প্রত্যেককে অসুবিধের মুখে পড়তে হচ্ছে। এতে ব্যবসাতেও প্রভাব পড়ছে।'

সব জেনেও উদাসীন স্থানীয় প্রশাসন সহ ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে উদাসীনতার কথা মানতে নারাজ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ। তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে এবং আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছে দ্রুত তোরণগুলি খোলা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে এঞ্জেলা ক্লাবের সভাপতি প্রদীপ পোদ্দারের বক্তব্য, 'তোরণ খোলার টাকা আমরা পুজোর শেষেই ঠিকাদারকে দিয়ে দিয়েছি। তারা লোকের অভাবে তোরণ খুলতে পারছে না।'

### চুরিতে ধৃত

চুরির অভিযোগে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। শনিবার রাতে পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গোডাউনে চুরি হয়। অভিযুক্তকে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

## বোয়ালিগছে জমি দখলে সংঘর্ষে গ্রেপ্তার চার

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ** জমি দখলের চেষ্টা এবং মালিকপক্ষের উপর আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ধৃতরা হল মুক্তার আলম (২৭), মহম্মদ কাশিম (২৭), মহম্মদ মোস্তাফা (২৮) ও মহম্মদ দবিরুদ্দিন (৫৫)। এরা সকলেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন বোয়ালিগছের বাসিন্দা।

অভিযোগ, সোমবার অভিযুক্ত চারজন সহ আরও কয়েকজন মিলে বোয়ালিগছ এলাকার ৪৫ ডেসিমাল জমি দখল করতে যায়। ওই জমিটির মালিক ছিলেন ক্ষুদিরামপল্লি এলাকার বাসিন্দা সরস্বতী ঘোষ। একসময় জমিটিতে চাষাবাদ করা হলেও বেশ কিছুদিন ধরে জমিটি পতিত অবস্থায় ছিল। সোমবার অভিযুক্তরা জমি দখল করতে গেলে সরস্বতী ঘোষের আত্মীয়পরিজনরা বাধা দেন। অভিযোগ, সেই সময় তাঁদের উপর লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় অভিযুক্তরা। ঘটনার জেরে বেশ কয়েকজন আহত হন বলে জানা যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার রাতেই এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে এদিন চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকিরা পলাতক থাকায় তাদের খোঁজ শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবারই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

# অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গড়িমসির আশঙ্কা

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** চা বাগানের জমি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার নির্মীয়মাণ রিসর্ট এখনও ভাঙা হয়নি। দাগাপুরে সরকারি জমি দখল করে তৈরি রিসর্টের ক্ষেত্রেও আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মঙ্গলবার মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে দাগাপুরে সরকারি জমি দখল করে নির্মীয়মাণ রিসর্ট নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই রিসর্টের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের লিখিত প্রমাণ দিয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা বলছেন, মালিকপক্ষকে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে ওই জমির পাশে তিন–চারদিনের মধ্যেই 'সরকারি জমি' লেখা বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আইন অনুযায়ী ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু একই ব্লকের অধীনে থাকা চা বাগানের জমিতে শাসকদলের শিলিগুড়ির শীর্ষস্থানীয় নেতার নির্মীয়মাণ বেআইনি রিসর্ট নিয়ে বহু অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন জমি দখল করে রিসর্ট তৈরি হয়েছে বলে প্রমাণও পেয়েছে। তার পরেও এখনও ওই রিসর্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রেও কতটা ব্যবস্থা হবে সেই প্রশ্ন উঠছে।

তৃণমূলের শিলিগুড়ির এক শীর্ষস্থানীয় নেতা মাটিগাড়া ব্লকের মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের জমি শ্রমিকদের জন্য পানীয় জলপ্রকল্প তৈরির কথা বলে লিখিয়ে নিয়ে সেখানে চারতলা রিসর্ট তৈরি করছিলেন। বেশ কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই বেআইনি রিসর্টের খবর প্রকাশিত হয়। তার পরেই দার্জিলিংয়ের তৎকালীন জেলা শাসক মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চান। সেই রিপোর্টে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, চা বাগানের জমি দখল করেই ওই রিসর্ট তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি, চা বাগান কর্তৃপক্ষও জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানায় যে, ওই তৃণমূল নেতা বাগানের শ্রমিকদের জন্য পানীয় জলপ্রকল্প তৈরি হবে বলে জমিটি নিয়েছিলেন। বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে জমিটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে বহুতল তৈরি করা হচ্ছে। এর পরে বহু তদন্ত হয়েছে, বহুবার শুনানি হয়েছে। রিসর্টের মালিক তৃণমূল নেতা কোনও নথিপত্রই দেখাতে পারেননি। তার পরেও এখনও ওই রিসর্টটি পড়ে রয়েছে।

এর পরপরই দাগাপুরের একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ পঞ্চনই নদীর চর এবং খাসজমি দখল করে নতুন নির্মাণ করছিল। চারতলা ওই রিসর্ট তৈরির জন্য বেশ কিছুদিন আগে কাজ শুরু হয়। কাজ ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। তার পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশ্ন তোলেন, সরকারি জমি দখল করে ওই রিসর্ট কর্তৃপক্ষ নতুন নির্মাণ করছে। এর পরই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ঘটনার তদন্ত করে। আধুনিক মেশিনপত্র দিয়ে জমিটি মাপজোখ করা হয়। ওই রিসর্ট কর্তৃপক্ষ অনেকটাই সরকারি জমি দখল করেছে বলে তারপরই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর রিপোর্ট দেয়।

সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সব পক্ষকে নিয়ে মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে বৈঠক হয়। বৈঠকে মালিকপক্ষকে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য বলা হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'আইন মেনেই আমরা ধাপে ধাপে পদক্ষেপ করব।' কিন্তু তৃণমূল নেতার রিসর্টের মতোই দাগাপুরের রিসর্টের অবৈধ নির্মাণও কোনও দিনই ভাঙা হবে না বলেই স্থানীয়রা মনে করছেন।

> **তৎপর প্রশাসন**
>
> দাগাপুরে সরকারি জমি দখল করে নির্মীয়মাণ রিসর্ট নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক
>
> ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই রিসর্টের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের লিখিত প্রমাণ দিয়েছে
>
> 'সরকারি জমি' লেখা বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হবে
>
> তৃণমূল নেতার রিসর্ট নিয়ে এখনও পদক্ষেপ না হওয়ায় এক্ষেত্রে কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন

জীবনসংগ্রাম। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির পানঝোরার কাছে। – অর্ঘ্য বিশ্বাস

# এফসিআইয়ের খাদ্যসামগ্রী চুরি

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে নয়, দিনের আলোতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে এফসিআইয়ের খাদ্যসামগ্রী চুরি যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন আইওসি রোডে এমন চিত্র দেখা গেল। মঙ্গলবার সকালে দেখা গেল, আইওসি রোডের ওপর একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রাকের চালকের সঙ্গে এক ব্যক্তি নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

এদিকে ট্রাকের পিছনে ডালায় উঠে এক ব্যক্তি খাদ্যসামগ্রী ভর্তি বস্তা টানছে। তা দেখে এক ব্যক্তি ট্রাকের পিছনে এসে দাঁড়ান। ডালার মধ্যে থাকা ব্যক্তিটি বস্তাটি নামিয়ে দিতেই নীচের জন তা মাথায় করে চলে গেলেন। এমন ঘটনা যে নতুন তা নয়, তা মানছেন এলাকাবাসীদের অনেকে। এফসিআইয়ের সামগ্রী চুরির পিছনে বড় মাথারা রয়েছে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হলে পদক্ষেপ করা হবে।'

ট্রাক থেকে বস্তায় থাকা চিনি, চাল, গম চুরির কারবার রমরমিয়ে চলছে বলে অভিযোগ। চটের বস্তা কাটার পাশাপাশি তা আস্ত তুলে নিয়ে গিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ একাধিকবার সামনে উঠে এসেছে। এদিন আরও স্পষ্ট রূপে সামনে এল। স্থানীয়দের কথায়, 'দিনের বেলাতে চুরির ঘটনা কম ঘটে। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে চুরির ঘটনা বাড়তে থাকে। চুরির টাকার ভাগ বিভিন্ন জায়গাতে চলে যায়।' বিষয়টি নিয়ে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সম্পা নন্দী আগেই জানিয়েছিলেন, 'ট্রাক থেকে সামগ্রী চুরি হয়ে থাকলে তা পুলিশের দেখা উচিত।'

এনজেপি স্টেশনের বড় ট্রাকস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে সবচেয়ে বেশি খাদ্যসামগ্রী চুরি শুরু হয়। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলির সিংহভাগের মধ্যে এফসিআইয়ের সামগ্রী লোড করা থাকে। অভিযোগ চুরির ঘটনার পিছনে ট্রাকগুলির চালক ও খালাসিদের একাংশ জড়িত থাকে। এদিন যখন চুরির ঘটনা ঘটছিল বিষয়টি দেখেও চুপ করে ছিল ট্রাকের চালক।

> **আইওসি রোডে ট্রাকে হানা দুষ্কৃতীদের**

এনজেপি এলাকার কাঁচাগলি, ভিআইপি রোড, রাজাহোলির সামনেও গাড়ি থেকে একই পদ্ধতিতে চুরির কারবার চলে।

## পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** লোকসভা নির্বাচনের আগে পঞ্চায়েত সমিতির দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিল বিজেপি। মঙ্গলবার সেবক রোডের একটি হোটেলে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং পাহাড় মিলিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির ৮৮ জন সদস্য। তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ির ৫৩ এবং পাহাড়ের ২৬ জন রয়েছেন। বাকি ৯ জন শিলিগুড়ির। পঞ্চায়েতের কাজ এবং বিভিন্ন প্রকল্প তাঁদের সামনে তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক ও ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, সহ সভাপতি রথীন্দ্র বসু। নিজের এলাকার উন্নয়নে কীভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য কী করতে হবে, তা রাজ্য নেতারা সমিতির সদস্যদের বোঝান। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'সাধারণ মানুষের কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের দলীয় সদস্যরা দায়বদ্ধ। তাই এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।'

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫১, তারিখ ২৮.১১.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি।** সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেল, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫১। কাজের নাম ঃ** মালদা টাউন–কোচিং ট্রেনগুলির জন্য স্টেবলিংয়ের সুবিধা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,২৯,৬৬,৩১৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/জি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-93/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৩, তারিখ ২৯.১১.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি।** সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৩। কাজের নাম ঃ** এডিইই/টিআরডি/জামালপুর-এর অধিক্ষেত্রে মালদা ডিভিশনের জামালপুর–কিউল শাখায় ধরহরা–মাসুদান স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭২.৩৮৬তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ২০; মাসুদান–অভয়পুর স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭৯.১৮৩তে ২৪; কাজরা–ইউএক্সএন স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৯১.২০৯তে ৩১; ইউএক্সএন–ধনৌরি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৯৭.৬০৪তে ৩৩; এবং মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত ভাগলপুর–দুমকা শাখায় বরাহাট–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ৪৪.৬৯২তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৩০; বরাহাট–বাঙ্কা স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০৬.৪১৪ ও ১০৬.৯৮৩তে ৪১ ও ৪২; গোনুধাম হল্ট–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০.৮৭৫তে ৭; টিকানি–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ১৩.৫৯৮তে ৯-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে টিআর-ডি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬৪,৪৮,১৬১.২০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-95/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৫, তারিখ ০২.১২.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি।** সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২ ১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা নামী সংস্থা/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-০৫৫। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে টিআরআর, সিটিআর এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ট্র্যাক নবীকরণ সংক্রান্ত কাজে টিআর-ডি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৬৩,৪২২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১২.২০২৩ থেকে ২৬.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। উক্ত ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-97/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা**

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সুব্রত দাস - কে 01.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99B 48648 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম এবং আমার খুশিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি যখন আমি জানলাম যে ডিয়ার লটারির টিকিটটি আমি কিনেছিলাম তাতে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। মাত্র স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে এক কোটি টাকা জেতা খুবই আকর্ষণীয় বিষয়। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

**হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ**

ছাতরা ও মুরারই-এর মধ্যে ৩য় লাইন চালু করার জন্য হাওড়া ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট শাখায় ছাতরা - মুরারই স্টেশনে ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১.১২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) তারিখ পর্যন্ত ১২ দিনের জন্য প্রি নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ- ● **বাতিলঃ আপ অভিমুখেঃ হাওড়া থেকেঃ** (১) **১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস**, (২) **১৩০৩১ হাওড়া - জয়নগর এক্সপ্রেস**, (৩) **১৩০২৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস** এবং (৪) **১৩০২৩ হাওড়া - গয়া এক্সপ্রেস** (সবক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩) এবং **শিয়ালদহ থেকেঃ** (৫) **১৩১৪৯ শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার জং. কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩)। **ডাউন অভিমুখেঃ হাওড়ার দিকে ঃ** (১) **১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস**, (২) **১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস**, (৩) **১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** এবং (৪) **১৩০২৩ গয়া - হাওড়া এক্সপ্রেস** (সবক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩)। এবং **শিয়ালদহের দিকে ঃ** (৫) **১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩)। ● **পথ পরিবর্তনঃ আপ অভিমুখেঃ** (১) **১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) ও **১২৩৪৫ হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গীপুর রোডে স্টপেজসহ ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৩১৭৫ শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১৩, ১৬, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩), **১৩১৭৩ শিয়ালদহ - আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১৩১৪৭ শিয়ালদহ - বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১২৩৪৩ শিয়ালদহ - হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১২৩৬৩ কলকাতা - হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ১৪, ১৬, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৬১ কলকাতা - বালুরঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১৩, ১৫, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩), **১২৩৭৭ শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩) এবং **১৩১৮১ কলকাতা - শিলঘাট কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গীপুর রোডে স্টপেজসহ নৈহাটী লিংক কেবিন - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - গুয়াহাটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১০, ১৫, ১৬ এবং ১৭.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে) এবং **১৫২২৭ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মুজাফফরপুর এক্সপ্রেস** (১৫.১২.২০২৩ তারিখে আন্দুল থেকে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে) হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গীপুর রোডে স্টপেজসহ আন্দুল - হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৪) **১২৫০৭ ত্রিবান্দ্রাম - শিলচর এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৪.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে), **২২৫০৩ বিবেক এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে দুপুর ১টা ১৬ মিনিটে ছাড়বে), **১২৫১৩ সেকেন্দ্রাবাদ - গুয়াহাটি এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১০.১২.২০২৩ ও ১৭.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৫টা ৫১ মিনিটে ছাড়বে), **১২৫১৫ কোয়েম্বাটুর - শিলচর এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১২.১২.২০২৩ ও ১৯.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে ছাড়বে), **২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৩.১২.২০২৩ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে) এবং **২২৫১১ লোকমান্য তিলক (টি) - কামাখ্যা করমভূমি এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৩.১২.২০২৩ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ছাড়বে) হাওড়া - ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গীপুর রোডে স্টপেজসহ আন্দুল - হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● **ডাউন অভিমুখেঃ** (১) **১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩ তারিখ পৌঁঃ সকাল ০৯টা ০৫মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেলে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ-ব্যান্ডেল-কাটোয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (মালদা টাউন থেকে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে), **১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১২, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে), **১৩১৭৪ আগরতলা - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে), **১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ৮টায়), **১৩১৪৮ বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ১০ টা ২০ মিনিটে), **১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে), **১৩১৬০ যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১২, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ৮টা ০৫ মিনিটে), **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ রাত ১২টা ৪০ মিনিটে) এবং **১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১৩, ১৫, ১৭ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে) এবং **১৩১৮২ শিলঘাট - কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৩.১২.২০২৩ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ৬টা ২০ মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপধাম - ব্যান্ডেলে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিঙ্ক কেবিন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১২৫১৪ গুয়াহাটি - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৪.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে), **১২৫০৮ শিলচর - ত্রিবান্দ্রম অরোনাই এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৫.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **১২৫০৪ আগরতলা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১৩, ১৭ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে), **২২৫১২ কামাখ্যা - লোকমান্য তিলক (টি) করমভূমি এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ ও ১৭.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সকাল ০৭টা ৩৫ মিনিটে), **১২৫১০ গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮ এবং ১৯.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **১৫২২৮ মুজাফফরপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৪টা ০৫ মিনিটে), **১২৫১৬ শিলচর - কোয়েম্বাটুর এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৩.১২.২০২৩ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে) এবং **২২৫০২ নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৬.১২.২০২৩ তারিখে পৌঁঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - হাওড়াতে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - হাওড়া - আন্দুল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● **পুনঃনির্ধারণঃ** (১) **১৩৪১৭ আপ দীঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** দীঘা থেকে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে ১৫.১২.২০২৩ তারিখে ভোর ০৩টা ৩০ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে। (২) **১৩৪২৫ ডাউন মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস** মালদা টাউন থেকে ১৬.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১২ টা ২৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/শেষ/বাতিলঃ** (১) **০৫৪০৬ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল** সাহেবগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে এবং **০৫৪০৭ রামপুরহাট - গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। **০৫৪০৭ রামপুরহাট - গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) **০৫৪০৮ জামালপুর - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল** ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত বাতিল থাকবে ও **০৫৪০৫ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুরহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৩) **০৩০৮৪ রামপুরহাট - কাটোয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে (০৩০৮৪ আজিমগঞ্জ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত চলবে)। (৪) **০৩০৯৩ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৫) **০৩০৮৮ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৬) **০৩০৮৭ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৭) **০৩০৯৪ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৮) **০৩০৬৮ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং কাটোয়ার মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৯) **০৩০৬৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** কাটোয়া এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১০) **০৩৪০৭ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১১) **০৩৪০৮ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** সাহেবগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১২) **০৩৪১১ রামপুরহাট - বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং বারহারওয়ার মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১৩) **০৩৪১২ বারহারওয়া - রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** বারহারওয়া এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

**পূর্ব রেলওয়ে**

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
**মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের**
উদ্যোগে শুরু হয়েছে
২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৩টি ভেন্যুতে

- সিনেমা কোথায় কী? জানতে ক্লিক করুন : https://kiff.in/movie-schedule/category
- সিনেমা হল জানতে ক্লিক করুন : https://kiff.in/movie-schedule/venue

অন্যান্য অনুষ্ঠান:

স্প্যানিশ চলচ্চিত্র পরিচালক কার্লোস সাওরা-র বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশন:
আলোচনায় স্প্যানিশ অভিনেত্রী **অ্যাঞ্জেলা মলিনা**, ভারতীয় অভিনেত্রী **সোনিয়া গুপ্ত** এবং অধ্যাপিকা **মিল্লি সনি**।
**শিশির মঞ্চ ।। ৭ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে**

অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ব্রুস বেরেসফোর্ড-এর সাক্ষাৎকার নেবেন ভারতীয় চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক **সৃজিত মুখার্জি। নন্দন ৩ ।। ৭ ডিসেম্বর, বিকেল ৫টা**

অভিনয়ের মাস্টার ক্লাস:
আলোচনায় অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক **সৌরভ শুক্লা। শিশির মঞ্চ ।। ৮ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে**

সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার:
বিষয়- সত্যজিৎ, শার্লি, শ্রীধর ও ভারতীয় সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা। আলোচনায় অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক **লরেন্স কার্দিশ**।
**শিশির মঞ্চ ।। ৯ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে**

ফিল্ম প্রোডাকশনের মাস্টার ক্লাস:
আলোচনায় **সৌগত মুখার্জি**।
**শিশির মঞ্চ ।। ১০ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে**

অভিনয় ও চলচ্চিত্র পরিচালনার মাস্টার ক্লাস:
আলোচনায় অভিনেতা **মনোজ বাজপেয়ী** এবং **জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক সুধীর মিশ্র**।
**শিশির মঞ্চ ।। ১১ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে**

kiff 29
Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
5-12 December 2023

ICA-D2187(23)/2023

www.kiff.in | তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৯৫৬ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সংবিধানের অন্যতম রূপকার বিআর আম্বেদকর।

বিশিষ্ট অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ২০২০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

## ঝোপ বুঝে কোপ

কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারকে সরাসরি দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে, এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে বিরল। সেরকম ঘটনার সাক্ষী হল সংসদ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শুধু পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিতই বললেন না, সরকারের শীর্ষস্থানীয়রা জেলে যেতে পারেন বলেও আভাস দিলেন। বাংলার বিজেপি নেতারা, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী যে ভাষায় তৃণমূল সরকারকে, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর বলে, ধর্মেন্দ্র প্রধান কার্যত তাতে সিলমোহর দিলেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে।

সংসদে কোনও রাজ্য সরকার সম্পর্কে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সমালোচনা নিঃসন্দেহে বেনজির। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মেন্দ্রর উক্তিকে 'কদর্য রাজনীতি' ও 'সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন' বলে উড়িয়ে দেওয়া ও তাচ্ছিল্য করতে চেয়েছেন বটে। তাতে সমালোচনার ধার ও অভিঘাত বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং জনমনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সংসদে সরব হতে গিয়েছিলেন সুদীপ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জবাবে যা বলেছেন, তাকে বাংলায় বলা যায়, 'থোঁতা মুখ ভোঁতা করা।'

বঞ্চনার অভিযোগকে আমল না দিয়ে উলটে তিনি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বণ্টনে তোলাবাজি, কাটমানি, পার্টিবাজি ইত্যাদি অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে। বাংলার সরকারের চরিত্র বোঝাতে রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীর জেলযাত্রার উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সরকারের নেতৃত্বও জেলে যেতে পারে। সেই ভয়ে সুদীপরা এসব বলে লোকসভার সময় নষ্ট করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন ধর্মেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই পদক্ষেপ বাংলার বিজেপিকে অক্সিজেন জোগাবে সন্দেহ নেই। অন্য কোনও বিষয়ে হাওয়া তুলতে তেমন সফল না হয়ে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগকে এখন বাংলায় মূল হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এমনকি বিধানসভাতেও সরকার চোর, মন্ত্রীরা চোর স্লোগানই বিজেপি বিধায়কদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছেন না তাঁরা। 'মমতা চোর' লেখা পোশাক পরে রাস্তায় নেমে প্রচার করছেন শুভেন্দুরা।

এ ধরনের প্রচারের শালীনতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন নিঃসন্দেহে উঠছে। কিন্তু সংসদে ধর্মেন্দ্র প্রধানের অভিযোগটি তাতে খাটো হয়ে যাচ্ছে না। তথ্য দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মিড-ডে মিল খাতে কেন্দ্র চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও তা উপভোক্তা অর্থাৎ স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছায়নি বাংলার শাসকের তোলাবাজি, পার্টিবাজি, কাটমানি ইত্যাদি দুষ্কর্মের কারণে। অভিযোগটি ঠিক না ভুল, তা তদন্তসাপেক্ষ।

কিন্তু তৃণমূল অস্বীকার করলেও অভিযোগটি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই। সেই প্রতিক্রিয়া আটকানোর মতো কোনও অস্ত্র তৃণমূলের হাতে দেখা যাচ্ছে না। গত লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটমানি ফেরাও অভিযান তাঁর দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছিল। আবার একটি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেরকম অভিযোগ হাওয়া তুললে সেটা তৃণমূলের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে।

যদিও পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে উজ্জীবিত বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এবার বঙ্গে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে বলে যে হুমকি দিয়েছেন, ধর্মেন্দ্রর পদক্ষেপ সেই লক্ষ্যের অঙ্গ হতেই পারে। ইডি-সিবিআইয়ের তৎপরতা আরও বৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কথাতে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে ঘায়েল করার পিছনেও অনেকটা ভূমিকা আছে দুর্নীতি অস্ত্রের। বাংলায় সেই অস্ত্রে শান দেওয়ার কৌশল হতেই পারে ধর্মেন্দ্র-শুভেন্দুদের বয়ান।

কিন্তু একেবারে গ্রাম স্তর পর্যন্ত মিড-ডে মিলের প্রভাব থাকায় বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে অভিযোগটি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবে না রাজ্যের শাসক শিবির। তারা উড়িয়ে দিলেও মানুষ উড়িয়ে দেবে না অতি সহজে। দুই পক্ষ বিষয়টির রাজনীতিকরণ করবে ঠিকই। কিন্তু মানুষের মনে দাগ কাটবে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ।

## অমৃতধারা

ছাত্রজীবনে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য চরিত্রগঠন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠন চাই। তাহা না হইলে কোনো কিছুই হইবে না। জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্যই জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। ভগবানের নামই অন্তরের সমস্ত পাপ তাপ, জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া মহাশান্তি, শক্তি ও আনন্দ দান করে — ভিতরে পূর্ণ পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করে।

– শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি :** ২। উত্তরবঙ্গের একটা নদী ৫। দেওয়ালে জিনিস রাখার ছোট্ট খুপরি ৬। পায়রার ডাক ৮। এক প্রকার ধান ৯। প্রহার করা ১১। গলায় গলায় বন্ধু ১৩। একটি বাদ্যযন্ত্র ১৪। মিহি বা সূক্ষ্ম।

**উপর-নীচ :** ১। দুর্ঘটনার জায়গা ২। একটি ফলের নাম ৩। পথ অথবা রাস্তা ৪। মালিশ করার ওষুধ ৬। বয়স হলে শরীরের চামড়া কুঁচকে যাওয়া ৭। কাপড়ের প্রস্থ ৮। একটি পাখির নাম ৯। ভাত হয়ে গেলে যে জলীয় ভাগ ফেলে দেওয়া হয় ১০। গাছের নতুন পাতা ১১। ক্ষমা অথবা দলাই মলাই ১২। সরবরাহ করা ১৩। এক ধরনের কচু।

### সমাধান ■ ৩৬৯৭

**পাশাপাশি :** ১। পরিষেবা ৩। বেফাঁস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নরম ৭। তামস ৯। মাদার টেরেজা ১২। চমক ১৩। তীর্থাংকর।

**উপর-নীচ :** ১। পঞ্চানন ২। বাদাড় ৩। বেগার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আম ৭। তাসা ৮। সরোবর ৯। মারীচ ১০। রজক ১১। রেবতী।

# মধুপর্ণী, হিতেন নাগ এবং এক জাদু ভূখণ্ড উত্তরবঙ্গ

ভগীরথ মিশ্র

### আমার অক্ষরকর্মী হয়ে ওঠার

আঁতুড়টি ছিল উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট শহর। এবং প্রধান ভূমিকাটি পালন করেছিলেন 'মধুপর্ণী' পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত অজিতেশ ভট্টাচার্য। বাস্তবিক, অজিতেশবাবু বিশেষভাবে উদ্যোগ না নিলে আমি কিছুতেই লেখালেখির দুনিয়ায় আসতেই পারতাম না।

কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে অল্পস্বল্প লেখালেখি করলেও, আমি যে লেখালেখির জগতে পাকাপাকিভাবে শিকড় ছড়াব, এমনটা কখনোই ভাবিনি। ১৯৭৪ সালে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে গেলাম বালুরঘাট শহরে। ত্রাণ বিলি করা, রাস্তাঘাট বানানো, ভোটার তালিকা বানানো, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলানো, এইসব ছিল আমার কাজ। ওইসব কাজ-অকাজ নিয়ে আকণ্ঠ ডুবেছিলাম।

কিন্তু আমার জীবনে অত সুখ সইল না।

একদিন কীভাবে যেন অজিতেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হল আমার। এবং ঠিক তার পরের রোববার বেলা দশটা নাগাদ আমার বাসায় কড়া খটখটালেন তিনি। ওইদিন আমার বাসায় চা পান করতে করতে তিনি আমার হাঁড়ির খবর নিয়ে তবে ছাড়লেন। পরিশেষে শুধোলেন সেই প্রশ্নটি, আপনি লেখালেখি করেন না?

ব্যাস, সেই শুরু। তারপর কীভাবে যে ওঁর ফাঁদে পা দিয়ে ফেললাম, এবং পরবর্তী বছরটা ক্রমাগত তাড়া দিয়ে কেমন করে যে তিনি আমাকে দিয়ে গল্প লেখালেন, এতকাল বাদে সবটাই স্বপ্ন বলে মনে হয়।

মূলত অজিতেশবাবুর অবিরাম তাড়নাতেই, লিখে ফেললাম একটা গল্প। নাম, 'কদমডালির সাধু'। সেই গল্প বেরোল মধুপর্ণীর ১৯৭৮ সালের পুজোসংখ্যায়। গল্পটি বেরোনোর পর চারপাশে এমনই হইচই শুরু হল যে... এবং গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে গল্পের জন্য এমনই তাড়া লাগাতে লাগলেন সম্পাদকেরা, আমার পক্ষে আর নিয়মিতভাবে না লিখে উপায় রইল না।

তখন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছিল একটি সাক্ষাৎ সোনার খনি। মালদা থেকে নিয়মিত বেরোচ্ছে জোয়ার, শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়তলি, বালাসন, গদ্য-পদ্য এবং, যুদ্ধ, ধূপগুড়ি থেকে লালনক্ষত্র, শব্দ, জলপাইগুড়ি থেকে উত্তরদেশ, কোচবিহার থেকে ত্রিবৃত্ত, তমসুক, বীরপাড়া থেকে বনভূমি, আলিপুরদুয়ার থেকে নোনাই এবং আরও বেশ কিছু উচ্চমানের পত্রিকা। ওই সময়কালে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলছেন কবি ব্রততী ঘোষ রায়, প্রাবন্ধিক দিলীপ ঘোষ রায়, নীরদ রায়, তপন রায়, ডঃ বৃন্দাবন বাগচী, কবি ও প্রাবন্ধিক পুষ্পজিৎ রায়, প্রাবন্ধিক ও লোকসংস্কৃতির গবেষক অধ্যাপক হরেন ঘোষ, কথাকার চোমংলামা, কথাকার বিপুল দাস, কথাকার অসীম রেজ, অধ্যাপক বিমলেন্দু দাম, সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাস, সম্পাদক মানবেন্দ্র সাহা, কবি ষষ্ঠী বাগচী, কথাকার সুরজিৎ বসু, কবি স্মরজিৎ বাগচী, প্রাবন্ধিক বিমলেন্দু মজুমদার, কবি বিজয় দে, কবি জগন্নাথ ঘোষ, কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, সম্পাদক রণজিৎ দেব, প্রাবন্ধিক অর্ণব সেন, কথাকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, কবি বেণু দত্ত রায়, কবি বেণু সরকার, কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাকার তুষার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার প্রদীপ দে এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার।

বস্তুতপক্ষে, বালুরঘাটে অবস্থানকালীন (১৯৭৪ থেকে ১৯৮১) সময়কালে মধুপর্ণী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সারা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশটিতে অবাধ বিচরণ ঘটেছে আমার। আর, সেই সুবাদে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কত স্মৃতি যে জমে রয়েছে!

সেই অফুরন্ত স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে একটি ঘটনা নিবেদন করি।

১৯৮০ সাল। উত্তরবঙ্গের সুসন্তান সুখবিলাস বর্মা তখন অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা শাসক, আর আমি ওই জেলারই একটি প্রশাসনিক পদে চাকরি করছি। শ্রীযুক্ত বর্মার উদ্যোগে জেলা সদর বালুরঘাটে দশদিনের একটি মেলা হবে। 'উত্তরবঙ্গ কৃষি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মেলা'। সেই সূত্রে, বর্মাসাহেবের নির্দেশে, আমাকে একহপ্তা ধরে গোটা উত্তরবঙ্গ চষে বেড়াতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য, সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো।

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের রথী-মহারথীদের আমন্ত্রণ জানানোর কাজ সাঙ্গ করে আমি সেদিন সকাল ন'টা নাগাদ পা রেখেছি আলিপুরদুয়ার শহরে। উদ্দেশ্য, প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অর্ণব সেন, প্রখ্যাত গল্পকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, প্রতিষ্ঠিত কবি বেণু দত্ত রায় সহ আলিপুরদুয়ারের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো।

সবে পা রেখেছি প্রাবন্ধিক অর্ণব সেনের বাড়িতে। অকস্মাৎ ঘটে গেল এমনকিছু, যাকে আমি চিরকালই আখ্যা দিয়েছি, উত্তরবঙ্গের ম্যাজিক।

ম্যাজিকটা হল, টেলিফোনে খবর পেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে একে-একে হাজির হলেন জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, বেণু দত্ত রায় এবং কবি বেণু সরকার। এবং আমার তাবৎ আপত্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নেন্দু আমায় মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।

অগত্যা রাজি হতেই হল। কিন্তু তখনও বিস্ময়ের কিছু অবশিষ্ট ছিল।

মধ্যাহ্নভোজ তখন সবে সাঙ্গ হয়েছে, একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন গল্পকার তুষার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার প্রদীপ দে সহ শহরের কবি-সাহিত্যিকের দল। কিছুক্ষণ বাদে বীরপাড়া থেকে পৌঁছে গেলেন কবি তুষার চট্টোপাধ্যায়। এমনকি, ধূপগুড়ি থেকে কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তও। কী ব্যাপার? অবেলায় এমন কবি-গল্পকার সমাবেশের কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, বালুরঘাটের একজন অখ্যাত গল্পকারের আগমন উপলক্ষ্যে একটি 'চটজলদি সাহিত্যসভা'র আয়োজন। কী আর বলি, সেই সাহিত্যসভা চলল রাত ন'টা অবধি। অবশেষে, অধ্যাপক অর্ণব সেনের বাড়িতে নৈশভোজ সেরে গেস্টহাউসে রাত্রিবাস।

অবাক হইনি। কারণ ততদিনে উত্তরবঙ্গকে চিনে ফেলেছি। বিগত ক'বছর ধরে বুক ভরে নিয়ে চলেছি ওই ভূখণ্ডের হৃদয়ের উত্তাপ!

আমার ওই সফর প্রায় শেষের মুখে। আর কেবল একটি জায়গায় যেতে হবে। দিনহাটা। দিনহাটা তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব হিতেন নাগকে আমন্ত্রণ জানিয়েই ফিরে যাব কোচবিহার, ওখান থেকে বালুরঘাট।

হিতেন নাগ। একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সমাজসচেতন, সুচিন্তক এই মানুষটির আচরণেও ছিল আগাগোড়া সংস্কৃতির ছাপ। পাশাপাশি, হৃদয়ে সর্বদা ধারণ ও বহন করেন উত্তরবঙ্গীয় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা। আমার চেয়ে পাক্কা দশ বছরের বড়, কিন্তু সারাক্ষণ এমন নম্র, সবিনয়, মনে হয় আমিই যেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্র হিসেবে আগাগোড়া ছিলেন সোনার টুকরো। আইএ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অধ্যাপনা করতেন দিনহাটা কলেজে। আজীবনকাল বড়ই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রমহলে বড়ই সুনাম ছিল তাঁর।

হিতেন নাগ। ১৯৭৪ সালে বালুরঘাটে পা রাখবার দিনকতকের মধ্যেই নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। তারও বছর তিনেক বাদে আলাপ হয়েছে শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্রে। প্রখ্যাত গল্পকার অসীম রেজ তখন শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টর। তাঁরই আমন্ত্রণে গিয়েছি রেডিওতে গল্প পড়তে। ওখানে অসীমবাবু আমার সঙ্গে হিতেনবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন বেশ ঘটা করে। এবং সেই আলাপ ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এবং অবশেষে মুগ্ধতায় পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সর্বজনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'মধুপর্ণী'র উদ্যোগে ১৯৮০ সালের ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারা বাংলা ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। ওই উৎসবে হিতেনবাবু এসেছিলেন। আর, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনই একপ্রস্থ ভাষণ দিয়েছিলেন, শোনামাত্রই আমি যারপরনাই আপ্লুত হয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে হিতেনবাবু আমায় অনেকবারই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দিনহাটায়, কিন্তু সময়ের অভাবে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। এতদিনে সময় হয়েছে। কর্তব্যের খাতিরেই সময় করতে হয়েছে। কারণ, সুখবিলাস বর্মার মতে, হিতেন নাগ অনুপস্থিত থাকলে উত্তরবঙ্গ কৃষি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মেলা অপূর্ণ থেকে যাবে। ততদিনে হিতেন নাগ মানুষটিকে যা-যতটুকু চিনেছি, তাতে করে বর্মাসাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।

একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সমাজসচেতন, সুচিন্তক এই মানুষটির আচরণেও আগাগোড়া সংস্কৃতির ছাপ। পাশাপাশি, হৃদয়ে সর্বদা ধারণ ও বহন করেন উত্তরবঙ্গীয় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা। আমার চেয়ে পাক্কা দশ বছরের বড়, কিন্তু সারাক্ষণ এমন নম্র, সবিনয়, মনে হয় আমিই যেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্র হিসেবে আগাগোড়া ছিলেন সোনার টুকরো। আইএ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। অধ্যাপনা করতেন দিনহাটা কলেজে। আজীবনকাল বড়ই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রমহলে বড়ই সুনাম ছিল তাঁর।

খবর দিয়ে যাইনি, কিন্তু তার জন্যে তিলমাত্র দুর্ভাবনা পোষণ করিনি মনে।

যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল, দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বাগত জানালেন। তারপর শুরু হল দুই অসম বয়সের বন্ধুর মধ্যে স্মৃতিরোমন্থনের পালা। সেই স্মৃতিরোমন্থন পর্ব এমনই দীর্ঘতর হল, ওইদিন দুপুরের মধ্যে কোচবিহারে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু হিতেনবাবুর কবল থেকে ছাড়া পেতে পেতে পরের দিন বিকেল।

এই হল উত্তরবঙ্গ।

বাস্তবিক, এত বছর বাদেও স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা নেই, একই রাজ্যে অবস্থিত হয়েও, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, মানুষজনের আচার-আচরণে, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং হৃদয়-সম্পদে উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাদু ভূখণ্ড, যার শরীরে অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অর্ণব সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, হিতেন নাগ, বেণু দত্ত রায়, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়দের মতো মণিমুক্তোরা প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনন্তকাল!

স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা নেই, একই রাজ্যে অবস্থিত হয়েও, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, মানুষজনের আচার-আচরণে, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং হৃদয়-সম্পদে উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাদু ভূখণ্ড, যার শরীরে অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অর্ণব সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, হিতেন নাগ, বেণু দত্ত রায়, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়দের মতো মণিমুক্তোরা প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনন্তকাল!

### আলোচিত

দিদি আপনাকে হিংসে করি। সবাই জানে আমার ঘর খুব ছোট। কিন্তু দিদির ঘর তো আমার থেকে ছোট। এমন উচ্চতায় থাকা মানুষ, এভাবে থাকতে পারে? কুণ্ঠা হল। আসলে সাধারণ মানুষের বেশি চাহিদা থাকে না।

–সলমন খান

### আজ

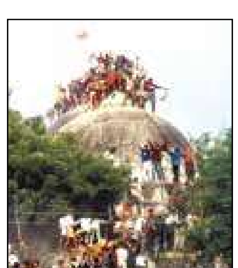

১৯৯২ সালে আজকের দিনে অযোধ্যার চারশো বছরের পুরোনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল করসেবকরা। সেই সময় দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসায় দু'হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। উত্তরপ্রদেশে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। উসকানিমূলক ভাষণের অভিযোগে লালকৃষ্ণ আদবানি সহ বেশ কয়েকজন নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

### বিন্দু বিসর্গ

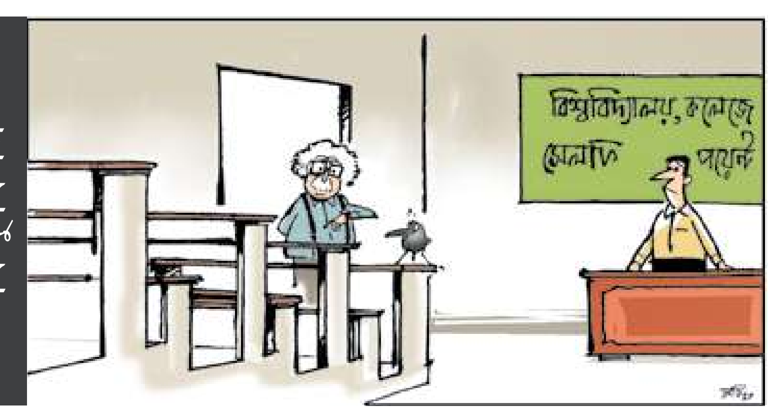


## জনমত

### পশুদের প্রতি হিংসাত্মক হওয়ার আগে ভাবুন

১১টি কুকুর শাবক এবং দুই শাবক সহ মা হাতির মৃত্যু আবারও প্রমাণ করে দিল, মানুষ অন্য প্রাণীদের, এই পৃথিবীর জন্য এবং সর্বোপরি নিজেদের জন্যও কত বড় বিপদ। প্রাণীকুলের মধ্যে আমরাই একমাত্র জীব যারা শুধু বেঁচে থাকা বা খাবারের জন্য নয়, বরং কখনও নিজের উন্নতির স্বার্থে, কখনও প্রতিশোধে, কখনও ভিত্তিহীন ভয়ে বা আশঙ্কায়, কখনও বা এমনি শুধুমাত্র শখের জন্য অন্য প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠি।

আমাদের দৈনন্দিন আধুনিক জীবন নানাভাবে এই সুন্দর গ্রহের অপরিমেয় ও অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। আমাদের সভ্যতার রেলগাড়ি কখনও হাতিদের জঙ্গলের বুক চিরে, কখনও বা হস্তীশাবকের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার নিরপরাধ প্রাণীর হত্যা ও অবলুপ্তির জন্য দায়ী আমরা। সত্যিই এই পৃথিবীর জন্য কী ভালো করেছি মনে প্রশ্ন জাগে।

মানুষের জন্য হারিয়ে যাওয়া মরিশাসের ডোডো পাখি কিংবা গত একশো বছরে বিলুপ্ত হওয়া ইয়াংজি রিভার ডলফিন (চিন), ক্যারিবিয়ান সন্ন্যাসী সিল ইত্যাদির মতো অনেক প্রাণীকে আমরা হয়তো আর চাইলেও ফিরিয়ে আনতে পারব না। এখন মানুষই মানুষের হাত থেকে অন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে আর এভাবেই আমরা পরিবেশপ্রেমী হয়ে উঠছি।

আসলে আমরা যতই মোমবাতি মিছিল করি আর লেখালেখি করি, তাতে হয়তো সাময়িক সচেতনতা একটু বাড়বে। কিন্তু পরিবেশের ওপর আধুনিক প্রযুক্তিজনিত ক্ষতিকে আটকানো হয়তো প্রায় অসম্ভব। কান্তারার মতো চলচ্চিত্র বা রাসকিন বন্ডের মতো লেখকের বহু গল্পে বন্যপ্রাণী ও মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের যে ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে তা কিন্তু কয়েক দশক আগেও বাস্তবে ছিল। শুধু প্রয়োজন আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিংসা বা জিঘাংসাকে একটু কমিয়ে এনে আরও সহনশীল হওয়া। প্রয়োজন অনাবিল নিষ্পাপ নিঃশর্ত ভালোবাসার- অন্য প্রাণীদের প্রতি তো বটেই, আশপাশের মানুষের প্রতিও।

**নির্মাল্য দাস, জোড়পাকুড়ি, সাহুডাঙ্গি হাট, জলপাইগুড়ি।**

### নাড়া পোড়ানোর বিপদ

এসে গিয়েছে ফসল ঘরে তোলার মরশুম। এই হেমন্তে যেমন ধান ঘরে তোলা হবে, তেমনি কিছুদিন বাদেই গম জমি থেকে ওঠানো হবে। এই ফসল তোলার মরশুম শেষ হতেই অনেক চাষিকেই দেখা যায়, জমিতে ধান বা গম গাছের শেষাংশ বা নাড়া জমিতেই পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এই প্রবণতা উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। কম্বাইন্ড হারস্টের বা ফসল কাটার মেশিন ব্যবহারের পর জমিতে নাড়া বা ধান কিংবা গম গাছের টুকরো পড়ে থাকে। অনেকের ধারণা এই জিনিসগুলি পুড়িয়ে দিলে এই ছাই জমিতে সারের কাজ করবে।

কিন্তু বাস্তব হচ্ছে ওই সব জিনিসের দহনের ফলে মাটির মধ্যে থাকা উপকারী জীবাণু, কেঁচো এবং পোকারা মারা যায়। মাটির উপরের স্তর পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে চাষের কাজে সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অসুবিধা হচ্ছে। এই খড় বা নাড়া কুচিয়ে এবং পচিয়ে সার তৈরি করা যেতে পারে। জমি ও পরিবেশের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জমিতে খড় বা নাড়া না পুড়িয়ে সেগুলি থেকে সার তৈরি করার দিকে সকলের নজর দেওয়া উচিত।

**জয়ন্ত আচার্য**
**ব্লকপাড়া, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।**

### মাঠে শুধু খেলাই হোক

৩ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম, মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন সভার জন্য শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের খেলা স্থগিত রাখা হচ্ছে। এমনিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কোনও বড় খেলার আসর বসে না বহুদিন। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাঠ ও স্টেডিয়ামের অবস্থা ভালো নয়। অবিলম্বে মাঠের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হোক এবং একজন ক্রীড়াপ্রেমিক হিসেবে চাই, মাঠে শুধু খেলাই হোক, অন্য কিছু নয়।

**আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

### হাটখোলায় নজর নেই

দেখুন কী অসাধারণ বৈপরীত্য, যে হাটে পাওয়ায় যায় পবিত্র ছটপুজোর উপকরণ সেই হাটেই মেলে মদের খালি বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস- এটা হল আলিপুরদুয়ার শহরের অভিভাবকহীন হাটখোলা হাটের বাস্তব চিত্র। যে পিঠের ব্যাগে থাকার কথা বইখাতা, সেখানে থাকছে মদের বোতল, ভাঙা লোহার টুকরো। হাটখোলার হাট অবারিত দ্বার। এখানে থাকার জন্য কোনও প্রকার চিন্তা করতে হয় না। প্রশস্ত পাকা ঘর, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা সবই আছে। স্কুলছুট বাচ্চারা এই সব সংগ্রহ করে, বিক্রি করে গুটখা মুখে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

এখানে আছে অনেক নেতা, বুদ্ধিজীবী কিন্তু কে শোনে কার কথা! সবই চলছে, গতানুগতিকভাবে দিনের পর দিন। এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

**সমীরকুমার সাহা**
**হাটখোলা, আলিপুরদুয়ার।**

# ১৬৯টি কলেজের পরীক্ষা কবে, প্রশ্ন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সিন্ডিকেটে বৈঠকের অনুমতি না মেলায় প্রশ্নের মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১৬৯টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বেগে রয়েছেন। বারবার রাজ্য সরকারের অনুমতি চেয়েও বৈঠকের অনুমতি মেলেনি বলে দাবি করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত(দে)।

সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে সিমেস্টার সংক্রান্ত পরীক্ষাবিধির নির্দেশিকা দেওয়া যাবে না। অথচ আগামী দু'মাসের মধ্যে সিমেস্টার পরীক্ষা শেষ করানোর কথা। পরীক্ষাবিধি নির্ধারিত না হলে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সিমেস্টার পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে সর্বভারতীয় স্তরে পিছিয়ে পড়বে ছেলেমেয়েরা। এই নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন উপাচার্যও। তিনি বলেন, 'চিন্তা হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। জাতীয় শিক্ষানীতির সমস্ত পর্ব পেরিয়ে এসে পরীক্ষানীতি নির্ধারণের প্রশ্নে সমস্যা হয়েছে। আমাদের অধীনে ১৬৯টি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়ে গিয়েছে। কলেজগুলি পরীক্ষাবিধি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে কী করব জানি না।' তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার তাঁদের বলেছিল অস্থায়ী উপাচার্যকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু তিনি বার ছয়েক অনুমতি চেয়েও সেই অনুমতি পাননি।

> আমাদের অধীনে ১৬৯টি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়ে গিয়েছে। কলেজগুলি পরীক্ষাবিধি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে কী করে কী করব জানি না।
> – শান্তা দত্ত(দে) *অস্থায়ী উপাচার্য*

গোটা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর রাজ্যের তরফেও একটি শিক্ষানীতি চালু করা হয়। সেই শিক্ষানীতিতে জাতীয় শিক্ষানীতির বিশেষ কোনও বদল করা হয়নি। তাই পরীক্ষাবিধির ক্ষেত্রেও খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করে রাজ্যের শিক্ষামহল। তা সত্ত্বেও কেন সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকার অনুমতি পাচ্ছেন না উপাচার্য? রাজ্যপাল নিযুক্ত বলেই কি তাঁকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের শিক্ষামহলে। নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র মাইতি বলেন, 'যদি নতুন পরীক্ষাবিধি না আসে, তাহলে আমরা পুরোনো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেব। কিন্তু কোনওভাবেই ছেলেমেয়েদের ক্ষতি করা যাবে না। তবে আমার মনে হয়, হয়তো সরকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক'টি অভিন্ন পরীক্ষাবিধি চালু করতে চায়। তাই একটু দেরি হচ্ছে।' সিন্ডিকেটের বৈঠক প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'সিন্ডিকেটের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

# প্রেমের টানে করাচির জাভেরিয়া কলকাতায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মায়ের ফোন ঘাঁটতে গিয়ে একঝলক দেখে ফেলেছিলেন পাক তরুণী জাভেরিয়ার ছবি। সেই থেকে সেই ছবি হৃদয়ে বসিয়ে নিয়েছিলেন কলকাতার সামির খান। সবে জার্মানিতে পড়াশোনা করে ফিরেছেন বাড়ি। সময়টা ২০১৮ সালের মে মাস। মনে তখন বসন্তের হাওয়া দোলা দিচ্ছে সামিরের। কিন্তু কিন্তু করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে ফেললেন মনের কথা, 'জাভেরিয়া খানুমকেই আমি বিয়ে করতে চাই।'

ভালোবাসা কি কাঁটাতারের বাধা মানে? তৎক্ষণাৎ জাভেরিয়াও কবুল করে ফেলেছেন বিয়ের প্রস্তাব। তারপর থেকে আসতে থাকে নানা বাধা। কোভিড মহামারি গ্রাস করল গোটা বিশ্বকে। হাল ছাড়েননি জাভেরিয়া। বারবার ভিসার আবেদন করে চলেন। দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনেও অটুট থাকে দুটি মনের টান। তাই দু'বার ভিসার আবেদন ফিরিয়ে দিলেও তৃতীয়বার ভিসা পেয়ে গেলেন জাভেরিয়া। মঙ্গলবার ওয়াঘা–আটারি

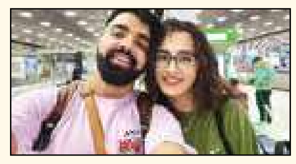

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে যখন তিনি ভারতে এলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি ছিল ঢোল–সহরত।

পাক্কা পাঁচ বছরের অপেক্ষা শেষে খানুম পেয়েছেন ৪৫ দিনের ভিসা। খানুম বলেন, 'সবুরে অবশেষে মেওয়া ফলল। ভাবতেই পারছি না, সত্যিই আমি ভারতের মাটি ছুঁতে পেরেছি। এখানে আসা মাত্রই সবার আদরে–আহ্লাদে ভেসে গিয়েছি। পাঁচ বছর পরে এভাবে ভিসা পাব আমি ভাবতে পারিনি। ভারত সরকারের কাছে আমি এইজন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।' আনন্দে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন সামির খানও। ইতিমধ্যেই জার্মানির পাশাপাশি আফ্রিকা, স্পেন, আমেরিকা সহ নানা দেশের বন্ধুদের জানিয়েছেন বিয়ের কথা। এক গাল হাসি নিয়ে জানালেন, 'তাঁরা সবাই এই বিয়েতে আসবেন। আমার মা অত্যন্ত খুশি এই বিয়েতে। সামনের জানুয়ারিতেই বিয়ে করছি আমরা।'

## ভয় দেখালেও মমতাকে ছেড়ে যাব না : ববি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি দিয়ে হাজার চাপ দেওয়ালেও রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে যাবেন না। মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ববি মঙ্গলবার বিধানসভায় এই কথা জানিয়ে দেন। দল ভাঙানোর জন্য এজেন্সির বাড়াবাড়ির উল্লেখ করে ববি বলেন, 'কী ভাবছেন? ভয় দেখালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাব? মৃত্যু পর্যন্ত মমতার সঙ্গে থাকব। যতই ইডি আসুক, সিবিআই আসুক, আমাকে নড়াতে পারবে না। আমার বাড়িতেও তো এসেছিল, কী পেয়েছে?'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস বদলের অভিযোগ এনে তিনি বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। তবে কয়েকটা নাম বদলে দিয়ে ইতিহাস বদলানো যায় না। মোগলসরাই স্টেশনের নাম বদলে দিলেই ইতিহাস পালটে যায় না। দেশের ইতিহাস থেকে মোগল আমলকে মুছে দেওয়া যাবে না।'

## নতুন প্রয়াস 'ড্রিম গুরুকুল'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : খ্যাতনামা আবাসন নির্মাণকারী সংস্থা 'জৈন গ্রুপ'–এর নতুন প্রয়াস 'ড্রিম গুরুকুল'। যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন ধারাকে আধুনিকতার মোড়কে নতুন রূপ দিতে চলেছে তারা। মঙ্গলবার কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে মধ্যমগ্রামে প্রায় সাড়ে ৪ একর জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে আবাসন প্রকল্পটি। এক ছাদের নীচে এখানে বিভিন্ন সুবিধা ছাড়াও থাকবে সংগীত, নৃত্য, কলা ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে মিলবে এই প্রশিক্ষণ।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঋষি জৈন বলেন, 'আমরা শুধু ইট–কাঠ–পাথরের বাড়ি বিক্রি করি না। সেখানে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের কথাও ভাবি। শিশুদের ভবিষ্যতের বিকাশের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকছে এই আবাসন প্রকল্পটিতে। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের অধীনে থাকবে নৃত্য, সংগীত, অঙ্কন ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এক ছাদের নীচে এত সব সুবিধা অন্য কোনও সংস্থার প্রকল্পে পাওয়া যাবে না।'

*মেলার দাবিতে আন্দোলনে পৌষমেলা বাঁচাও কমিটি। মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী*

# পৌষমেলার দাবিতে গেট ভেঙে বিক্ষোভ

**আশিস মণ্ডল**

শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর : পৌষমেলা করার দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হল বিশ্বভারতী। এদিন পৌষমেলা বাঁচাও কমিটির সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের ধস্তাধস্তিতে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়াল বিশ্বভারতী চত্বরে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বলাকা গেট বন্ধ রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কার্যত বাধা দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই অসহযোগিতা ও প্রতিরোধের মধ্যে রবি ঠাকুরের পুরোনো কর্তার ভূতকে দেখছেন আন্দোলনকারীদের অনেকেই।

এদিন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের বলাকা গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে চলে বিক্ষোভ। যদিও কার্যালয়ে ছিলেন না ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সহ কর্মসচিব। কবিগুরু মার্কেটের ব্যবসায়ী আমিনুল হোদার বক্তব্য, 'বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে অসহযোগিতা করল। ডেপুটেশন জমা দিতে দেবে না বলেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে–বাইরে সর্বত্র তালা মেরে রেখেছিল।'

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যৌথভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল এবারও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। তারপর থেকে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ব্যবসায়ী আমিনুল বলেন, 'বিশ্বভারতী শুধুমাত্র

**উত্তাল বিশ্বভারতী**

পূর্বপল্লির মাঠটা দিত। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট রাজ্য সরকারের সাহায্যে মেলা ঠিকই হত। আমরা আশাবাদী। হাতে এখনও সময় আছে। বিশ্বভারতী শুধু মাঠটা দিক।'

২০১৯ সালে শেষবার শান্তিনিকেতনে হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। ২০২০ সালে কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল মেলা। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০২১ ও '২২ সালে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পৌষমেলা বন্ধ করে দেন, যা নিয়ে বিক্ষোভ হয় শান্তিনিকেতনজুড়ে।

বিদ্যুৎবাবুর মেয়াদ শেষের পর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয়কুমার মল্লিক। বোলপুর–শান্তিনিকেতনবাসী কিন্তু এবার পৌষমেলা বসবে বলে আশা করেছিলেন। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'পাঁচদিন আগেও জানানো হল ওরা ছোট করে মেলা করবে। ছোট ব্যবসায়ীরা সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখন মেলা করবে না বললে কেন মানা হবে? আমরা এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। বসন্ত উৎসব, পৌষমেলা এখানকার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় না। আমরা গণ অবস্থান করব।'

এদিন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, এসএসডিএ এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন ব্যবসায়ী সমিতির সুনীল সিং, আলাপিনী সমিতির সদস্য মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

## ঘূর্ণিঝড়ে বাংলার চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই

**স্বরূপ বিশ্বাস**

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'–এর প্রভাবে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া প্রভাবিত হলেও চাষবাসে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন না কৃষিবিজ্ঞানীরা।

তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভারতে এই ঘূর্ণিঝড় প্রভূত ক্ষতি বয়ে এনেছে। সেদিক থেকে এখনও এই ব্যাপারে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। তবে বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়লে মাঠে আলু ও সর্ষে চাষের কিছু ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে একমাত্র মাঠে জল জমলেই ক্ষতি হতে পারে। জমা জল বের করে দিতে পারলে ক্ষতির তেমন আশঙ্কা থাকবে না বলে মঙ্গলবার দাবি করলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত

কৃষি অধিকর্তা প্রভাত বোস। যদিও আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে এখনই আমন ধান জমি থেকে কেটে ঘরে তোলার জন্য রাজ্যের কৃষকদের জরুরি নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কৃষি দপ্তর।

কৃষি অধিকর্তা জানান, এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আমন ধান কাটার মরশুম প্রায় শেষ। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে আমন চাষ সামান্য দেরিতে হওয়ায় ওই দুই জেলায় স্বল্প পরিমাণ আমন ধান মাঠে থেকে গিয়েছে। ওই ধান অনিলম্বে কেটে ঘরে তুলে ফেলতে হবে। কৃষি অধিকর্তার দাবি, ধান কাটার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরকার থেকে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আকাশ মেঘলা থেকেছে। কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টি হয়নি। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস এ ব্যাপারে কৃষক সহ সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছে।

## দিনভর ঘেরাও কল্যাণীর উপাচার্য

কল্যাণী, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুর থেকে একজন শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষাকর্মী মিলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া এবং অন্য শিক্ষাকর্মীদের ঘেরাও করে রাখেন রাত পর্যন্ত। তাঁদের দাবি, সমাবর্তন উৎসব করা চলবে না। উপাচার্য বলেন, 'আমাদের দুপুর ২টো থেকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। আমরা অসহায় অবস্থায় রয়েছি। তবে সমাবর্তন উৎসব করতে না দেওয়া হলে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কাছে মোটেও ভালো বার্তা যাবে না।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থিত এক শিক্ষক তাঁর কিছু অনুগামীদের নিয়ে এই ভাবে ঘেরাও করে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছেন দিনভর। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল এই অস্থায়ী উপাচার্যকে নিয়োগ করেছেন। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে সমস্যা। অন্যদিকে তৃণমূল সমর্থিত কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা কয়েকটি দাবি নিয়ে অবস্থান আন্দোলন চালাচ্ছেন। অবস্থানরত শিক্ষক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ইনি অস্থায়ী উপাচার্য। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটে ইনি স্বাক্ষর করলে তার বৈধতা থাকবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সুপ্রিম কোর্টে এই অস্থায়ী উপাচার্যের বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে রায় বেরোবে বলে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে রায় বেরোনোর পর স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হলে, তখন সমাবর্তন উৎসব হওয়া উচিত।'

## টুকরো খবর

### মমতা লৌহমানবী, বললেন শত্রুঘ্ন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ভালো লোকেদের রাজনীতিতে আসতে হবে। তা না হলে খারাপ লোক তৈরি হয়ে আছে রাজনীতিতে আসার জন্য। মঙ্গলবার ২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এসে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ তথা প্রখ্যাত অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। এজন্য তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ ধন্যবাদও জানান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মমতাকে ভরসা দেন তিনি। বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' মমতাকে 'লৌহমানবী' বলে উল্লেখ করে শত্রুঘ্নর মন্তব্য, 'লড়াই করার জন্য সবসময় তৈরি থাকবেন।' এই নিয়ে একটি শায়েরিও শোনান।

### প্রশ্নের মুখে পদ্ম

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : দলের কিছু নেতা–কর্মীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। তাঁর বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে হামলা চালানোয় খয়রাশোল থানায় অভিযোগ করেছিলেন অনুপমের অনুগামীরা। অভিযুক্তদের মঙ্গলবার রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত ওই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে এদিন গোষ্ঠীকলহ নিয়ে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ে বিজেপি।

### মানিকের আর্জি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিজের আংটি, পৈতা, মাদুলি সহ ব্যক্তিগত জিনিস ইডির কাছে চেয়েও মেলেনি বলে আদালতে অভিযোগ করলেন মানিক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়েছিল। তখনই ইডি তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসগুলি দিচ্ছে না বলে আদালতে অভিযোগ করেন তিনি।

সব শুনে বিচারপতি মানিককে নির্দিষ্ট ফোরামে আবার আবেদন জানাতে বলেন। আবেদন জানালে ইডিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে জানান বিচারপতি।

### হাসপাতালে মদন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। বেশ কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সোমবার রাতে তাঁকে এসএসকেএমের উডবার্ন ব্লকে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

### শা'র প্রাপ্তিস্বীকার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা–র কাছেই শিশির অধিকারীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১ ডিসেম্বর শা সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। মঙ্গলবার শা'র চিঠির ছবি দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল জানিয়েছেন, 'শা ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। সিবিআই সূত্র থেকে জানলাম, চিঠি পৌঁছেছে। সারদা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করে অবিলম্বে শিশিরবাবুকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করতে হবে।' সিবিআই সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বাধা না দিলে এই ব্যাপারে তদন্ত কেউ আটকাতে পারবে না।'

## বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : লোকসভায় এনডিএ সরকারের আনা তিনটি বিলের বিরোধিতা করে মঙ্গলবার রাজ্যের শাসক দল প্রস্তাব আনল। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, 'এই বিলগুলিতে বেশকিছু ধারা আছে, যেগুলি জনগণ বিরোধী। লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। তাই সরকারের উচিত এখনই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তা নয়া সরকার ও নতুন আসা লোকসভার সদস্যদের ওপর ছেড়ে দেওয়া।' রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'নয়া বিলগুলিতে হিন্দি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিলগুলির অধিকাংশই পুরোনো আইন থেকে টোকা। আসলে এগুলিকে নতুন বোতলে পুরোনো মদ বলা চলে।'

## রোজগার মেলা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য আয়োজিত হচ্ছে রোজগার মেলা। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই মেলা হবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই রোজগার মেলাগুলি কোচবিহার জেলার সরকারি আইটিআই কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার টালিগঞ্জ আইটিআই ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আইটিআই কলেজে প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহীদের রোজগার সেবা পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

# এসএসসি'র থেকে হলফনামা তলব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিয়োগ মামলার শুনানিতে দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে প্রথমদিনই প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মঙ্গলবারের শুনানিতে বিচারপতিদের প্রশ্ন, একই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কেন এসএসসি ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে? এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন মামলাকারী লক্ষ্মী তুঙ্গা, সাবিনা ইয়াসমিন, সন্দীপ প্রসাদের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলা ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। এই মামলায় আগেও হাইকোর্টে শুনানি হয়েছিল। তখন কমিশন জানিয়েছিল, তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করেছে। আবার একই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের চাপে তারা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলবার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, কেন কমিশনের এই ভিন্ন অবস্থান? কেন চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এদিন বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করা হয় তবে অনেক যোগ্য প্রার্থী বেশ কয়েকবছর চাকরি করার পর কাজ হারাবেন। কমিশন আদালতে জানায়, যারা মামলাকারী তারাই প্রথমে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চাকরি না পেয়ে মামলা করছেন। তার ভিত্তিতে বিচারপতি বলেন, 'একজন দুর্নীতির চেষ্টা করেছে বলে কি আপনারাও দুর্নীতির ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন?'

## প্রতারিত খেতমজুর প্রৌঢ়

বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : কোনও বেসরকারি ব্যাংক নয়, দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সঞ্চয়ের টাকা গচ্ছিত রেখে প্রতারিত হলেন প্রৌঢ় খেতমজুর। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ঘটেছে। অ্যাকাউন্ট থেকে ৯০ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রৌঢ় তারক মণ্ডল ব্যাংকে অভিযোগ জানালেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এরপরই এদিন তিনি জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

*রোদে রেশম গুটি শুকোনোর ব্যস্ততা। মঙ্গলবার নলহাটির ভদ্রপুরে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী*

# মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেও হতাশায় ১১ যুবক

**চিত্ত মাহাতো**

ঝাড়গ্রাম, ৫ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পাওয়ার পরেও রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির দেখভালের কাজে নিযুক্ত ১১ জন যুবকের চরম হতাশায় দিন কাটছে। ডমন সিং, রাজেশ বারিক, শুকদেব রানা, দীপেন রানা, সৌমেন সিংহ দেব, অরূপ জিৎ, স্বপন খামরুই, মানস জানা, তারকেশ্বর খামারুই, সুখেন রানা ও বুবাই সিং নামে ১১ জন যুবক বিগত চার বছর ধরে মন্দির দেখভালের পাশাপাশি মন্দির চত্বর ও সংরক্ষিত ঔষধি জঙ্গল এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্নাতক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ রয়েছেন। মন্দির উন্নয়ন কমিটির তরফে তাঁদের সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করা হলেও সেটাও নিয়মিত নয়।

২০২০ সালের ৭ অক্টোবর ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক সভা সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকেলে ওই মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তখনই ওই ১১ জন যুবক মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, মন্দির কমিটির দেওয়া সামান্য সাম্মানিকে তাঁদের সংসার চলে না। তাঁদের সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী জেলা পুলিশকর্তাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেন। এরপর ওই যুবকরা সিভিক ভলান্টিয়ার পদের মতো সরকার স্বীকৃত কোনও পদে তাঁদের নিয়োগের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে

*চিল্কি গড়ের কনক দুর্গা মন্দির।*

আবেদন জানান। ওই সময় প্রশাসন তাঁদের বিষয়ে সব তথ্যও সংগ্রহ করে। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁদের সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে।

সম্প্রতি তাঁরা সিভিক ভলান্টিয়ার পদের জন্য নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই যুবকদের কোন পদে নেওয়া হবে সে বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে এখনও কোনও নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়নি। তাছাড়া বর্তমানে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

ওই যুবকদের মধ্যে একজন বললেন, 'যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী নিজে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন তাই আমরা সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি এবং নিয়মিত আর্জি জানিয়ে আসছি।' চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর তীরে ঔষধি জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত ৩০০ বছরের পুরোনো কনকদুর্গা মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পিকনিক স্পট। অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসাবেও রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে চিল্কিগড়। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ২০০৮ সালে এখানে ২০টি হনুমান ছেড়ে দেয় পর্যটন দপ্তর। সেই সংখ্যাটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০–তে। ফলে তাদের খাদ্যের জোগান দেওয়াও এখন ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুরু হয়েছে মন্দির চত্বর সংস্কারের কাজ। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সহ সভাপতি তেজেশচন্দ্র দেও ধবলদেব জানান, করোনার সময় থেকে এই পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশমূল্য নেওয়া বন্ধ রয়েছে। পর্যটনকেন্দ্রের চত্বরে থাকা দেবীদহে বন্ধ হয়েছে নৌকাবিহার। ফলে গাড়ি পার্কিং ছাড়া কমিটির আয় বলতে আর তেমন কিছু নেই। তাই ওই ১১ জন কর্মীকে সামান্য সাম্মানিকটুকুও দিতে অসুবিধা হচ্ছে। এই অবস্থায় জেলায় সিভিক ভলান্টিয়ারের পদ শূন্য হলে শীর্ষ মহলের নির্দেশমতো পূরণ করা হবে বলে জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা জানিয়েছেন।

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : অচেনা ব্যক্তির দ্বারা আজ অপমানিত হতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বৃষ : দূরের কোনও বন্ধু আজ উপহার পাঠাতে পারেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। মিথুন : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। কর্কট : বাবার সঙ্গে কাছাকাছি ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। প্রেমে সমস্যা। সিংহ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। কন্যা : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মিটবে। কর্মক্ষেত্রে আজ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মতভেদ। বৃশ্চিক : কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে আর্থিক ক্ষতি। চোখের সমস্যা কমবে। ধনু : বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ। আজ খুব পরিশ্রমে সারাদিন কাটবে। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে বিচার করতে যাবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে সমস্যা কাটবে। মীন : খেলোয়াড় ও অভিনেতারা আজ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৯ মাগশীর্ষ বদি, ২১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, নবমী রাত্রি ১।৫। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।২৮। প্রীতিযোগ রাত্রি ১১।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে– সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৩৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে– দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে। ৫।২৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী– পূর্বে, রাত্রি ১।৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১০।৮ মধ্যে ও ১১।২৮ গতে ১২। ৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি– ২।৪৮ গতে ৪।২৮ মধ্যে। যাত্রা– নাই। শুভকর্ম– নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)– নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।৫ গতে মাসদগ্ধা। ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ– দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২। ৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ– দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

# জব কার্ড বাতিলে শীর্ষে যোগী রাজ্য

## ধর্মেন্দ্রর 'ব্যাটন' সাধ্বীর হাতে ■ বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের

**প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত**

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** সোমবারের পর মঙ্গলবার। রাজ্যের বকেয়া দাবিদাওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার অব্যাহত শীতকালীন অধিবেশনে। সংসদের ভিতরে-বাইরে ১০০ দিনের কাজে জবকার্ড বাতিল ইস্যুতেও সম্মুখ সমরে নামল বিজেপি-তৃণমূল। এদিন কোন রাজ্যে কত ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে তা জানতে চান তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। সেই প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন কেন্দ্রীয় গ্রামন্নোয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। কেন্দ্রের তরফে গত ২টি অর্থবর্ষের যে পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে। আর তারপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে তৃণমূল।

বাংলার শাসক দলের অভিযোগ, এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, 'অবিলম্বে কুৎসা বন্ধ হোক।' সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১-'২২ এবং ২০২২-'২৩-এ গোটা দেশে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০১টি জবকার্ড বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সংখ্যাটা ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১। ওড়িশায় বাতিল হয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৬৫টি জবকার্ড। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেও সংখ্যাটা একলক্ষের বেশি ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে দু'বছরে বাতিল জবকার্ডের সংখ্যা মাত্র ৫ হাজার ৬৫১।

“
তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করেছিলাম।
– সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি
*কেন্দ্রীয় গ্রামন্নোয়ন প্রতিমন্ত্রী।*

সোমবার অধিবেশনের প্রথমদিনে মনরেগায় ১০০ দিনের কাজে বকেয়ার দাবিতে সরব হন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রাজ্যে মিড-ডে মিলে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির ব্যাখ্যা দিয়ে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জেলে ভরার হুমকি দেন তিনি। সেই টানাপোড়েনের জের কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার বকেয়ার দাবিদাওয়া নিয়ে আরও একবার সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হল তৃণমূল এবং বিজেপি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ব্যাটন এদিন স্বহস্তে ধারণ করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। বকেয়ার দাবিতে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন ঘাসফুল শিবিরের প্রতিনিধিরা।

এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং'কে দেখে উঠে দাঁড়ান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হালকা চালে বলেন, 'গিরিরাজজি-কে দেখলেই আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে।' এরপর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষিভবন অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি আপনার সঙ্গে। আপনার প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু আমাদের আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়, মন্ত্রী পালিয়ে যান।' সুদীপের বক্তব্য, 'আমরা দীর্ঘদিন ১০০ দিনের কাজে বকেয়া মেটানোর দাবি জানাচ্ছি। যদি কোনও একটি গ্রামে সমস্যা হয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। গোটা রাজ্যকে কেন বঞ্চিত করছেন?'

পালটা সুর চড়ান সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। তিনি বলেন, 'আমার নামে এরা ইচ্ছা করে মিথ্যা অভিযোগ আনছেন। এদের লজ্জা হওয়া উচিত।' জ্যোতি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, তৃণমূলের ৫ জন প্রতিনিধি দেখা করবেন। আমি রাজি হই। তারপর বলা হল ১০ জন দেখা করবেন, তাতেও সায় দিই। এরপর বলা হয়, সমস্ত প্রতিনিধিরা আসবেন কৃষিভবনে। আমি তাতেও রাজি হই। এরপর বলা হয় যারা ভুক্তভোগী তারাও আসবেন। কিন্তু তাঁরা কেউ আসেননি। আমি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে আসি।'

সাধ্বীর কথায় উত্তাল হয় তৃণমূল বেঞ্চ। সমস্ত সাংসদরা উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা অন্যায়। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বয়ান জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর ডেপুটির নয়। কালও একই জিনিস হয়েছিল। আপনারা সমস্যা চিহ্নিত না করে গোটা রাজ্যের টাকা আটকে রেখেছেন, এটা প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।' এরপর সাধ্বীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সভা থেকে ওয়াকআউট করে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা।

রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে দ্রৌপদী মুর্মু ও নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার।

## পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরল চন্দ্রযানের মডিউল

**বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর :** ইসরোর সাফল্যের স্বাদ পেল ইসরো। তারা দেখাল, ভারত শুধু চাঁদে মহাকাশযান পাঠাতেই পারে না, তাকে ফের ফিরিয়েও আনতে পারে পৃথিবীতে।

চন্দ্রযান-৩-এর প্রোপালশন মডিউলকে সোমবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে ইসরো। এতদিন মডিউলটি চাঁদের কক্ষপথে ঘুরছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি ইসরোর বড় সাফল্য। কারণ, মহাকাশে কিছু পাঠিয়ে তাকে আবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনার এই ঘটনা প্রমাণ করল, চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বেশ অনেকটাই এগিয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।

এই প্রোপালশন মডিউলে চেপেই চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান-৩। এটির সঙ্গে যুক্ত ছিল বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রমকে নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পর প্রোপালশন মডিউল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মহাকাশেই। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর চাঁদের কক্ষপথ থেকে প্রোপালশন মডিউলকে ফিরিয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি আনলেন বিজ্ঞানীরা। তবে প্রোপালশন মডিউলকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা তা অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

## সিএসসি রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** রাজনৈতিকগত কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। মঙ্গলবার লোকসভায় জিরো আওয়ারে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, রাজনৈতিক কারণের জন্য জনগণকে বঞ্চিত করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০২০ সালে কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল। অথচ এই কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা সুযোগসুবিধা, আধার পরিষেবা এবং নানা প্রকল্পের সাহায্য পান সাধারণ মানুষ। এই কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধের কারণে ৪০ হাজার যুবককে পঞ্চায়েত স্তরে গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। হুমকি দেওয়া হয় এখানে সিএসসি চালানো যাবে না।

বালুরঘাট সাংসদ অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যের জনগণের কথা শোনে না। কিন্তু সেই তৃণমূলই আবার সংসদে এসে রাজ্যের জনগণের জন্য লোক দেখানো কুম্ভীরাশ্রু মোচন করছেন। সুকান্ত মজুমদারের আরও অভিযোগ, তৃণমূল সরকার রাজ্যে অর্থনীতি ভিত্তিক গণনা হবে না বলে জানিয়েছে। যদি তা না হয় তাহলে কী করে জানা যাবে রাজ্যে কতজন গরিব এবং ধনী রয়েছেন? আর যদি এই গণনা না হয়, তবে গরিবদের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কীভাবে করবেন তাঁরা?

সুকান্ত জানিয়েছেন, এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে বিজেপি, যার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের বক্তব্য আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে দায়ের করার জন্য। অথচ রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও হলফনামা এখনও আদালতে জমা দিতে পারেনি বলেও দাবি করেন সুকান্ত।

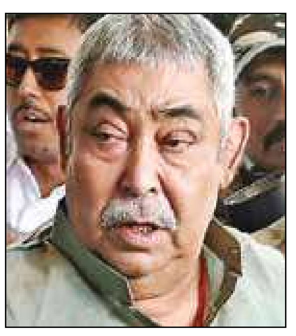

## ফের পিছিয়ে গেল অনুব্রত মামলার শুনানি

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** ২০২৩-এর বাকি দিনগুলো জেলেই কাটাতে হবে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডলকে। বর্ষবরণও হবে তিহারেই। গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে হয় সেই আবেদনের শুনানি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ জানুয়ারি করার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিন আদালতে অনুব্রতর আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান, গরুপাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত এনামুল হক ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন। অপর অভিযুক্ত সতীশ কুমারও জামিনে মুক্ত। অন্যদিকে, গ্রেপ্তারির পর ১৭ মাস কেটে গেলেও অনুব্রত এখনও জেলে। তাই বাকিদের মতো তাঁকেও জামিন দেওয়া হোক বলে যুক্তি দেন রোহতগি। জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু। তাঁর বক্তব্য, শাসক দলের নেতা হিসাবে বীরভূমে বিপুল প্রভাব রয়েছে অনুব্রতর। মামলার একাধিক সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন তিনি সিবিআইয়ের ডাকে হাজির হননি। অনুব্রতর অঙ্গুলি হেলনে জেলার পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। তাঁর দাবি, অনুব্রতর মামলা চলাকালীন বিশেষ আদালতের বিচারককে ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অনুব্রতর আইনজীবী পালটা অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকমাস কেটে গেলেও তদন্তকারী সংস্থার তরফে তাঁরা কোনও চার্জশিটের কপি হাতে পাননি। সিবিআই জানায়, মামলায় ৫টি চার্জশিট জমা পড়লেও এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি। শীর্ষ আদালত তখন তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেয়, একসপ্তাহের মধ্যে চার্জশিটের কপি অনুব্রত মন্ডলকে দিতে হবে। তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে সেই ব্যাপারে আদালতকে অবগত করতে বলা হয়েছে তদন্তকারীদের। চার্জ গঠনের পর অনুব্রতর জামিনের আবেদনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে বলে দুই বিচারপতির বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে।

২০২২-এর অগাস্টে গরু পাচার মামলায় অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তাঁকে প্রাথমিকভাবে আসানসোল জেলে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে হেপাজতে নেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বর্তমানে দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন বীরভূমের প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত।

### কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের অবদান নিয়ে তর্কাতর্কি

# সংসদে বাগযুদ্ধে শা-সৌগত

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** গোবলয়ের তিন রাজ্যে অভাবনীয় জয়ের আবহের মধ্যেই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে তরজায় জড়ালেন অমিত শা, পীযূষ গোয়েল এবং অনুরাগ ঠাকুরা। বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দমদমের তৃণমূল সাংসদ জম্মু ও কাশ্মীর রিজার্ভেশন সংশোধনী বিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর রিঅর্গনাইজেশন সংশোধনী বিলে আলোচনার সময় বলেন, 'আমি যে কলেজে পড়াতাম সেটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। ওঁর যে স্লোগান ছিল, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান রাজনৈতিক স্লোগান।'

এরপরই তাঁর মন্তব্যের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান অমিত শা। তিনি বলেন, 'উনি যা বলেছেন সেটা অত্যন্ত আপত্তিকর। এক দেশে এক নিশান, এক প্রধান এবং এক সংবিধান এটা রাজনৈতিক মন্তব্য বলেছেন উনি। আমার মনে হয় দাদা, আপনার বয়স হয়ে গিয়েছে।' তীব্র ভাষায় শা বলতে থাকেন, 'একটি দেশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে থাকবেন। দুটি সংবিধান কীভাবে হয়। একটি দেশের দুটি পতাকা কীভাবে হতে পারে।'

সৌগত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাতে কাজ হয়নি। শা বলেন, 'যাঁরা ওই কাজ করেছিলেন তাঁরা ভুল করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কাজটি শুধরে

আমি যে কলেজে পড়াতাম সেটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। ওঁর যে স্লোগান ছিল, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান, তা রাজনৈতিক স্লোগান।
–সৌগত রায়

একটি দেশে দুজন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে থাকবেন? দুটি সংবিধান কীভাবে হয়? একটি দেশের দুটি পতাকা কীভাবে হতে পারে?
–অমিত শা

দিয়েছেন। আপনার সম্মতি বা অসম্মতিতে কী এসে যায়। সারাদেশ এটা চেয়েছিল। আর এটা নির্বাচনি স্লোগান ছিল না। আমরা ১৯৫০ সাল থেকে বলে আসছি। এক দেশে এক নিশান, এক বিধান ও এক প্রধান হওয়া দরকার। দুটি চলবে না। আর আমরা সেটা করেও দেখিয়েছি।'

শা'র আক্রমণের জবাবে সৌগত বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র হাতে নিক কাশ্মীরিরাই। ফারুক আবদুল্লার মতো বর্ষীয়ান নেতা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হন। কাশ্মীরিয়ৎ একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি, তা সকলের বোধগম্য হবে না। বিশেষ করে গুজরাটের কোনও নেতা বা দিল্লির কোনও রাজ্যপাল যেন কাশ্মীরে গিয়ে অহেতুক ছড়ি না ঘোরান।'

স্পিকার ওম বিড়লার নির্দেশে মাইক বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও সৌগত সাধ্যমতো তা প্রতিহত করেন। বিল নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌগত বলেন, 'এই বিলে আমার আপত্তি নেই। শুধু জানতে চাই কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করে কী পেলেন মোদিজি? আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্য গঠন হত, মোদিজি কাশ্মীর ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে দিলেন। এখনও উপত্যকায় নাশকতা ঠেকাতে ব্যর্থ সরকার। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শুধু লালচৌকে তেরঙ্গা উত্তোলন করেই খুশি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কবে বুঝবে সরকারপক্ষ?'

সম্প্রতি জঙ্গিহানায় শহিদ হয়েছেন সেনাবাহিনীর এক মেজর সহ ৫ জন সেনা। ৩৭০ রোধের পরেও আজও সেখানে জঙ্গি দৌরাত্ম্য, নিরীহ মানুষের রক্তপাত নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। সেখানেও দেখা দিয়েছে বেকারত্ব, জীবিকাহীনতা। অথচ কেন্দ্র সরকার শুধু লালচৌকে তেরঙ্গা উত্তোলন করেই খুশি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা কবে বুঝবে সরকারপক্ষ, তা নিয়ে এদিন সংসদে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়।

## শস্যভর্তি বস্তার স্তূপে চাপা পড়ে মৃত ৭ শ্রমিক

**বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর :** শস্যের বস্তার স্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। গুরুতর জখম হন ৬ জন। দুর্ঘটনার জেরে ১০-১১ জন শ্রমিক চাপা পড়েছিলেন স্তূপাকার বস্তার নীচে। কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। আহতদের ভর্তি করা হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সোমবার সন্ধ্যায় কর্ণাটকের বিজয়পুরার নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় রাজগুরু পরমাদা সংস্থার একটি ভুট্টা প্যাকেট করার বেসরকারি গুদামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। গুদামের অন্যান্য কর্মী এবং দমকলকর্মীরা একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালান।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন রাজেশ মুখিয়া (২৫), রামরেজ মুখিয়া (২৯), শম্ভু মুখিয়া (২৬), রাম বালক (৫২), ধুরালচাঁদ মুখিয়া (৪৬), লুকো যাদব (৪৫) এবং কৃষ্ণ। নিহতেরা সকলেই বিহারের সমষ্টিপুর জেলার বাসিন্দা।

ইতিমধ্যে সংস্থার তরফে পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য করার কথা বলা হয়। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী এমবি পাতিল জানান, দুর্ঘটনায় নিতদের পরিবারকে ৭ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে গুদামের মালিক সংস্থা দেবে ৫ লক্ষ এবং রাজ্য সরকার দেবে ২ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিজয়পুরার কাছে আলিয়াবাদের ওই গুদামটিতে খাদ্যশস্য প্যাকেট করার কাজ করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় সেখানে প্রায় ৫০ জন কর্মী কাজ করছিলেন। গুদামে সারিবদ্ধভাবে শস্যভর্তি বস্তাগুলি রাখা ছিল। আচমকাই চারটি সারিতে ধস নামে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শস্যের স্তূপের নীচে ১০-১১ জন কর্মী চাপা পড়ে যান। প্রতিটি সারিতে প্রায় ১২০ টন করে শস্য রাখা ছিল। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** আগামী ২০৩০-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা এস অ্যান্ড পি।

২০২২-এ ভারত ব্রিটেনকে টপকে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হয়েছিল। ভারতের সামনে রয়েছে জার্মানি, জাপান, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এস অ্যান্ড পির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের জিডিপি গিয়ে দাঁড়াবে ৭.৩ লক্ষ কোটি ডলারে। ওই সময়ের মধ্যে জাপান এবং জার্মানি ওই অঙ্কে পৌঁছোতে পারবে না। সম্প্রতি একই কথা জানিয়েছিল আর এক আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকস।

এস অ্যান্ড পির গ্লোবাল ক্রেডিট আউটলুক ২০২৪-এ বলা হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের ওপরে থাকবে। পরের তিন অর্থবর্ষে এই হার হতে পারে যথাক্রমে ৬.৪ শতাংশ, ৬.৯ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ। এস অ্যান্ড পি আরও জানিয়েছে, ভারত এখন বিশ্বের বড় বৈশ্বিক উৎপাদনকেন্দ্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশের তালিকায় উঠে আসবে ভারত। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এই কাজে সাহায্য করবে ভারতকে। আগামী দিনে দেশের কর্মসংস্থানের হার আরও বাড়বে বলেও দাবি করেছে এই রেটিং সংস্থা।

## সিয়াচেনে প্রথম মহিলা মেডিকেল অফিসার গীতিকা

সিয়াচেনে সতীর্থদের সঙ্গে গীতিকা কল।

**শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর :** ইতিহাস তৈরি করলেন গীতিকা কল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের স্নো লেপার্ড ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন গীতিকা বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে প্রথম মহিলা মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত সিয়াচেন কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর দিক থেকেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াচেনের মতো জায়গায় মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। এজন্য কঠোর প্রশিক্ষণ লাগে। তাতে সফল হয়েছেন ক্যাপ্টেন কল। সাফল্যের মাইলফলকটি পেতে গীতিকাকে সিয়াচেন ব্যাটল স্কুলে শারীরিক, মানসিক ও সহনশীলতার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। অতি উচ্চতায় অক্সিজেন কম থাকে। সেখানকার আবহাওয়া সমতলের মতো নয়। এমন কঠিন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল আয়ত্ত করে অন্যের চিকিৎসায় নিজেকে কাজে লাগানোর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন গীতিকা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি কর্পস-এর পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে ক্যাপ্টেন গীতিকা কলের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছে।

## ধনীর তালিকায় প্রথম কুড়িতে গৌতম আদানি

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** গত ৭ দিনে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির সম্পদ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এই উত্থানের জেরে ফের বিশ্বের ধনীদের তালিকায় প্রথম ২০ জনে ফিরলেন এই শিল্পপতি। ব্লুমবার্গ বিলিয়েনার ইন্ডেক্স অনুযায়ী তিনি এখন ১৬তম স্থানে।

শ্রীলঙ্কায় একটি কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে ৫৫৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (ডিএফসি)। এই ঋণ মঞ্জুর করে ডিএফসির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তোলা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগ তদন্ত করার পর তা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণিত হয়েছে। ঋণের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হলেও তদন্ত আরও চলবে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতে। তারপর থেকে আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার দরে বড় পতন দেখা যায়। ওই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর গৌতম আদানির সম্পদ ১২০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। ডিএফসির ক্লিনচিটে ফের সম্পদ বাড়ছে গৌতম আদানির। ধনীদের তালিকায় ১৩ তম স্থানে রয়েছেন আর এক ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৯০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

# গুলিতে ঝাঁঝরা করণি সেনা প্রধান

**জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর :** বলিউডের বিভিন্ন ছবির মুক্তির বিরোধিতা করে বার বার খবরের শিরোনামে এসেছে করনি সেনা। তাদের বিরোধিতার মুখে পড়েছে আশুতোষ গোয়ারিকরের ছবি 'যোধা আকবর' ও সঞ্জয়লীলা বনশালির 'পদ্মাবত'। এহেন শক্তিশালী শ্রী রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণি সেনার সভাপতি সুখদেব সিং গোগামেডি মঙ্গলবার খুন হলেন।

রাজস্থানের জয়পুরে শ্যামনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গুলি করে মেরেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সুখদেবের নিরাপত্তারক্ষী নরেন্দ্রকেও গুলি করা হয়। সুখদেব মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর দেহরক্ষী সহ আরও এক ব্যক্তি। আততায়ীরা পালিয়েছে।

রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতা দখলের দুদিনের মধ্যে সুখদেব সিং গোগামেডির ওপর হামলা তাৎপর্যপূর্ণ। একটি সূত্র জানিয়েছে, মরুরাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই খুনোখুনি শুরু হয়েছে। সুখদেব ছিলেন রাজপুত করণি সেনার নরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতা। জয়পুর পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন গোগামেডি। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে খুনের দায় স্বীকার করেছেন লরেন্স বিষ্ণয় ও গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত রোহিত গোদারা। রোহিত সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'আমি গোল্ডি ব্রার-এর ভাই রোহিত গোদারা কাপুরসারি। সুখদেব সিং আমাদের শত্রুদের মদত দিচ্ছিল।' রোহিত বিকানীরের লুনাকরণের বাসিন্দা হলেও মূলত কানাডায় থাকে বলেই সকলের ধারণা। দেশের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে ৩২টি মামলা রয়েছে। র‍্যাপার সিধু মুসাওয়ালা খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত রোহিত।

গোগামেডির এক নিরাপত্তাকর্মী জানিয়েছেন, আততায়ীরা ঢোকার সময় চা খাচ্ছিলেন সুখদেব। হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হলেও গোগামেডিকে বাঁচানো যায়নি। আততায়ীরা বন্দুক দেখিয়ে রাজপুত নেতার বাড়ি থেকেই মোটর সাইকেল চুরি করে পালিয়েছে।

রাজস্থান রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা উমেশ মিশ্র জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গোগামেডির ঘরে চারজন ঢুকেছিল। তারা গোগামেডিকে গুলি করে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

করণি সেনা প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডি নিজের বাড়িতে খুন হলেন।

*মিচাংয়ের জেরে জলমগ্ন চেন্নাই। নিজের পোষ্যকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলেছেন এক নাগরিক। ডানদিকে, শহরের কলাপক্কম থেকে অভিনেতা আমির খানকে উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।*

## আসছেন না মমতারা, বৈঠক পিছোল কংগ্রেস

# ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** তিন রাজ্যে পরাজিত হওয়ার পর ইন্ডিয়া জোট শরিকরা কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল। বিপদ টের পেয়ে তাই তড়িঘড়ি বুধবার জোটের একটি বৈঠকও ডেকেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার, অখিলেশ যাদবরা তো বটেই, তামিলনাড়ুর দুর্যোগের কারণে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আসতে পারবেন না ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও। এই অবস্থায় বুধবারের বৈঠক পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ সেই বৈঠক হতে পারে।

বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্য থেকে উঠে আসছে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের অশান্তির আঁচ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল, সপা, আপের মতো শরিক দলগুলির ঠোকাঠুকি যে হারে বাড়ছে, তাতে ইন্ডিয়া জোটের সামনে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসও যে প্রয়োজনে জোটের রাস্তা ছেড়ে একলা চলার পথে হাঁটার তোড়জোড় শুরু করে দিতে পারে সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।

তৃণমূল যেভাবে গোবলয়ের তিন রাজ্যের ফলাফল নিয়ে কংগ্রেসকে দুষেছে তার বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'তৃণমূলের এসব কথাবার্তায় বিজেপি খুশি হবে। পাঁচরাজ্যের নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে মমতা কোনও বার্তা দেননি। কংগ্রেস লড়ে হেরেছে। বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হল। মমতা চুপ করে কাকে সমর্থন করলেন?' অধীরের মন্তব্যের জবাবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যে অধীর বলছে বামেদের সঙ্গে চলবে। কংগ্রেসের দাদাগিরির অভ্যাস আছে। কংগ্রেসের দোষে বিজেপি এই জায়গায় এসেছে।'

সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিন রাজ্যের ভোটে মানুষ হারেনি। পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। অখিলেশ যাদব নাম না করলেও পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবার কংগ্রেসের অহংকার শেষ হবে। মমতা, অখিলেশরা এখনই জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন এমন কথা বলেননি। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে তাঁরা যে ইন্ডিয়া জোটে থাকবেন না সেটা তাঁদের কথাবার্তায় পরিষ্কার। এরইমধ্যে বিজেপি সম্পর্কে হৃদয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের তরফে। দলের সীতামারির সাংসদ সুনীলকুমার পিন্টু বলেছেন, তিন রাজ্যের ভোটের ফল দেখিয়ে দিয়েছে, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় এই কথা শুনে জেডিইউয়ের মুখপাত্র নীরজ কুমার অবশ্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন, 'পিন্টু যদি এতই মোদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন, তাহলে ওঁর লোকসভা ভোটের আগেই সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়া উচিত।' অন্যদিকে বিজেপি অবশ্য পিন্টুর কথায় উৎসাহিত। পাটনার রাজনীতিতে গুঞ্জন, ইন্ডিয়া জোটে যদি থরহরিকম্প চলতেই থাকে তাহলে বিহারে মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নীতীশ কুমার। ২০২৫ সালে বিহারে বিধানসভা ভোট। তার আগেই তিনি ফের এনডিএ-তে ফিরে যেতে পারেন। তবে জেডিইউ এমন সম্ভাবনা আগাগোড়া খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বও নীতীশকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন। কিন্তু জোট শরিকরা নিজেদের মতো অঙ্ক কষা শুরু করায় ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ ক্রমশ বিশবাঁও জলের দিকে এগোচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে পরাজয়ের পর তৃণমূল, সপার মতো দলগুলি ইন্ডিয়া জোটে আর কংগ্রেসকে খোলা মাঠ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। মমতা সোমবার বলেছিলেন, তিনি বুধবারের বৈঠক সম্পর্কে কিছু জানতেন না। জবাবে জয়রাম রমেশ জানান, বুধবারেরটা ছিল ঘরোয়া বৈঠক। আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বসবে ১৮ কিংবা ১৯ ডিসেম্বর। কংগ্রেসের তরফে যে শতাংশের হিসেব সামনে আনা হয়েছে সেটিই এখন হাত শিবিরের সবথেকে বড় অস্ত্র। তারা প্রাপ্ত ভোটের হিসেব দেখিয়ে এখনও জোটের রাশ নিজেদের হাতে টেনে রাখতে সক্রিয়। কিন্তু তাতে খুব একটা আশার আলো দেখছেন না শরিক দলগুলির নেতৃত্ব। সপা সভাপতি বলেছেন, 'আমরা যেখানে আলোচনা শেষ করেছিলাম সেখান থেকে ফের কথা শুরু হবে। যে দল যেখানে শক্তিশালী সেখানে বাকিদের ওই দলকে সমর্থন করা উচিত।'

### একনজরে

- বুধবারের বৈঠক পিছিয়ে দিল কংগ্রেস
- বৈঠকে থাকছেন না মমতা, নীতীশ, অখিলেশ, স্ট্যালিন
- কংগ্রেসের দাদাগিরি মানতে নারাজ তৃণমূল, সপা
- মমতার বক্তব্যে বিজেপি খুশি হবে, খোঁচা অধীরের

# বিআরএস-বধের নায়ক রেবন্তেই আস্থা রাহুলের

## বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** পুরো নাম অনুমুলা রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানার কংগ্রেস প্রধান। তাঁকেই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হতে পারে। বুধবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ রাহুল গান্ধি। এদিন দিল্লিতে রাহুল বলেন, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।' রেবন্ত রেড্ডি কি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইতিবাচক ইঙ্গিত করেন রাহুল। কংগ্রেস সূত্রে খবর, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বাছতে সোমবারই সদ্যজয়ী কংগ্রেস বিধায়কদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে। অধিকাংশ বিধায়ক রেবন্তকে সমর্থন করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে দেওয়া হয়। সেইমতো খাড়গে, কেসি বেণুগোপাল সহ শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাহুল। সেখানেই ৫৬ বছর বয়সি রেবন্ত রেড্ডির নাম চূড়ান্ত হয়।

রেবন্তের পাশাপাশি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উত্তমকুমার রেড্ডি, বিরোধী দলনেতা ভাট্টি বিক্রমাঙ্ক মাল্লু ও বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রভাবশালী নেতা কে রাজাগোপাল রেড্ডির নামও বৈঠকে উঠেছিল বলে সূত্রটির দাবি। শেষপর্যন্ত অবশ্য রেবন্ত রেড্ডির নামেই সিলমোহর পড়েছে। সদ্য শেষ হওয়া ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে একমাত্র তেলেঙ্গানায় জয় পেয়েছে কংগ্রেস। স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের পর প্রথমবার সেখানে সরকার গড়তে চলেছে তারা। রাজ্যে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের প্রধান কারিগর ধরা হচ্ছে রেবন্ত রেড্ডিকে।

গত বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল কংগ্রেস। দলের অধিকাংশ বিধায়ক কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএসে যোগ দিয়েছিলেন। হায়দরাবাদ পুরভোটে কংগ্রেসের চেয়ে অনেক ভালো ফল করেছিল বিজেপি। ভোট বিশেষজ্ঞদের অনেকে ধরে নিয়েছিলেন বিধানসভা ভোটেও কংগ্রেসকে টেক্কা দিতে চলেছে গেরুয়া ব্রিগেড। '২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, বিজেপি ও মিমের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির ফলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবেন কেসিআর। কিন্তু নির্বাচনি প্রচারের পারদ যত চড়তে থাকে ততই বিজেপি-মিমকে পিছনে ফেলে বিআরএসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসতে থাকে কংগ্রেস। বিআরএস, বিজেপি দু'দল থেকে বহু নেতা কংগ্রেসে যোগ দেন। এই দলবদল পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মালকাজগিরির সাংসদ রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর হাত ধরেই রাজ্যে ঘুরে দাঁড়ায় কংগ্রেস। শেষপর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে অনেক শক্তিশালী বিআরএসকে পিছনে ফেলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে খাড়গে-রাহুলের দল।

১১৯ আসনের বিধানসভায় তাদের বিধায়ক ৬৪। সহযোগী সিপিআইয়ের বিধায়ক এক। ৩৯ আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিআরএস। অনেক পিছনে বিজেপি (৮) ও মিম (৭)। তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রেবন্তের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার তেলেঙ্গানার হবু মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা জনগণের রায়। আমাদের এই বিপুল সমর্থনের কারণ খোঁজার দরকার নেই। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। জনগণই কেসিআরকে হারিয়ে দিয়েছে।'

# ঘূর্ণিঝড় : বৃষ্টি অন্ধ্র-তামিলনাড়ুতে মৃত বেড়ে ১২

**চেন্নাই ও হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর :** অন্ধ্রপ্রদেশের বাপতালা জেলার স্থলভাগে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় মিচাং। তিন ঘণ্টা ধরে চলল এই আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া। মিচাংয়ের প্রভাবে পশ্চিম বর্ধমান ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বুধ এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘূর্ণিঝড় মিচাং স্থলভূমিতে প্রবেশ করে। ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইতে থাকে। সমুদ্রের জলে বড় ঢেউ দেখা যায়। অন্ধ্রের উপকূল পেরোতে এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সময় লাগে দু'ঘণ্টা। এরপর ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঝড়ে পরিণত হয়। এর প্রভাবে আগামী দু'দিন বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিন ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে। বৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুতেও। প্রশাসনিক কর্তাদের আশঙ্কা, ঝড়-বৃষ্টির ফলে শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

মঙ্গলবার বলিউড অভিনেতা আমির খানকে চেন্নাইয়ের কলাপক্কম থেকে উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গতকাল চেন্নাইয়ে জলবন্দি হয়ে পড়েছিল একটি কুমির। আজ আমির। গত অক্টোবরে তিনি চেন্নাই এসেছিলেন তাঁর অসুস্থ মা'কে দেখতে। তারপর সেখানেই থেকে যান। বৃষ্টিতে তিনিও জলবন্দি হয়ে পড়েছিলেন। শেষমেশ মাছ ধরার নৌকা নিয়ে উদ্ধার করা হয় বলিউড তারকাকে। আমিরের সঙ্গে একই নৌকায় ছিলেন তামিল তারকা বিষ্ণু বিশাল। তিনি আমিরের সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমের পাতায়। সঙ্গে লেখেন, 'বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করার জন্য উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই চেন্নাইতে সোমবার ভোর থেকে প্রবল বৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি থামলেও এখনও শহরজুড়ে রাস্তায় জল জমে আছে। হাসপাতালের ভিতরে জল ঢুকে গিয়েছে। নীচু এলাকার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শহরের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় শহর থেকে জল বেরোতে পারছে না। প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়াল-রাস্তা ভেঙে পড়েছে, গাড়ি ভেসে গিয়েছে, প্রচুর বাড়িতে জল ঢুকেছে। ঝড়-বৃষ্টিতে সবমিলিয়ে চেন্নাইয়ে মৃত বেড়ে হয়েছে ১২ জন। আহত ১১।

শহরের নীচু এলাকা থেকে প্রচুর মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবার বোট, ট্র্যাক্টর এমনকি মাছ ধরার নৌকা নিয়েও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, বন্যাদুর্গত ৯ টি জেলায় প্রায় ৬২ হাজার ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। এর সঙ্গে ১১ লক্ষ খাবার ও ১ লক্ষ দুধের প্যাকেট বিলি করা হয়েছে।

*নিহতদের পরিবার সহ গোটা গ্রাম ভিড় জমিয়েছে। মঙ্গলবার ইম্ফলে।*

# ১৩ পিএলএ ক্যাডারের দেহ আনা হল ইম্ফলে

**ইম্ফল, ৫ ডিসেম্বর :** মায়ানমার সীমান্তবর্তী টেংনুপাল গ্রামের কাছে এক সংঘর্ষে ১৩ জনের মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসেছে মণিপুর প্রশাসন। মৃতরা সকলে নিষিদ্ধ ঘোষিত মেইতেই জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য ইম্ফলে আনা হয়েছে। জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে চলছে ময়নাতদন্তের কাজ। সংঘর্ষের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে ২ জন কিশোর। সম্ভবত মায়ানমারে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের ওপর হামলা চালায়। পিএলএ-র বেশ কয়েকজন সদস্য পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এদিন বিকাল পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করেনি প্রশাসন। টেংনুপাল ও তার আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সোমবার যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে সেটি মেইতেই-কুকি সংঘর্ষপ্রবণ অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত। টেংনুপাল সংলগ্ন লেইথু পাহাড় দিয়ে মণিপুরের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা মায়ানমার যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। মঙ্গলবারের সংঘর্ষে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

# ফের ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন

**ভোপাল, ৫ ডিসেম্বর :** তিন রাজ্যের ভোটের ফলের পর মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, বাজারে এমন চিপ রয়েছে যার সাহায্যে যে-কোনও যন্ত্র হ্যাক করা সম্ভব। শুধু কংগ্রেস নয়, ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাও।

কংগ্রেসের অপর নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ অবশ্য সরাসরি ইভিএমকে দোষারোপ করেননি। যদিও বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে তিনিও একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কিছু প্রাক্তন বিধায়ক এবার নিজেদের গ্রামে ৫০টিও ভোট পাননি। কমলের মতে, 'কোনওরকম আলোচনা না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে আমি রাজি নই। আমি সবার সঙ্গে কথা বলব। মানুষ কংগ্রেসের পক্ষে ছিল।'

বিজেপি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে ১৬৩টিতে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৬৬টি আসন। অথচ ভোটের আগের দিনও কংগ্রেস দাবি করেছিল, তারাই এবার মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় আসছে।

> “আমি ২০০৩ সাল থেকে ইভিএমের বিরোধিতা করছি। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে কি আমরা পার্সোনাল হ্যাকারের হাতে তুলে দিতে পারি?
>
> –দিগ্বিজয় সিং

এই অবস্থায় শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে বিজেপির বিপুল জয় নিয়ে তাই প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস শিবিরের একাংশ। তবে দিগ্বিজয় যেভাবে ইভিএমের বিরোধিতা করেছেন তাতে তাঁর সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে। হিমাচলপ্রদেশ এবং কর্ণাটকেও জিতেছে। ভোটে হারলেই কংগ্রেস দোষারোপ শুরু করে দেয়। এটা ইন্ডিয়া জোট নয় ঘমন্ডিয়া জোট। এই জোটের পতন অনিবার্য।' দিগ্বিজয় বলেন, 'আমি ২০০৩ সাল থেকে ইভিএমের বিরোধিতা করছি। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে কি আমরা পার্সোনাল হ্যাকারের হাতে তুলে দিতে পারি?' তাঁর প্রশ্ন, 'নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্ট কি আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারবে?' এদিকে হারের পর এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কমল নাথ। হারের কারণ এবং আগামী দিনের কৌশল নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

# 'গোমূত্র রাজ্যেই জেতে বিজেপি'

## বিতর্কে ডিএমকে সাংসদ

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** ফের সনাতন বিতর্কে জড়াল ডিএমকে। তাও আবার এমন একটি সময়ে যখন গোবলয়ের রাজ্যগুলিতে গেরুয়া শিবিরের বিজয় রথ তরতরিয়ে ছুটছে। তার জেরে আরও একবার বিজেপির ক্ষোভের মুখে পড়ল ডিএমকের জোটসঙ্গী কংগ্রেস। আর এর সঙ্গে দ্রাবিড়ভূমের জাত্যাভিমানের প্রসঙ্গটিও সামনে চলে এসেছে। মঙ্গলবার ডিএমকের সাংসদ ডিএনভি সেন্থিলকুমার হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিকে গোমূত্র রাজ্য বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'হিন্দি বলয়ের রাজ্য যেগুলিকে আমরা গোমূত্র রাজ্য বলে থাকি, শুধুমাত্র সেখানেই জেতার ক্ষমতা রয়েছে বিজেপির। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।' কেরল, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে বিজেপির নির্বাচনি ফলের দিকেও ইঙ্গিত করেন তিনি। সেন্থিলকুমার বলেন, 'আপনারা দক্ষিণ ভারতে আসতে পারবেন না। তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকের ফলের দিকে দেখুন। আমরা ওখানে অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনারা যদি এই রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে সেখানে ঘুরপথে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন তাহলেও আমরা আশ্চর্য হব না। কারণ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে আপনারা স্বপ্নেও পা রাখার কথা ভাবতে পারবেন না।'

স্ট্যালিনের দলের সাংসদের এমন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই। তিনি বলেন, 'উত্তর ভারতীয় বন্ধুদের ফুচকা বিক্রেতা, শৌচাগার মিস্ত্রী বলার পর ইন্ডিয়া জোটের ডিএমকে সাংসদ এবার গোমূত্র কটাক্ষ করেছেন। এই ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেন, 'এমন মন্তব্য আমাদের সনাতনি ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান। ডিএমকে খুব শীঘ্রই গোমূত্রের উপকারিতা জানতে পারবে। কেউ যদি দেশের মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার চেষ্টা করে তাহলে জনতা তাদের উচিত জবাব দেয়।' কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী সিটি রবি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের নেতা রাহুল গান্ধি কি এমন মন্তব্যকে সমর্থন করেন। কংগ্রেস ও তাদের শরিকরা আর কতদিন ভারতীয়দের অপমান করবে।' লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি অবশ্য ডিএমকে সাংসদের মন্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, 'সংসদের ভিতর কে কী বললেন তাতে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা গোমাতাকে সম্মান করি।' তাঁর দলের সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেন, 'এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ডিএমকে সাংসদের উচিত, নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।'

# বাড়ছে দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা

**নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর :** ভারতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে আত্মহননের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ২০২২ সালে দেশে প্রতিদিন গড়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ৪৬৮ জন, যাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই দিনমজুর, খেতমজুর ও কৃষক।

জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র যে সমীক্ষা কেন্দ্রের কাছে গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে সারা দেশে আত্মঘাতীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তথ্য বলছে, দিনমজুরদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি (২৬ শতাংশ)। এই হার গত পাঁচ বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। গত বছর সারা দেশে আত্মঘাতী হন মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার মানুষ, যা ২০২১-এর তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২২-এ আত্মহত্যার সংখ্যা ২৭ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় আত্মহত্যার সংখ্যা পাঁচ বছর আগে (২০১৮ সালে) ছিল ১০.২ শতাংশ, গত বছর (২০২২) তা বেড়ে হয়েছে ১২.৪ শতাংশ। গত বছর আত্মঘাতীদের মধ্যে ১১.৪ শতাংশ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষজন ছিলেন। কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় সবার আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তারপর রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ। দিনমজুরদের আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে তামিলনাড়ুতে (৭,৮৭৬)। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (৬,২৭৫) এবং মধ্যপ্রদেশ (৫,৩৭১)।

**হিসাব শতাংশে**

| পেশা | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| দিনমজুর | ২২.৪ | ২৩.৪ | ২৪.৬ | ২৫.৬ | ২৬.৪ |
| গৃহিণী | ১৭.১ | ১৫.৪ | ১৪.৬ | ১৪.১ | ১৪.৮ |
| স্বনির্ভর | ৯.৮ | ১১.৬ | ১১.৩ | ১২.৩ | ১১.৪ |
| বেকার | ৯.৬ | ১০.১ | ১০.২ | ৯.৭ | ৯.৬ |
| চাকরিজীবী | ৮.৯ | ৯.১ | ৯.৭ | ৮.৪ | ৯.২ |
| পড়ুয়া | ৭.৬ | ৭.৪ | ৮.২ | ৮.০ | ৭.৬ |
| কৃষক | ৭.৭ | ৭.৪ | ৭.০ | ৬.৬ | ৬.৬ |
| অবসরপ্রাপ্ত | ০.৮ | ০.৯ | ১ | ০.৯ | ০.৮ |
| অন্যান্য | ১৬.২ | ১৪.৭ | ১৩.৪ | ১৪.৪ | ১৩.৫ |
| মোট আত্মহত্যা | ১,৩৪,৫১৬ | ১,৩৯,১২৩ | ১,৫৩,০৫২ | ১,৬৪,০৩৩ | ১,৭০,৯২১ |

কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে, দিল্লি (৩,৩৬৭), বেঙ্গালুরু (২,৩১৩), চেন্নাই (১,৫৮১) ও মুম্বই (১,৫০১)-এর মতো দেশের অত্যাধুনিক শহরগুলিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি এবং এই সংখ্যা ফি বছর বাড়ছে। এ ব্যাপারে রাজধানী দিল্লি সবচেয়ে এগিয়ে। সেখানে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২-এ আত্মহত্যা ২২ শতাংশ বেড়েছে।

আত্মহত্যার মূল কারণ হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা এবং অসুস্থতাকে দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে। ৯.৩ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যার জেরে। এছাড়া ধার-দেনা ও আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার চাপ থেকে আত্মহননের ঘটনা ঘটেছে ৪.১ শতাংশ ক্ষেত্রে।

গত বছর সংখ্যার নিরিখে আত্মহত্যার শীর্ষে ছিল মহারাষ্ট্র (২২,৭৪৬)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল তামিলনাড়ু (১৯,৮৩৪) এবং মধ্যপ্রদেশ (১৫,৩৮৬)। সরকারি রিপোর্টে গত বছর ১৫০টি গণ-আত্মহত্যা বা পরিবারসুদ্ধ আত্মহত্যার ঘটনার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের আত্মহননের ঘটনায় জড়িতদের সংখ্যা ৩২৫।

### দলীয় বিধায়কদের ধর্নায় উপস্থিত থাকার নির্দেশ

# সভার অনুমতি না পেলে বিকল্প ভাবনা বিজেপির

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লিতে ধর্না দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে ধর্নায় বসছে বিজেপি। এমন সময় এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী থাকছেন শিলিগুড়িতে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা রয়েছে ১২ ডিসেম্বর। সব ঠিক থাকলে তার আগের রাতেই শহরে ধর্নায় বসতে চলেছে গেরুয়া শিবির। সেখানে শামিল হবেন পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিজেপি বিধায়ক। শুধু ধর্না কর্মসূচি নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সভার দিন শিলিগুড়িতে পালটা সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও শুভেন্দুর সভার অনুমতি পুলিশ-প্রশাসনের তরফে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য স্তরের এক নেতা বলছেন, 'পুলিশ অনুমতি দেবে না আমরা জানি। কিন্তু আবেদন করা হবে। অনুমতি পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। আদালতের অনুমতি না পাওয়া গেলে বিকল্প পথ নিয়ে ভাবা হবে। এতটুকু বলতে পারি ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বিরোধী দলনেতা যাচ্ছেন।'

সুপার ডিভিশন বা প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ স্থগিত করে মুখ্যমন্ত্রীর সভার আয়োজন নিয়ে সরব হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সভার দিন ধর্নায় বসার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার ক্রীড়া পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রতিবাদ তো থাকছেই, সঙ্গে ধর্না কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার বিষয়টি। তাই শংকরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের দলীয় সমস্ত বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে বলেছেন দলের চিফ হুইপ মনোজ টিগ্গা। শংকর বলছেন, 'রাজ্যে ক্লাবগুলিকে আঁধারে ডুবিয়ে তৃণমূল শুধু রাজনীতি করেছে। পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে, যার বড় প্রমাণ খেলা বন্ধ করে দিয়ে স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা। ভয়ে অনেক ক্লাব কিছু বলতে পারছে না। ক্লাবগুলি কিন্তু আমার আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছে।'

> রাজ্যে ক্লাবগুলিকে আঁধারে ডুবিয়ে তৃণমূল শুধু রাজনীতি করেছে। পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে, যার বড় প্রমাণ খেলা বন্ধ করে দিয়ে স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা। ভয়ে অনেক ক্লাব কিছু বলতে পারছে না। ক্লাবগুলি কিন্তু আমার আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছে।
>
> –**শংকর ঘোষ** বিধায়ক, শিলিগুড়ি

বিজেপি সূত্রে খবর, দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতিতে ১১ ডিসেম্বর সন্ধে ৬টা থেকে ধর্না শুরু হবে। যা চলবে পরদিন দুপুর পর্যন্ত। এর জন্যও পুলিশের অনুমতি চেয়ে বিজেপির তরফে কমিশনারেটে আবেদন করা হচ্ছে। তবে ধর্না বা সভার জন্য মঙ্গলবার সন্ধে পর্যন্ত অনুমতি চেয়ে কোনও আবেদন জমা পড়েনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তেমনভাবেই শুভেন্দুর সভা কোথায় হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিকভাবে হিন্দি স্কুলের মাঠ, শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠ এবং তরাই স্কুলের মাঠ চিহ্নিত করা হয়েছে বিজেপির তরফে।

তবে রাজনৈতিক সভার জন্য স্কুল মাঠ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকাধীন জমিতে সভা করা হবে বলে জানিয়েছেন এক বিজেপি নেতা।

বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশমতো সমস্ত কিছু করা হচ্ছে এবং হবে।'

# কাল হল সঙ্গিনীর টান ধরা পড়ল সুন্দর

**নীহাররঞ্জন ঘোষ**

**মাদারিহাট, ৫ ডিসেম্বর :** স্ট্র্যাটেজি বদলেই বাজিমাত। ১১ দিন পর মঙ্গলবার বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ল জলদাপাড়ার মাহুত দীপক কার্জির 'খুনি' কুনকি। মাতঙ্গিনীকে কাছে পেতে সোমবার রাতে পিলখানায় এসেছিল সুন্দর। সেই সুযোগ হাতছাড়া করেননি বনকর্মীরা। তার দেখা মিলতেই পাকড়াও করতে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। সুন্দর আর যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য নানারকম কৌশল নেওয়া হয়েছিল এদিন। তবে সহজে ধরা যায়নি তাকে। 'খরচ' করতে হয়েছে দু'দুটো ঘুমপাড়ানি গুলি।

সুন্দরের প্রিয় খাবার চাল, গুড় ও বিট লবন মেশানো মন্ডা তৈরি করে কলাপাতায় মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল পিলখানার চারদিকে। খাবারের লোভ ও মাতঙ্গিনীকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা, এই দুইয়ের কারণে সারারাত পিলখানায় ছিল কুনকিটি। সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে রাত জাগেন বনকর্মীরাও। খাবার শেষ হতেই ফের তা ছড়িয়ে দেন তাঁরা। মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতেই প্রস্তুতি শুরু হয়। ভোর ৪টা থেকে অপারেশন শুরু। তৈরি রাখা হয়েছিল ৮ অভিজ্ঞ কুনকিকে।

সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে প্রথম ডার্ট (ঘুমপাড়ানি গুলি) লাগে সুন্দরের কোমরের কিছুটা নীচের দিকে। বনকর্মীরা খানিকটা আশার আলো দেখতে পান। এদিকে গুলি খেয়েই সুন্দর দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। পিছু ধাওয়া করে তাকে পাওয়া যায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে তোর্ষা নদীর চরে। সেখানে মালঙ্গি বিটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সুন্দর।

*সুন্দরকে নিয়ে ফেরার পথে কুনকির দল। মঙ্গলবার জলদাপাড়ার কাছে। –সংবাদচিত্র*

সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ওই কুনকিকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার ডার্ট ছোড়া হয়। এরপরই ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে শুরু করে সে। সুযোগ বুঝে চারদিক ঘিরে ফেলে কুনকির দল। একটি হাতির পিঠে চেপে সুন্দরের দিকে এগিয়ে আসেন তার পাতাওয়ালা বাপি বর্মন। তিনি ধীরে ধীরে সুন্দরের শরীরে হাত বুলোতে বুলোতে পিঠে চড়ে বসেন। আর কোনও বেগরবাই করেনি ১১ দিন নিরুদ্দেশ থাকা সেই কুনকি।

বাপির নির্দেশ মেনে বাধ্য ছেলের মতো নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে। যদিও পুরোটা পথ তাকে ঘিরে রেখেছিল কুনকির দল। প্রায় দেড় ঘণ্টা হেঁটে দুপুর ১২টা নাগাদ জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের পিলখানায় পৌঁছায় সুন্দর। পিলখানায় নিয়ে আসার পর স্নান করিয়ে প্রিয় খাবার দেওয়া হয় ওই কুনকিকে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন একাধিক বনকর্তা থেকে শুরু করে প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা সহ অনেকেই। সবার মুখে তখন একটা স্বস্তির ছাপ। পিলখানায় এখন বন্দিদশা কাটাতে হবে সুন্দরকে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে ওর। যাকে 'সাজা' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন এক বনকর্তা।

জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা জানালেন, আপাতত একমাস সুন্দরকে কড়া নজরদারিতে রাখা হবে। আর যেহেতু ওর মাহুত নেই, সেজন্য পাতাওয়ালা বাপিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি নিয়োগ করা হবে একজন পাতাওয়ালা। এঁদের সঙ্গে পরিচিতি হতে সময় লাগবে। যদিও সুন্দর শারীরিকভাবে এখন সুস্থ। তবে জলদাপাড়ার ওই কুনকির ডান পায়ে কাটাযুক্ত লোহার শেকল বাঁধা থাকায় ঘা হয়ে গিয়েছে। সেটা সারতে সময় লাগবে।

এই সাফল্যের উদযাপনে মঙ্গলবার রাতে জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে অপারেশনে শামিল প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন বনকর্মীর জন্য ভোজের আয়োজন করেন এক বনকর্তা। এমনটাই নাকি দস্তুর।

## দাম কমল ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের

**নিউজ ব্যুরো**

**৫ ডিসেম্বর :** উৎসবের মহলে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড, টেকনো এবার তাদের ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের নতুন দাম ঘোষণা করল। আগে এই ফোল্ডেবল ফোনটির দাম ছিল ৮৮,৮৮৮ টাকা।

উৎসবের জন্য দাম কমে হয়েছে ৬৯, ৯৯৯ টাকা। অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের উপস্থিতিতে এই ঘোষণাটি হয় কলকাতার বিখ্যাত টেক রিটেলার, দ্য প্রাইম মোবাইল অ্যান্ড গ্যাজেট স্টোরের একটি অনুষ্ঠানে।

টেকনো মোবাইল ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেন, 'টেকনোর 'স্টপ অ্যাট নাথিং'–এর মূল লক্ষ্য ভারতের প্রত্যেক কোনায় থাকা আমাদের ক্রেতাদের হাতে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ডিভাইস তুলে দেওয়া। সেইসঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বাজার টানতে এদিন ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের স্পেশাল দাম ঘোষণার পাশাপাশি অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের সঙ্গে স্পার্ক গো ২০২৪ উন্মোচন হয়।' জানা গিয়েছে, স্পার্ক গো ২০২৪ হল একটি ৯০ হার্টজ ডট–ইন ডিসপ্লে উইথ ডায়নামিক পোর্টযুক্ত উচ্চমানের স্মার্টফোন। যার দাম শুরু হচ্ছে ৬,৬৯৯ টাকায়। এই নতুন স্মার্টফোনটি যে কোনও মোবাইলের দোকান ও অ্যামাজনে পাওয়া যাবে ৭ ডিসেম্বর থেকে।

# মেয়ের সাক্ষ্যে বাবার যাবজ্জীবন

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও প্রণব সূত্রধর**

### অস্ত্রের কোপে লুটিয়ে পড়েছিল মা

**বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর :** এখন সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনা যখনকার, তখন পড়ত তৃতীয় শ্রেণিতে। তবুও বছর পাঁচেক আগেকার সেই দিনটার কথা আজও ভুলতে পারেনি সেই কিশোরী। কীভাবে বাবার ধারালো অস্ত্রের কোপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মা। তারপর মায়ের চিৎকারে কীভাবে ছুটে আসে লোকজন, সেসবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রয়েছে সেই কিশোরীর। আর তার সাক্ষ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছে আদালত। কার্যত মেয়ের সাক্ষ্যেই মাকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বাবার।

বীরপাড়া থানার বড় হাওদার বাসিন্দা ওই মহিলাকে খুনের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক তাঁর স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'কারাদণ্ডের পাশাপাশি পেমাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে তাঁকে অতিরিক্ত ৬ মাস কারাবাস করতে হবে।' সাজা ঘোষণায় খুশি বীরপাড়া থানার তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার তথা বর্তমানে ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জাকির হোসেন। মৃতার পরিবারও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছে অপরাধীর পরিবার।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৮ সালের ৩১ মে। তুলসীপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা অভিযুক্ত, বড় হাওদার ওই মহিলাকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতেই থাকত। ৩০ মে রাত থেকে দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চলছিল। ৩১ মে সকালে ফের অশান্তি শুরু হয়। ওই সময়ে সেই মহিলার গলায় কোপ বসায় অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করে বীরপাড়া থানার পুলিশ। তারপর থেকে সে হাজতেই রয়েছে বলে জানান তদন্তকারী অফিসার জাকির হোসেন।

অভিযুক্তের কন্যা সহ মোট ১২ জন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। তবে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কন্যার সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। মৃতার বাড়ির লোকজনও মানছেন, নিজের বাবার বিরুদ্ধে ওই কিশোরীর সাক্ষ্য শেষপর্যন্ত বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আদালতে।

মঙ্গলবার নিহত মহিলার ভাই বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা ও আদালতের রায়ে আমরা খুশি। দিদির বিয়ের পর ওর স্বামীকে জমি দিয়ে এখানেই বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলাম। অথচ দিদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করল জামাইবাবু।'

মৃতার ১৮ ও ১৩ বছর বয়সি ২টি মেয়ে ও ৯ বছর বয়সি ১টি ছেলে রয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মামাবাড়িতেই রয়েছে তারা। আদালত যখনই ডেকে পাঠিয়েছে, তখনই সাক্ষ্য দিতে হাজির হয়েছে সেই কিশোরী। যদিও এদিন আদালতে উপস্থিত ছিল না সে। পরীক্ষা ছিল বলেই আসতে পারেনি বলে জানিয়েছেন মামাবাড়ির লোকজন। নিজের কানে বাবার শাস্তির রায় আর শুনতে হল না তাকে।

## জমির পাট্টা নিয়ে বৈঠক

**নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর :** চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা নিয়ে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির (পিআইসি) বৈঠক হল মালবাজারের মহকুমা শাসকের দপ্তরে। মঙ্গলবার মহকুমার মাল, মেটেলি, নাগরাকাটা ও ক্রান্তি ব্লকের বিডিও, ব্লকগুলির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক, ৪ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক, সহকারী শ্রম কমিশনার প্রমুখ ওই বৈঠকে ছিলেন। মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল বলেন, 'জমির পাট্টা সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এদিন পিআইসি-র বৈঠক ছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সবকিছু জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

## পিএফ দপ্তরের উদ্যোগ

**জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** পিএফ দপ্তরের জলপাইগুড়ি রিজিওনাল কার্যালয় থেকে সমস্ত পেনশনভোগীকে জীবন প্রমাণপত্র, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই সার্টিফিকেট জলপাইগুড়ি দপ্তর, আলিপুরদুয়ার দপ্তরে জমা দেওয়া যাবে। যে সমস্ত পেনশনভোগীর পেনশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁরা জীবন প্রমাণপত্র জমা দিলেই পেনশন পাবেন।

## ফের বন্দে ভারত

*প্রথম পাতার পর*

কিশনগঞ্জের পাশাপাশি কাটিহার এবং বারাউনিতে বন্দে ভারতের স্টপের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

এনজেপি–পাটনার মধ্যে বন্দে ভারত চলতে পারে, এমন খবরে উচ্ছ্বসিত শিল্প ও বাণিজ্যমহল। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষে দিলীপ দুগার বলেন, 'বাগডোগরা থেকে পাটনায় কোনও বিমান চলাচল না করায় ট্রেনই ভরসা। কিন্তু রাজধানী বা অন্য ট্রেনগুলিতে পাটনায় পৌঁছানোর অর্থ একদিন সময় নষ্ট হওয়া। বন্দে ভারত চালু হলে আমরা উপকৃত হব।' রেলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের উত্তরবঙ্গ জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়াল বলেন, 'ব্যবসার জন্য চা শিল্পপতিদের প্রায়ই পাটনায় যাতায়াত করতে হয়। চিকিৎসার জন্য অনেক মানুষ বিহারে যান। ট্রেনটি চালু হলে সকলেই উপকৃত হবেন।' কিন্তু ট্রেনটি প্রথম ছুটবে কবে? এক রেলকর্তা বলছেন, 'এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রেলবোর্ড। তবে নতুন বছর শুরুর মুখে ট্রেনটি চালু হওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

### আবহাওয়া
বুধবারের পূর্বাভাস

| | সর্বোচ্চ (ডি.সে.) | সর্বনিম্ন (ডি.সে.) |
|---|---|---|
| কলকাতা | ২৪.০ | ১৮.০ |
| শিলিগুড়ি | ২৯.০ | ১৬.০ |
| জলপাইগুড়ি | ২৯.০ | ১৪.০ |
| কোচবিহার | ২৯.০ | ১৫.০ |
| আলিপুরদুয়ার | ২৯.০ | ১৫.০ |
| মালদা | ২৭.০ | ১৮.০ |
| রায়গঞ্জ | ২৮.০ | ১৬.০ |
| গ্যাংটক | ১৯.০ | ৯.০ |

# কোর্টে নির্দিষ্ট চেয়ার ছেড়ে গ্রামবাসীর পাশে বিচারপতি

**জ্যোতি সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** তিনি বিচারপতির ওজনদার আসনে বসেন বটে। কিন্তু তিনি সাধারণের কাছের মানুষ। সম্প্রতি নানা সময়ে তিনি তা বুঝিয়েও দিয়েছেন। মঙ্গলবারও একই ছবি দেখল।

ঘড়িতে তখন দুপুর ২টা বেজে ২৫ মিনিট। হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সেই সময় নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোত গ্রামের জলসমস্যা নিয়ে মামলার শুনানি চলছিল। সেই সময়ই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ার থেকে নেমে এসে নীচে স্টেনোগ্রাফারদের সারি সারি চেয়ারের একটি টেনে তাতে বসে পড়লেন। গ্রামবাসীদের কথা যাতে ভালোভাবে শোনা যায় সেজন্য বিচারপতি তাঁদের তাঁর চেয়ারের সামনেই ডেকে পাঠালেন। গ্রামবাসীরা যাতে মামলা সংক্রান্ত সবকিছু সহজে বুঝতে পারেন সেজন্য তিনি বাংলায় সওয়াল করার জন্য দুই পক্ষের আইনজীবীদের নির্দেশ দেন। সেবদোল্লাজোতের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নিজেদের এলাকা ছেড়ে এই প্রথম তাঁদের বাইরে আসা। কলকাতা তো দূর, তাঁরা শিলিগুড়িও যাননি। নিজেদের জলসমস্যা মেটানোর জন্য তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সমস্যা মেটাতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে সেবদোল্লাজোতের সুখানি মুন্ডা, দীপু হালদাররা রীতিমতো অভিভূত।

নকশাল নেতা কানু সান্যালের গ্রাম সেবদোল্লাজোতে বহুদিন ধরে জলসমস্যা রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও সেই সমস্যা মেটেনি। কী কারণে সমস্যা তা জানতে বিচারপতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) ঠিকাদার নারায়ণ ঘোষ ও মবিলাইজার রিংকি দাসকে তলব করেছেন।

বুধবার তাঁদের সার্কিট বেঞ্চে উপস্থিত থাকতে হবে। ওই শুনানির পর বিচারপতি নিজে ওই গ্রামে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এলাকার সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এই গ্রামে বড় কুয়ো বসিয়েছিল। বর্তমানে সেই কুয়োয় সাপ, ব্যাং, পাখির মৃতদেহ পড়ে থাকে বলে গ্রামবাসীর দাবি। সেই কুয়োর জল খাওয়া যায় না। পিএইচইর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্রের কাছ থেকে এসব শুনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসককে এই বিষয়ে আদালতকে অবহিত করতে তলব করেন।

এদিন বেলা ৩টে বেজে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত শুনানি চলে। চৈতন মুন্ডা, ঝাড়ি কিষান, লালমোহন মুন্ডা, ছোটন মুন্ডা, শান্তি নাগাশিয়া, কালো মুন্ডা, সুখানি মুন্ডা এবং দীপু হালদাররা শুনানির সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সুখানি আদালতকে জানান, জল না পেয়ে তাঁরা খুবই সমস্যায় রয়েছেন। দীপু বলেন, সেবদোল্লাজোতে ২০০টি বাড়ির মাত্র ২৫টিতে জল আছে। বাসিন্দারা মানঝা নদীর দূষণযুক্ত জল ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন। সেবদোল্লাজোতের পাশে ভেলটা জোন এবং ফকিরা জোনে জল নেই বলেও তিনি জানান।

বিচারপতি পিএইচইর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্রের কাছ থেকে এলাকায় জলপ্রকল্পের বিষয়ে খুঁটিনাটি সবই জেনে নেন। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে এলাকার ১৫০০ বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে বলে পিএইচইর আধিকারিকরা এদিন বিচারপতিকে জানান। কাজের তদারকিতে থাকা ফাঁসিদেওয়া সোশ্যাল অ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের দুই প্রতিনিধি অরূপরতন রায় ও সঞ্জীব রায় এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি তাঁদের কাছ থেকেও জলপ্রকল্পের বিষয়ে অনেক কিছুই জেনে নেন। এসএস আলুওয়ালিয়া দার্জিলিংয়ের সাংসদ থাকাকালীন এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই সময় সাংসদ কোটা থেকে আসা টাকার বিষয়ে বিচারপতি এদিন খোঁজখবর করেন। সেবদোল্লার জলসমস্যার বিষয়ে তিনি নিজে ভিডিও কনফারেন্সের বিষয়ে খোঁজখবর রাখবেন বলে বিচারপতি জানান। মামলাকারীদের হয়ে আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল ও সরকারপক্ষের হয়ে আইনজীবী হীরক বর্মন এই মামলায় লড়ছেন।

**আশ্বস্ত বাসিন্দারা**

- নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতের জলসমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার সার্কিট বেঞ্চে দ্বিতীয় দিনের শুনানি
- বাসিন্দাদের সমস্যা শুনতে বিচারপতি এদিন নিজের চেয়ার ছেড়ে স্টেনোগ্রাফারদের চেয়ারে বসেন
- বুধবারের শুনানিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক, পিএইচইর ঠিকাদার ও মবিলাইজারকে তলব
- ওই শুনানির পর বিচারপতি নিজে ওই গ্রামে যাবেন

## শিশুকন্যা সহ উদ্ধার মা

**কিশনগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর :** অসম থেকে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে আসা এক বিবাহিতা মহিলা সহ তার চার বছরের কন্যাসন্তানকে উদ্ধার করল কিশনগঞ্জ জেলার দিঘলব্যাংক থানার পুলিশ। পুলিশ সুপার এমানুল হক জানিয়েছেন, সোমবার অসমের শোনিতপুর জেলার কুসুমটোলা গ্রামের বাসিন্দা নন্দু বকসি তাঁর কাছে অভিযোগ জানান, পুরানাহাট এলাকার বাসিন্দা মণীশ কুমার নামে এক যুবক অসম থেকে তাঁর চার বছরের কন্যাসমেত স্ত্রীকে নিয়ে এসে দিঘলব্যাংক থানা এলাকায় তার বাড়িতে রেখেছে। এরপর এসপির নির্দেশে দিঘলব্যাংক থানার ওসি সঞ্জীব কুমার রাতেই অভিযান চালিয়ে মা ও মেয়েকে উদ্ধার করেন।

# বিয়েবাড়ির ডিউটি নিয়ে

*প্রথম পাতার পর*

মুখ্যমন্ত্রী বুধবার বেলা আড়াইটা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি কার্সিয়াংয়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রী, আমলারাও আসতে পারেন বলে খবর। দলের আরেক শীর্ষস্থানীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারই কার্সিয়াং পৌঁছে গিয়েছেন। বিয়ে উপলক্ষ্যে বুধবার থেকে দেড় শতাধিক ভিআইপি কার্সিয়াংয়ে পৌঁছাবেন।

ভিভিআইপিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নজরদারির জন্য মহকুমা হাসপাতাল ছাড়াও তিনটি জায়গায় মেডিকেল টিম রাখা হয়েছে। সেই টিমে ২০ জনেরও বেশি চিকিৎসক, ৩০ জনেরও বেশি নার্স এবং ৩০ জন মতো জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্টকে (জিডিএ) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মকাইবাড়ির তাজ টি রিসর্টেই চিকিৎসকদের মূল শিবির করা হয়েছে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক সহ অন্য ভিভিআইপিরা উঠবেন। বিয়ের নিমন্ত্রিতরাও ওই রিসর্টেই থাকবেন। সোমবার থেকেই এখানে মেডিকেল টিম বসানো হয়েছে। সেখানে প্রতিদিন একজন করে চিকিৎসক, দুজন করে নার্স এবং একজন করে জিডিএ–কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলবে।

মকাইবাড়ির আমা স্টেতে চিকিৎসকদের দ্বিতীয় শিবিরটি হয়েছে। সেখানেও রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী এবং শীর্ষস্থানীয় আমলার থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই রিসর্টে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা এবং রাত ৯টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত দুটি দলে ভাগ করে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্টেভিট ময়দান এবং কমিউনিটি হলে যে সমস্ত ভিআইপি যাতায়াত করবেন তাঁদের প্রয়োজনের জন্য আরও একটি মেডিকেল টিম তৈরি করা হয়েছে। মোবাইল টিম নাম দিয়ে এই টিমে ৪–১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন একজন চিকিৎসক, একজন নার্স, একজন ফার্মাসিস্ট এবং একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালেও চিকিৎসকদের ডিউটির পৃথক রোস্টার তৈরি হয়েছে।

অভিযোগ, সোমবার মেডিকেল টিমে থাকা প্রত্যেককে ভাত, একটু ডাল, একটি ডিম এবং রাইশাকের ঘণ্ট, একটুকরো পেঁয়াজ এবং আচার দেওয়া হয়। থাকার জন্য যে ঘর, খাট দেওয়া হয়েছে সেগুলিও ব্যবহারের অযোগ্য এবং খুবই নিম্নমানের। যা নিয়ে তুমুল হইচই শুরু হয়েছে। তাঁরা সমাজের রক্ষক। তা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে এহেন ব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না বলে চিকিৎসকদের দাবি। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বললেন, 'মেডিকেল টিমের সদস্যদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এনিয়ে বহু অভিযোগ ওঠায় আমরা রাজ্যপাল, মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মেডিকেল টিম তৈরি হবে বলে আমরা মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে প্রধান সচিবকে স্মারকলিপি দিয়ে জানতে চেয়েছি।'

## চা বলয়ের দুর্দশা কাটাতে বিধানসভায় আলোচনা চায় পদ্ম

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলির দুর্দশা নিয়ে বুধবার বিধানসভায় আলোচনা চাইবেন বিজেপি বিধায়করা। বেশ কিছুদিন ধরেই চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা চাইছেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে তা উত্থাপন করা হচ্ছে না। তাই ওইদিন সরাসরি চা-বাগান শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা চাইবেন তাঁরা।

শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলায় চা-বাগানগুলিতে তীব্র সংকট চলছে। চা-শ্রমিকদের দুর্দশার অন্ত নেই। রাজ্য সরকার ১৯ শতাংশ বোনাস বেঁধে দিলেও অধিকাংশ চা-বাগানই তা দেয়নি। উলটে বহু বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও পুলিশ সেই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। শিল্পপতিদের হাত থেকে ক্রমেই বাগানগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাঁরা দ্রুত লাভের মুখ দেখার জন্য শ্রমিকদের বঞ্চনা করছেন। এসব নিয়েই অবিলম্বে বিধানসভায় আলোচনা চাই।'

## ব্যবসায়ীকে গুলি

**কিশনগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর :** অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা এক গবাদিপশু ব্যবসায়ীর দু'পায়ে গুলি করে তাঁর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা লুট করল। ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে থাকা আরেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও প্রচুর টাকা ছিনতাই করা হয়েছে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে আঘাত করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় বিহারের ফরবেশগঞ্জের সিমরাহা থানা এলাকার ৫৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সিরসিয়া উড়ালপুলের কাছে ঘটনাটি ঘটে। দুষ্কৃতীরা ওই ব্যবসায়ীদের গাড়ি ছিনতাই করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সিমরাহা থানার টহলদারি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তারা পালিয়ে যায়।

# মমতার 'ছোট' বাড়ি দেখে স্তম্ভিত

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু দিদির বাড়ি আমারটার থেকেও ছোট। একটা ছোট্ট বসার জায়গা ওঁর ঘরে।' এই প্রসঙ্গে আরেক অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহার তাঁর বাড়িতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা শোনালেন সলমন। তিনি বলেন, 'শত্রুঘ্ন সিনহা আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে বসার জায়গা দিতে পারিনি। একটাই ঘর, একটা কিচেন আর একটা শোয়ার ঘর।'

শত্রুঘ্নর সঙ্গে আরেক বলিউড অভিনেতা অনিল কাপুর তখন চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে বসে। অনিলের বাড়ির বর্ণনা উঠে এল ভাইজানের ভাষণে। তিনি জানালেন, 'একদিন অনিল সাহেবের বাড়িতে গেলাম। উনি বললেন, চলো বাড়িটা দেখাই। প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোর দেখলাম। তারপর ফার্স্ট ফ্লোর। ভাবলাম এখানেই বুঝি শেষ। তারপর সেকেন্ড, থার্ড ফ্লোর। এখন বোধহয় আরও বড় হয়ে গিয়েছে।'

এরপর ফিরলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির প্রসঙ্গে। তাঁর কথায়, 'আমার তো হিংসা হচ্ছে, দিদির বাড়ি আমার ঘরের থেকেও ছোট বলে। এত বড় পদে থাকা একজন মানুষের বাড়ি এত ছোট কী করে হতে পারে, ভেবে হিংসা হচ্ছে।' এরপর মুগ্ধতা ছড়ালেন এই বলে যে, 'এর থেকে বোঝা যায়, কতটা সহজ, সরল জীবনযাপন করা যায়।' তারপর টানলেন নিজের সঙ্গে তুলনা। বললেন, 'আসলে আমার ও দিদির মতো সরল মনের মানুষের জীবনযাপনের জন্য খুব বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না।'

বাংলা ও তাঁর প্রতি এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সলমনের কাছ থেকে বাংলায় এসে শুটিং করার 'ওয়াদা' আদায় করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকাল থেকে যেন চাঁদের হাট বসেছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ও ভাবনায় উৎসবের টাইটেল সং গাইলেন অরিজিৎ সিং। সেসময় সলমন খান, অনিল কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, মহেশ ভাটদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নাচলেন মমতাও।

এবারের চলচিত্র উৎসবের 'ফোকাস কান্ট্রি' স্পেন। সে দেশের ৬টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। মোট ৩৯টি দেশের ৭২টি ফিচার ফিল্ম, ৫০টি শর্ট ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি দেখানো হবে। শরীর খারাপ থাকায় এবছর উপস্থিত হতে পারেননি অমিতাভ বচ্চন। মেয়ের ফিল্মের প্রচারের জন্য আসতে পারেননি শাহরুখ খানও। তাঁদের সেই ঘাটতি যেন পুষিয়ে দিলেন 'ভাইজান' ও 'এক–দো–তিন–চার'–এর নায়ক। আরেক 'বাঙালিবাবু' শত্রুঘ্ন সিনহা উপস্থিত ছিলেন এ প্রজন্মের হার্টথ্রব কন্যা সোনাক্ষীকে নিয়ে।

প্রবীণ পরিচালক মহেশ ভাট, বাংলার প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়রাও ছিলেন মঞ্চে। ছিলেন বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সবাইকে চমকে দিয়ে বাংলা ভাষণ শুরু করেন 'বিহারিবাবু'। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে শমিত ভঞ্জের প্রসঙ্গ টানেন। শমিতের 'আপনজন' সিনেমার হিন্দি রিমেক 'মেরে আপনে' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শত্রুঘ্ন।

তাঁর কন্যা সোনাক্ষীও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে তাঁর বিস্ময়ের কথা জানান। তিনি নাকি মমতাকে টাফ ব্যক্তিত্ব ভাবতেন। কাছে এসে সেই ধারণা ভেঙে গিয়েছে। সোনাক্ষীর কথায়, 'এখন দেখছি দিদি খুবই লাভলি। নরম স্বভাবের মানুষ।' 'এভারগ্রিন' অনিল কাপুর বিশেষ করে পরিচালক মৃণাল সেন, অপর্ণা সেনের কথা উল্লেখ করেন। বলেই ফেললেন, 'অপর্ণা সেন আজ এখানে নেই। আমি ওঁর ছবির ভক্ত। কাজ করতে চেয়েছিলাম। এখন আমার অনেক বয়স হয়েছে অপর্ণাজি। এবার তো আমায় কাস্ট করুন।'

সবার শেষে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা অনেক তারকা তৈরি করেছে। যাঁরা মুম্বইয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত। আমরা টলিউড থেকে বলিউড সবাইকে ভালোবাসি। এবছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলার চলচ্চিত্রকে সৃজনশীল ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।' সলমন, অনিল ও মহেশের উদ্দেশে তাঁর আর্জি, 'বাংলায় এসে সিনেমা করুন। বাংলা এখন চলচ্চিত্রের পীঠস্থান।' বিশেষভাবে সলমনকে বলেন, 'আমায় ওয়াদা করতে হবে।' দিদির কথায় ভাইজানের উত্তর, 'নিশ্চয়ই আসব।'

### মাইনার্স ডে

খনিতে কাজ করা মাইনারদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানাতে ৬ ডিসেম্বর মাইনার্স ডে পালন করা হয়। পরিবারের থেকে দূরে থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার জন্য মাইনারদের 'স্যালুট'।

# শহরে মৃত্যুর ত্রিফলা জট • পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

## আবোল তাবোল থিমে বইমেলা

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** সুকুমার রায়ের অনন্য সৃষ্টি আবোলতাবোল প্রকাশের শতবর্ষে এবারের উত্তরবঙ্গ বইমেলার থিমও আবোলতাবোল। গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ৪১তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার উদ্বোধন করবেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, '৮ ডিসেম্বর এই বইমেলা শুরু আর পরেরদিন শনিবার বইমেলা উপলক্ষ্যে বাঘা যতীন পার্ক থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হবে।' তবে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর হাত দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন হবে ১০ ডিসেম্বর রবিবার।

এবার অক্সফোর্ড, পেঙ্গুইন, আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন নামী প্রকাশক এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করছেন। এবারই প্রথম বইমেলা প্রাঙ্গণে ফ্রি ওয়াইফাইয়ের সুবিধা রাখা হয়েছে বইপ্রেমীদের জন্য।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবার আবোলতাবোল সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে থাকবে আলোচনাসভা। এবং সন্ধ্যায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৬ তারিখ বইমেলা প্রাঙ্গণে থাকবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সেদিন সন্ধ্যায় লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠান হবে মেয়রের। টেলিফোনে দর্শকদের সঙ্গে কতা বলবেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। ১৭ তারিখ থাকছে বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

## শাস্তির দাবি

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পরে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল দার্জিলিং জেলা নির্মাণকর্মী ইউনিয়ন। গত শুক্রবার দুপুরে মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বহুতলে বাঁশ বেঁধে কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় সঞ্জীব দাস, সুরেশ বর্মন নামে দুই কর্মীর মৃত্যু হয়। হাইটেনশন বিদ্যুতের তার ঘেঁষে কী করে বহুতল নির্মাণের প্ল্যান পাশ হল তা স্মারকলিপিতে জানতে চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মৃতের পরিবারদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, চাকরির ব্যবস্থা যাতে প্রোমোটার সংস্থা করে সেই দাবি জানানো হয়।

## শীতবস্ত্র বিতরণ

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** বিমলচন্দ্র পাল ও আরতি পাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার পুরোহিতদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল। এদিন শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুজনের স্মরণে ৭১ জন পুরোহিতের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

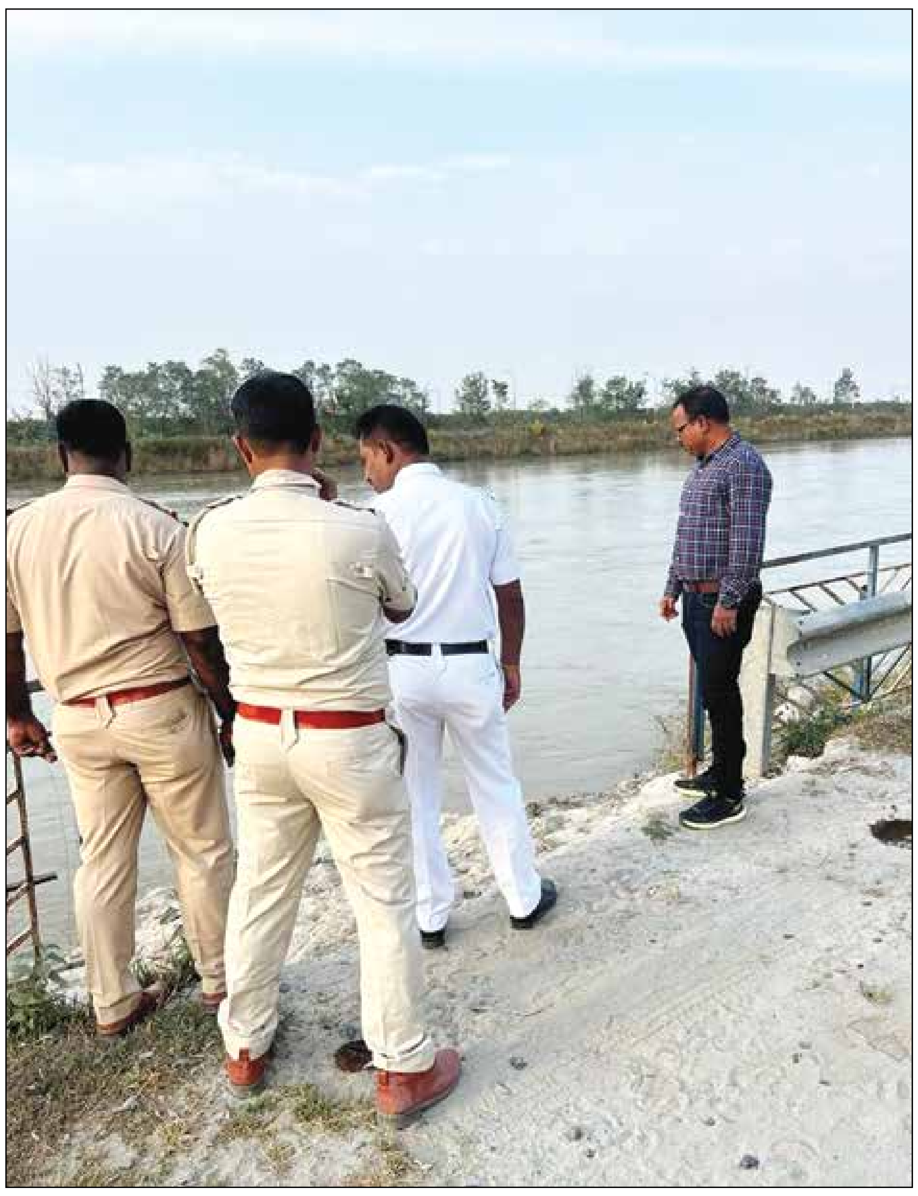

আইনজীবীর মৃত্যুর ঘটনায় গজলডোবার রাস্তায় স্কুটার উদ্ধারের জায়গায় তদন্তে পুলিশ। —সংবাদচিত্র

## শেষমুহূর্তে ফোনের রহস্য

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** খুন নাকি আত্মহত্যা? শরৎচন্দ্রপল্লিতে তরুণ আইনজীবী নবীন সরকারের দেহ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পরিষ্কার নয় মৃত্যুর আসল কারণ। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে নবীনের পাকস্থলীতে অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছে। গজলডোবা মেইন রোডে নবীনের স্কুটার পাওয়া গিয়েছিল। তার পাশে ক্যানালে নামার খোলা রাস্তা ছিল। সেখান দিয়েই নবীন পড়ে গিয়েছেন বলে অনুমান পুলিশের। এদিন এনজেপি থানার পুলিশ ওই জায়গা ঘুরেও দেখে।

আবার নবীনের বাবা নিরঞ্জন সরকারের অন্য ধারণা। তাঁর দাবি, 'নবীনকে ক্যানালের ধারের ওই জায়গা থেকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে নেশা করিয়েছে। এরপর রাতের অন্ধকারে মার্ডার মোড়ের ক্যানালে কেউ তাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।' মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এনজেপি থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। তবে এখনও পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আইনজীবী অলোক ধারা বলেন, 'পুলিশ অস্বাভাবিক মামলার একটি মামলা রুজু করেছে। তার ভিত্তিতে তদন্ত এগোচ্ছে। প্রয়োজন হলে পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হবে।'

এর মধ্যেই আবার ভক্তিনগর থানায় দায়ের করা একটি মামলা সামনে এসেছে। মাদক সংক্রান্ত সেই মামলায় নাম জড়িয়েছে দুই ভাইবোনের। সেই কেস লড়ছিলেন নবীন। তাদের ছাড়ানো নিয়ে নবীন নাকি গত কয়েকদিন ধরে চিন্তিত ছিলেন বলে দাবি তাঁর সহকারী প্রণব হীরা ও নিরঞ্জনের।

প্রণবের কাছ থেকে জানা গেল, বিদ্যাচক্র কলোনির একটি বাড়ি থেকে ভক্তিনগর থানা সুস্মিতা মুনি ও সমীর রায় নামের ভাইবোনকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, ড্রাগস ও ইনজেকশন সহ গ্রেপ্তার করেছিল। ওদের হয়েই মামলা লড়ছিলেন নবীন। প্রথম শুনানিতে

### আইনজীবীর মৃত্যু

মক্কেলদের ছাড়াতে না পারায় চিন্তার মধ্যে ছিলেন মৃত ওই আইনজীবী। নিরঞ্জন বলছিলেন, 'ছেলেকে দেখে বুঝতে পারছিলাম, কেউ বারবার ফোন করে চাপ দিচ্ছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, সব ঠিক আছে কি না? ও বলত, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রশ্ন উঠছে, স্ত্রী নীলাঞ্জনার সঙ্গে নবীনের ফোনে হওয়া শেষ কথা নিয়ে। নীলাঞ্জনাকে নবীন জানিয়েছিলেন যে, তিনি আশিঘর মোড়ে রয়েছেন। তারপর তাহলে তিনি কেন গজলডোবায় গেলেন? কার সঙ্গে গেলেন? নিরঞ্জনের বক্তব্য, 'ছেলে অন্ধকার রাস্তা ভয় পেত। জলও ভয় পেত। তাই একা যাওয়ার প্রশ্নই নেই। ওইদিন শেষ সাড়ে ছয়টায় কথা হয়েছে। রাত আটটার পর থেকেই ফোন বন্ধ।' স্কুটি যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানেই ফোন বন্ধ হয় বলে জিপিএস-এর মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে।

নীলাঞ্জনার কথায়, 'একটি ফোন আসার পর এনজেপি থানায় নতুন মামলা এসেছে বলে ও বের হতে যাচ্ছিল। তারপর আরও একটি ফোন আসে। তখন ওকে বলতে শুনি, পায়েল মোড়ের কাছে দাঁড়াও, আসছি।' কিন্তু এনজেপি থানা আর পায়েল মোড়, দুটো জায়গা তো দুইদিকে। তাহলে কী এমন ঘটেছিল যে গন্তব্য বদলে যায় নবীনের? এ প্রশ্নের জবাব মিলছে না।

হঠাৎ নবীনকে স্কুটার বের করতে দেখে কিছুটা অবাক হলেও কারণ জানতে চায়নি বাড়ির লোকজন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত কারও যাওয়ার কথা ছিল? তাড়াহুড়োর কারণেই কি স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল? উত্তর মিলছে না। নিরঞ্জনের কথায়, 'ছেলে ফিরতে অনেকসময় রাত করত। ওইদিন অনেক রাত হওয়ার পর ওর বন্ধুবান্ধবদের ফোন করা হয়েছিল। পরদিন সকালের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম।'

নিরঞ্জনের বিশ্বাস, 'ছেলে কোনওভাবেই আত্মহত্যা করতে পারে না। ও সবাইকে বুদ্ধি দিয়ে চলত। যতই চাপে থাক, এরকম করতে পারে না।'

শান্তিনগরের সেই বাড়ির সামনে ভিড়। —ফাইল চিত্র

**মা-মেয়ের মৃত্যুতে প্রশ্ন যেখানে**

- দুজনে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছেন
- নাকি, মেয়েকে মেরে লতা আত্মঘাতী হয়েছেন
- মৃত্যুর পিছনে পারিবারিক অশান্তি দায়ী
- পারিবারিক সমস্যা হলে প্রতিবেশীরা টের পেলেন না কেন
- জমিসমস্যা হলে নেপথ্যে কে

## জোড়া মৃত্যু কাণ্ডে অনেক প্রশ্ন

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** পারিবারিক অশান্তি? নাকি জমির কারবার? শান্তিনগরের জোড়া মৃত্যুকাণ্ডে রহস্য ক্রমে ঘোরালো হচ্ছে। মৃত্যুর নেপথ্যের কারণ নিয়ে তো আত্মীয়দের মধ্যেই দ্বিমত দেখা দিয়েছে। তাঁদের একাংশ পারিবারিক অশান্তির তত্ত্ব সামনে নিয়ে এসেছেন। আবার তা মানতে নারাজ পরিবার ও পড়শিদের অনেকেই।

এসবের মধ্যেই চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে একটি ভিডিও। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কী রয়েছে সেই ভিডিওয়? তাতে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ রায়। ঘটনার পর এনজেপি এলাকার ওই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন ওই পরিবারের লোকজন।

শান্তিনগরের এই ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেলেও রহস্য কাটছে না কিছুতেই। একইসঙ্গে পুলিশি তদন্তের গতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।'

গত রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ির একই ঘরে মা এবং মেয়ের মৃতদেহ মেলে। মা লতা সরকার ও মেয়ে তিয়াসার মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি এখনও। লতার স্বামী সাধন সরকারের অভিযোগ, 'নিউ জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ রায়ের হুমকির জন্যই আমার স্ত্রী মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে।'

### শান্তিনগরে অশান্তি

মঙ্গলবার প্রসেনজিতের এক আত্মীয় একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে প্রসেনজিৎকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, সাধন সরকারের স্ত্রী ও মেয়ের মৃত্যু ঘটেছে। তাতে আমিও ব্যথিত। তবে তার জন্য যেভাবে আমাকে দায়ী করা হয়েছে সেটা সঠিক নয়। সে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে এবং সেটা তাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' ভিডিওতে নিজের সপক্ষে কিছু নথিও দেখিয়েছেন প্রসেনজিৎ।

প্রাথমিকভাবে মৃত্যু দুটিকে পুলিশের তরফে আত্মহত্যা বলা হলেও অনেকেই তা মানতে নারাজ। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বাড়ির লোক দরজা ভেঙে লতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। মেয়ে তিয়াসা বিছানায় শোয়া অবস্থায় ছিল। ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে ছিল একটি সবুজ রঙের দড়ি। প্রশ্ন উঠছে, দুজন আত্মহত্যা করলে তো দুটি দড়ি বাঁধা থাকত। একটি কেন?

তবে হুমকির কারণে লতা মেয়েকে নিয়েই বা কেন মৃত্যুর পথ বেছে নেবেন, সেটা নিয়েও ধন্দ কাটছে না অনেকের। আবার সাধনের পরিবারের ধারণা, মেয়েকে খুন করেও লতা আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন। একই দাবি করেছেন সাধনের দুই ভাই আপন সরকার ও দুলাল সরকারও।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বাস করা লতার এক আত্মীয়ের দাবি, 'লতা শনিবার রাতেও ফোন করে সোমবারের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ধার চেয়েছিল।' আর্থিক বিষয়ে পরিবারটি চাপে ছিল বলে এলাকার অনেকেই জানিয়েছেন। উঠে আসছে জমির কারবারে বিভিন্ন জায়গায় সাধনের সঙ্গে অনেকের জটিলতা থাকার কথাও। প্রতিবেশীদের থেকে জানা গিয়েছে, ইদানীং মাঝেমধ্যেই লতার মুখে আত্মহত্যা করার কথা শোনা গিয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিজের মেয়েকে তিনি খুন করবেন কেন? সেই নিয়েও সংশয় রয়েছে অনেকের মনে।

রবিবারের এই ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয় সোমবার। মৃত লতার দাদা বাদল দাস নদিয়া জেলা থেকে এসে সাধনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানান। বাদলের অভিযোগ, 'পারিবারিক অশান্তির কারণেই মৃত্যু হয়েছে বোনের।' মঙ্গলবার মোবাইলে কথা বলার সময় নদিয়া থেকে একই বক্তব্য জানিয়েছেন বাদলের মেয়ে ও স্ত্রী। পড়শিরা অবশ্য এই বক্তব্য মানতে চাননি। তাঁদের মতে, বাড়িতে অশান্তি হত বলে সেভাবে কোনওদিন বোঝা যায়নি।

রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে গাড়ির কঙ্কাল। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে।

## চম্পাসারিতে রাস্তার ধারে অবাধে দখলদারি

**পারমিতা রায়**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** প্রশাসনিক উদাসীনতায় রাস্তার ধার ঘেঁষে অবাধে দখলদারি ক্রমেই বাড়ছে। চম্পাসারি বাজার থেকে চম্পাসারি সেতু পর্যন্ত সড়কের দুই ধারে আজকাল বহু গ্যারাজ, নার্সারি, ভাঙাচোরা সামগ্রী বিক্রির দোকান। রাস্তার ধারজুড়ে ব্যবসার নানা জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এর জেরে যাতায়াতে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রশাসন সব দেখেও চুপ বলে অভিযোগ উঠেছে। অবাধে এভাবে দখলদারির জেরে এলাকায় যানজটও হচ্ছে।

গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'এই সমস্যার সমাধানে আমরা ভেন্ডিং ও নন-ভেন্ডিং জোনের ব্যবস্থা করেছি। দ্রুতই সমস্যার সমাধান হবে।'

চম্পাসারি বাজার থেকে চম্পাসারি সেতু পর্যন্ত রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল রাস্তার ধার ঘেঁষেই ফুলের টব, বড় বড় ড্রাম সহ আরও অনেক কিছুই রাখা হচ্ছে। এর জেরে এই রাস্তা ব্যবহারকারীদের অনেক সময়ই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। গাড়ির চালকদের পাশাপাশি পথচারীদের সমস্যার শেষ নেই। গোটা রাস্তা ঘিরে এভাবে দখলদারি বাড়ায় পথচারীদের সমস্যা বাড়ছে। চম্পাসারির সামনে এই দোকানগুলি দেখিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পল্লব সাহা বলছিলেন, 'যাঁরা এভাবে দখলদারি করছেন তাঁদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এছাড়া, তাঁদের কিছু বলার উপায়ও নেই। কেন না তাঁদের কিছু বলতে গেলে নিশ্চিতভাবে ওঁদের ক্ষোভের মুখে আমাদের পড়তে হবে।' স্নেহা সরকার বললেন, 'গোটা রাস্তাজুড়ে এত দোকান। বাধ্য হয়ে ছোট ছেলেকে নিয়ে মূল রাস্তা ধরে চলাফেরা করতে হচ্ছে। কোনদিন যে বিপদ হয় কে জানে।' এলাকায় এভাবে দোকান দেওয়া হারাধন পালকে প্রশ্ন করায় তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'কোথায় তাহলে দোকান করব?'

দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

### শিলিগুড়িতে শাসক-বিরোধী তর্জা তুঙ্গে

## মেরামতির টাকা নেই, ডিভাইডারে রং

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** রাস্তা মেরামতির টাকা নেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে শহরজুড়ে সাজোসাজো রব। এসএফ রোড থেকে শুরু করে বর্ধমান রোড, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সর্বত্রই পড়ছে নীল-সাদা রঙের প্রলেপ। গত কয়েকদিন ধরে শহরের বড় রাস্তাগুলির ডিভাইডারে নীল-সাদা রং করা হচ্ছে। আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তর্জা।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বাগডোগরায় নামবেন কার্সিয়াংয়ে ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে। তার আগে শহরকে সুন্দর দেখাতে ডিভাইডার রং করা হচ্ছে বলে বিরোধীদের তোপ। তাঁদের অভিযোগ, বেসিক ডেভেলপমেন্ট বাদ দিয়ে কসমেটিক ডেভেলপমেন্টে জোর দিয়েছে পুরনিগম। অন্যদিকে, বিরোধীরা এতদিন কাজ করতে পারেনি বলে এখন তৃণমূল বোর্ডের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড দেখে তাঁরা জ্বলছে, বলে পালটা দাবি শাসকদলের। সবমিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমে রাজনৈতিক চর্চা চলছেই।

পুরনিগমের বর্ষীয়ান সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আগামী ফেব্রুয়ারিতে এই বোর্ডের দুই বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু এতদিন ধরে বাস্তবিকভাবে বোর্ড কোনও কাজই করতে পারেনি। কোথাও রাস্তার অবস্থা বেহাল আবার কোথাও নিম্নমানের কাজ হয়েছে। ফলে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার রাস্তা কয়েকমাসের মধ্যে খারাপ হয়ে গিয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, সেগুলো না সারিয়ে ডিভাইডারে নীল-সাদা রং করাটা ঠিক নয়।

বাম কাউন্সিলারের অভিযোগকে অবশ্য মানতে চাননি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর কথায়, 'ওরা কে কী বলল, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। ওরা কোনও কাজ করতে পারেনি বলেই তো শহরে শূন্য হয়ে গিয়েছে। আর বিজেপির বিধায়ক, সাংসদরা তো এত টাকা পান, শহরের উন্নয়নে তাঁরা কী করেছেন, সেটার হিসেব দিক।'

ডেপুটি মেয়রের পালটা জবাব দিয়ে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, সংবিধানে লেখা রয়েছে, একজন বিধায়ক ও সাংসদ কত টাকা করে পান। সেটা দেখলেই ডেপুটি মেয়র জানতে পারবেন। তাঁর কটাক্ষ, 'এবার কেন্দ্র সরকার রাস্তা তৈরি করে দেবে, এটাই কি চাইছেন তাঁরা?'

শহরবাসীই বলছেন, শিলিগুড়ি শহরের একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তার অবস্থা বেহাল। পুজোর আগে থেকে রাস্তাগুলি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুজোর সময় কয়েকটি রাস্তায় 'তাপ্পি' মারার মতো করে মেরামত করা হয়েছিল। তারপর এক মাসের মধ্যেই রাস্তাগুলোর অবস্থা একেবারে শোচনীয়। পুরনিগমের ৩১, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডগুলির রাস্তার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। প্রায় প্রতি শনিবারই ৪১, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের খারাপ রাস্তা নিয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন আসছে। প্রত্যেকবারই মেয়র প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, শীঘ্রই রাস্তা মেরামত করে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কোনও কাজই হচ্ছে না বলে দাবি বিরোধীদের। অভিযোগ, প্রতিবছর পুজোর সময় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি মেরামত করা হয়। কিন্তু এবছর অধিকাংশ রাস্তাতে হাতই দেয়নি শিলিগুড়ি পুরনিগম। তাই মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে রাস্তার ডিভাইডারগুলি নীল-সাদা রং না করে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাতে শহরের উন্নয়ন হবে বলে দাবি জানালেন প্রাক্তন মেয়র মুন্সি নুরুল ইসলাম।

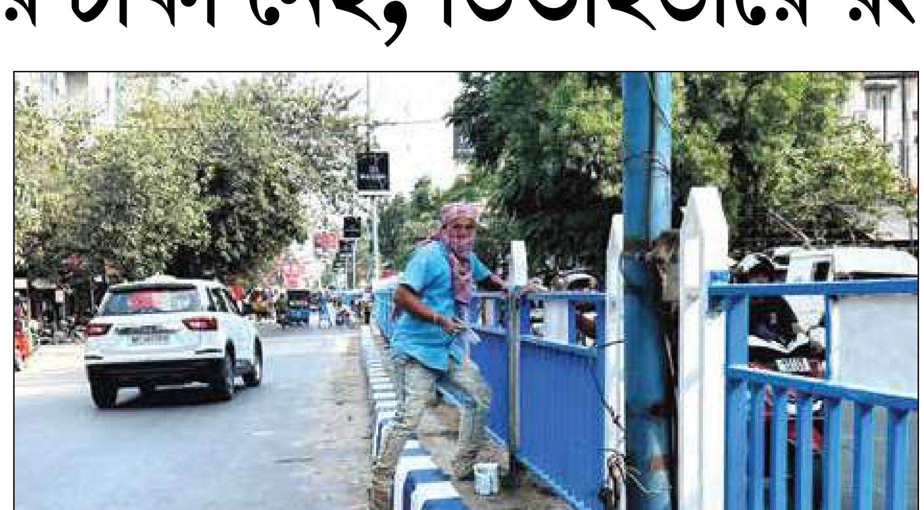

আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই সেজে উঠছে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তার ডিভাইডার। মঙ্গলবার। —সংবাদচিত্র

**কথার লড়াই**

- বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বাগডোগরায় নামবেন
- তার আগে শহরকে সুন্দর দেখাতে ডিভাইডার রং করা হচ্ছে
- বিরোধীদের অভিযোগ, বেসিক ডেভেলপমেন্ট বাদ দিয়ে কসমেটিক ডেভেলপমেন্টে জোর দিচ্ছে পুরনিগম
- বিরোধীরা এতদিন কাজ করতে পারেনি বলে এখন জ্বলছে, পালটা দাবি শাসকদলের

## গুরুংবস্তির বেহাল মাঠ সংস্কারের দাবি

**শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** একটা সময় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তির রামনারায়ণ মাঠে শিশুদের খেলা করতে, বড়দের আড্ডা দিতে দেখা যেত। ফুটবল, ক্রিকেট সহ অনেক খেলা হত এই মাঠে। তবে বর্তমানে এই মাঠটি বেহাল হয়ে পড়েছে। এখন দেখলে বোঝা যাবে না এই জায়গায় একটা সময় মাঠ ছিল। মাঠে পড়ে রয়েছে গোলপোস্ট, মাঠের চারদিক আবর্জনায় ভরে রয়েছে। এলাকার এই মাঠটি যাতে আবার সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয় সেই দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বাচ্চাদের কলরব, বড়দের আড্ডা যাতে মাঠে আবারও ফিরে আসে, সেই আশা করছেন সাধারণ মানুষ।

এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রামনারায়ণ মাঠে এলাকার অনেকেই প্রতিনিয়ত আবর্জনা ফেলে আসছেন বলে অভিযোগ। কিছু কিছু মানুষের কাছে এই মাঠটি হয়ে উঠেছে অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এমনই একজন হলেন রেখা পাসোয়ান। এদিন তিনি বাড়ির আবর্জনার দুটি ব্যাগ এই মাঠে ফেলছিলেন। কেন এই মাঠে আবর্জনা ফেলছেন প্রশ্ন করায় তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বলেন, 'সবাই আমরা এই জায়গাতেই আবর্জনা ফেলি। আর কোথায় ফেলব।' অনেকেই রাতের অন্ধকারে ওই মাঠে বাড়ির যাবতীয় আবর্জনা সেখানে ফেলছেন বলে অভিযোগ। মাঠের গোলপোস্টটি ভেঙে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর পাল বলছিলেন, 'একটা সময় সবাই মিলে আমরা এই মাঠে খেলতে আসতাম। তবে বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে আর এখানে খেলার পরিবেশ নেই। এলাকার বাসিন্দার অনেকেই মাঠটির সংস্কারের দাবিতে অনেকবার অভিযোগ করেছি। তাতেও কোনও লাভ হয়নি।'

গুরুংবস্তির এই মাঠটির বেহাল পরিস্থিতির সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা তুষার রায় বলছিলেন, 'এই মাঠটি সংস্কার করা হলে আমরা সবাই ব্যবহার করতে পারব। যাঁরা অবৈধভাবে আবর্জনা ফেলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' এলাকার কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো বলেন, 'আমরা দ্রুত ওই মাঠটির সংস্কার ও গোলপোস্টের সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেব।'

মাঠে ভেঙে পড়ে রয়েছে গোলপোস্ট। —সংবাদচিত্র

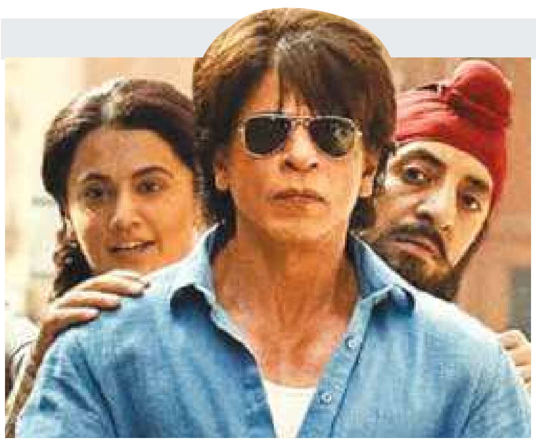

## বহু প্রতীক্ষিত ডানকির ট্রেলার প্রকাশ্যে

শাহরুখ খান অভিনীত রাজকুমার হিরানি পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত ‘ডানকি’ ছবির ট্রেলার এল প্রকাশ্যে। ট্রেলার দেখে বোঝা যায় ছবির বিষয় অবৈধ অভিবাসন। ছবির সারসংক্ষেপে লেখা হয়েছে, ‘আলাপ করো হার্ডি এবং তার চার উল্লু দে পাঠ্‌ঠে–র সঙ্গে এবং দেখো তাদের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং স্মৃতির পথ ধরে এগিয়ে যাবার গল্প’। ট্রেলারের শুরুতে দেখা যায়, এক কিশোর (ছোট শাহরুখ) পাঞ্জাবের এক গ্রামে এসে পৌঁছোয়। তারপরই আসেন বড় শাহরুখ এবং তাঁর ‘চার উল্লু দে পাঠ্‌ঠে’ দোস্ত যারা লন্ডনে যেতে চায়। অনেক বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে হার্ডি ঠিক করে তারা সীমা পার করবে যে করেই হোক। বাস্তবিকই তারা ভয়ংকর সব সমস্যা, বুলেট, এমনকী মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এই লন্ডন যাবার বেলায়। ট্রেলারে বয়স্ক শাহরুখকে দেখা যায়, যে ছবির গল্প ২৫ বছর পর শেষ করবে বলে কথা দেয়। তাঁর ফ্যানরা স্বাগত জানিয়েছেন ট্রেলারকে এবং রায় দিয়েছেন এই ছবি ব্লকবাস্টার হচ্ছেই। ছবিতে ভিকি কৌশল ক্যামেও চরিত্রে আছেন। অনেকে তাঁকে ট্রেলারের সেরা অংশ বলে চিহ্নিত করেছে। ডানকি–তে এই দুই তারকা ছাড়া আছেন তাপসী পান্নু, বোমান ইরানি প্রমুখ।

## চলে গেলেন ‘ফ্রেডরিক্স’

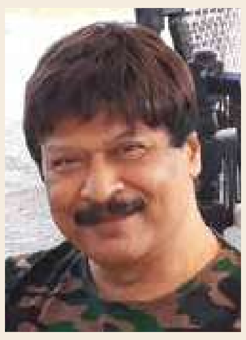

বিখ্যাত ধারাবাহিক সিআইডি–র ফ্রেডরিক্স চলে গেলেন। তাঁর আসল নাম দীনেশ ফারনিশ। গত ২ ডিসেম্বর থেকে তিনি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে ছিলেন। সোমবার মধ্যরাতে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। জানা গিয়েছে, মাল্টি অর্গান অকেজো হওয়ার করণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সিআইডি ধারাবাহিকের এই অভিনেতা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর কমিক টাইমিংয়ের জন্য, বিশেষ করে এসিপি প্রদ্যুম্নর সঙ্গে তাঁর মজার তর্কাতর্কি দর্শকদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সোমবার খবর রটেছিল দীনেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতলে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর সহ অভিনেতা দয়ানন্দ শেট্টি, যিনি সিআইডি–তে ইন্সপেক্টর দয়া–র চরিত্রে অভিনয় করতেন, তিনি জানিয়েছিলেন, ‘দীনেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়নি। ও ভেন্টিলেশনে আছে। চিকিৎসকেরা ওকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তবে ওর কী হয়েছে, তা আমি এখন বলব না।’ দীনেশ তারক মেহেতা কা উলটা চশমা–তেও নিজের চরিত্র মানে ফ্রেডরিক্স হয়েই এসেছিলেন। এছাড়া, সরফরোশ ছবিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল আমির খানের সঙ্গে।

## সাইক্লোনে আটক আমিরকে উদ্ধার

চেন্নাইয়ে সাইক্লোন মিগজাউম মারাত্মক ক্ষতি করেছে। ভয়ংকর বৃষ্টিতে রাজ্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই জলমগ্ন মানুষদের সঙ্গে কারাপক্কম শহরে আটকে পড়েছিলেন অভিনেতা আমির খান ও বিষ্ণু বিশাল। উদ্ধারকর্মীরা তাঁকে ও বিষ্ণুকে উদ্ধার করেন। বিষ্ণু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর দিয়েছেন। তিনি দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। একটিতে আমির খানকে এবং আর একটিতে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জ্বালা গাট্টাকে দেখা যাচ্ছে। বোটের ওপর তাঁরা বসে আছেন। বিশাল ছবিগুলোর সঙ্গে লিখেছেন, ‘ফায়ার ও রেসকিউ ডিপার্টমেন্ট আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করেছেন... তামিলনাড়ুর সরকারকে ধন্যবাদ।’

# মনোজদের শুরু

**চেনা ভারতের অচেনা ছবি ‘টুয়েলভথ ফেল’। হিন্দিমাধ্যমে পড়ে আসা মনোজকুমার শর্মার সরকারি অফিসার হবার সত্যি ঘটনা নিয়ে তৈরি ছবি। অস্কারে পেয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ট্রি।**

শবরী চক্রবর্তী

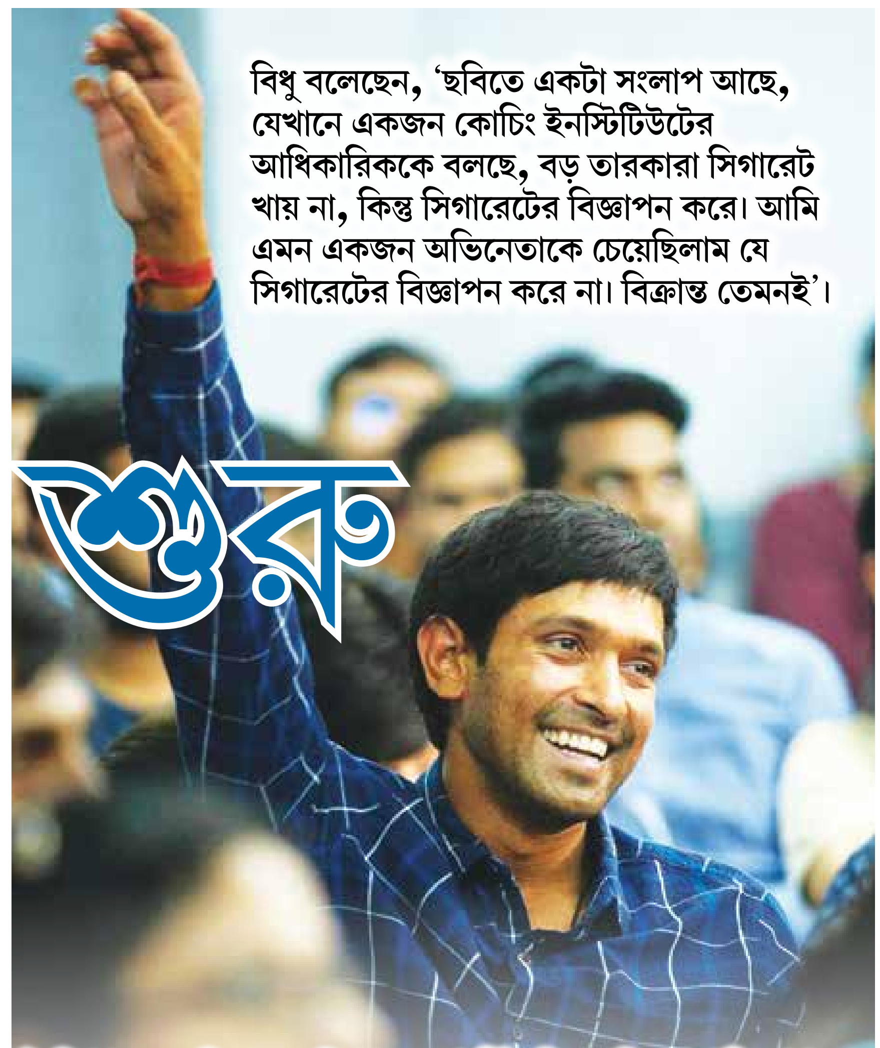

বিধু বলেছেন, ‘ছবিতে একটা সংলাপ আছে, যেখানে একজন কোচিং ইনস্টিটিউটের আধিকারিককে বলছে, বড় তারকারা সিগারেট খায় না, কিন্তু সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে। আমি এমন একজন অভিনেতাকে চেয়েছিলাম যে সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে না। বিক্রান্ত তেমনই’।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্রদের মানসিকতা, তাদের সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অথবা মানাতে না–পারা অথবা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গুলি মেরে শুধু মানবিক হয়ে মানুষের ভিতর মিশে যাওয়া —এসবই পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়ার বরাবরের প্রিয় বিষয়। সিনেমা বানানোর জন্য সামাজিক এই বিষয়ের সঙ্গে শিল্প মিলিয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন তিনি। সেই ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক উপহার ‘টুয়েলভথ ফেল’। মনোজ কুমার শর্মা নামক এক অতি সাধারণ মানুষের যিনি পড়াশোনা করেছেন হিন্দি মাধ্যমে, তাঁর আইপিএস অফিসার হবার জন্য জেদ, লড়াই, ব্যর্থতা এবং তা ঝেড়ে ফেলে আবারও উঠে দাঁড়ানো এবং ঘুরে দাঁড়ানোর ছবি এই ‘টুয়েলভথ ফেল’। প্রধান ভূমিকায় বিক্রান্ত মাসে। ছবি এবং তাঁর অভিনয় ভালো রিভিউ পেয়েছে। ছবি ইতিমধ্যেই ৫০ কোটির সীমা পার করে ফেলেছে, তাও এমন সময়ে যখন সলমন খানের ‘টাইগার ৩’ বাজারে রয়েছে। এর মাঝেই টুয়েলভথ ফেল দৌড়োচ্ছে। ভারতের ভিতরের ছবি আছে এই সিনেমায়। মধ্যবিত্ত–নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের সরকারি চাকরির জন্য আকাঙ্ক্ষা, মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছে, তাতে ব্যর্থতা এবং আবার নতুন করে লড়াই করা এবং সাফল্য পাবার এই চলমান ইতিহাসের বিরাট ল্যান্ডস্কেপ পর্দায় ফুটে ওঠা দেখতে মানুষ হলে ভিড় করছেন।

পরিচালক ধন্যবাদ জানিয়েছেন দর্শকদের ছবিকে এই উচ্চতা দেবার জন্য।

আরও খবর, ‘টুয়েলভথ ফেল’ ২০২৪ সালের অস্কারের জন্য ভারতের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ট্রি হিসেবে জমা পড়েছে। এই খবর দিয়েছেন ছবির প্রধান অভিনেতা বিক্রান্ত স্বয়ং।

ছবির বিষয় যতই বাস্তবের হোক, তাতে আত্মা মেশাতে চান বিধু। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন রোমান্টিক ছবি করিয়ে হিসেবে। তাতে বিনোদন মেশাতেন, তবে তা শিল্পচেতনার ভেলভেটে মুড়ে। এইজন্য আবার মনোজ শর্মার জীবন নিয়ে ছবি করেছেন, যিনি আইপিএস অফিসার হবার পথে বাধা সরিয়েছেন কোনওভাবেই নিজের সততার ইতিহাসকে কলুষিত না করে। বিধু বলেছেন, ‘এই ঘটনা সিনেমার বিষয় হবে কিন্তু তা দেখলে যেন কখনও সিনেমা মনে না হয়, এমনভাবেই এই ছবি বানাতে হবে। ছবির মাধ্যমে আমি সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের বলতে চাই, জীবনে ব্যর্থতা যেন তোমার ভিতরের শক্তিকে নষ্ট করে দিতে না পারে। যে কোনও পরিস্থিতিতে আবার শুরু করার জন্য তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। জীবনে হতাশার কোনও জায়গা নেই।’

এই সূত্রেই তিনি মনোজ কুমার শর্মার মতো এক আইপিএস অফিসারের জীবনের গল্প বলতে আগ্রহী হন। তাঁর এই লড়াই নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন অনুরাগ পাঠক। বিধু অনুরাগের সঙ্গে এবং বিকাশ দিব্যাকৃতির সঙ্গে মিলে ছবির স্ক্রিপ্ট লেখেন। বিকাশ সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করান। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০–৪০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করে আসেন। ফলে সারা ভারতের এই সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় পাশ করা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন হয়, তা কম লোকই জানেন। এই অচেনা ছবিটা বিধু টুয়েলভথ ফেল–এ তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিধু বলেছেন, ‘আমি ক্লাস সিক্সে ইংরেজি অক্ষর চিনেছি। হিন্দিতে সাহিত্য পড়েছি। আমার জীবনের মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে আমার বাবা–মার মাধ্যমে। বাবা সামান্য ইনশিয়োরেন্স এজেন্ট। তাঁরা আমার প্রেরণা। আর প্রেরণা পেয়েছি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়িজির কাছ থেকে। তাঁর কবিতা ‘হার নেহি মানুঙ্গা’ এই ছবির থিম হয়ে গিয়েছে। হিন্দি মাধ্যম থেকে এসে নিষ্ঠুর না হয়েও যে সেরা হওয়া যায়, তার জ্বলন্ত নজির এই মানুষটি। ছবিতে রাজনীতিকদের একটা অংশকে আমি কী চোখে দেখি, তাও উঠে এসেছে। বাজপেয়িজি একজন রাজনীতিক ছিলেন, ছবিতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।’ ছবির প্রধান ভূমিকায় আছেন বিক্রান্ত মাসে। কেন এমন নির্বাচন?

**শিক্ষার্থীদের ৩০–৪০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে আসেন। ফলে এই পরীক্ষায় পাশ করা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন, তা কম লোকই জানেন। ‘টুয়েলভথ ফেল’ সেকথাই বলে।**

বিধু বলেছেন, ‘বিক্রান্ত হয়তো বড় তারকা নয়। কিন্তু এই চরিত্রে ওকেই দরকার ছিল। ছবিতে একটা সংলাপ আছে, যেখানে একজন কোচিং ইন্সটিটিউটের আধিকারিক মনোজকে বলছে, বড় তারকারা সিগারেট খায় না, কিন্তু সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে। আমি এমন একজন অভিনেতাকে চেয়েছিলাম যে সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে না। নাহলে আমার ছবিটা মিথ্যে মনে হত।’

ছবিতে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বিক্রান্ত বলেছেন, ‘এই চরিত্রের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে কারণ এটি রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার। বিধুজি চম্বলে নিয়ে গিয়ে রোদে পুড়িয়ে আমার চামড়া ট্যান করিয়েছেন। ৮ কেজি ওজন কমাতে হয়েছে। এখনকার ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে হয়েছে। একটা বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসে, তাদের লড়াইটাই পর্দায় তুলে আনতে হয়েছে।’

মনোজের মতোই রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার শ্রদ্ধা যোশি। তিনি আইআরএস অফিসার। ছবিতে তিনিও আছেন। এই চরিত্রে আছেন মেধা শংকর।

‘টুয়েলভথ ফেল’ পঞ্চম সপ্তাহেও দারুণভাবে দৌড়োচ্ছে। ব্যবসা করেছে ৫০ কোটিরও বেশি এবং এখনও ব্যবসায় মন্দা আসার লক্ষণ নেই।

ছবি এখনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করেননি বিধু। এর কারণ দেখিয়ে বলেছেন, ‘হয়তো কোটি টকার ওপর ক্ষতি হল, কিন্তু আমারই তো টাকা। ছবি ট্যাক্স ফ্রি হতে পারত কিন্তু রাজনীতির আরও একটি কুৎসিত দিক উঠে এসেছে ছবিতে, সেই জন্যই ট্যাক্স ফ্রি হবে না।’

মুন্নাভাই ‘নকল’ ডাক্তার হয়ে রোগ সারিয়েছিল। মনোজ ‘আসল’ অফিসার হয়েছে। মুন্না শেষ করে ফেলেছে। মনোজ শুরু করেছে। মুন্নাভাইদের যেখানে শেষ, সেখানেই তো—

মনোজদের শুরু!

## ‘KIFF নয় ভেবেছিলাম KISS’, উৎসব জমিয়ে দিলেন সলমন

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এবার ২৯–এ পা। নেতাজি ইন্ডোরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবার মঞ্চে হাজির ছিলেন সলমান খান। রীতিমতো ‘দাবাং’ মেজাজে মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ান তিনি। রাখঢাক না করেই বলেন, তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের আসল নাম হল ‘কিস’। এমন বক্তব্যে স্বাভাবিক ভাবে দর্শকদের মধ্যে হাসির তুফান ওঠে। ভাইজানের কথায়, ‘আশ্চর্যের বিষয় হল, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নাম প্রকৃতপক্ষে কিফ, কিন্তু আমি ভেবে বসেছিলাম কিস। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাহ! কি দারুণ নাম! কিন্তু না এটা কিস নয়। দূর থেকে পড়েছিলাম, তাই বোধহয় ভুল পড়েছিলাম।’।

এখানেই থেমে থাকেননি সলমন। তিনি যোগ করেন, ‘এখানে এসে আমি খুবই খুশি, খুবই এনজয় করছি।’ তাঁকে দেখে অত্যুৎসাহী দর্শকদের হইহল্লা এবং গলা ফাটাতে দেখে তিনি বলেন, ‘এভাবেই আপনারা চেঁচাতে থাকুন, যাতে আমাকে কথা বলতে না হয়, কারণ আমার বলার আর কিছু নেই। এখানে উপস্থিত প্রায় সবাই আমার সিনিয়র। আমার বলার কথাগুলো ওঁরাই বলে দিয়েছেন। যা যা বলব বলে ভেবে এসেছিলাম, সব ওরা বলে দিয়েছেন। ‘কেমন আছেন?’ ব্যস, এইটুকুই বলতে চাই’।

একইসঙ্গে মেগাস্টার যোগ করেন, ‘এই ফেস্টিভ্যালে ২১৯ ফিল্ম দেখানো হবে। ২৩টি সিনেমা হলে দর্শকরা তা দেখবেন। এটা আমার দেখা সবচেয়ে বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।’ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সলমন এরপর সোজা মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। বলেন, ‘আমি শুনেছিলাম, দিদির বাড়ি অনেক ছোট। আমি সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম। আমার ছোট ঘর, তার মধ্যে আমার মা বাস্তু মেনে সব এদিক–ওদিক করে রাখেন। একদিন বাবা বলেন, এবার একটা পজিশনই বাকি আছে। বিছানাটা লম্বা করে রাখো, যাতে তোমার ছেলে এসে দাঁড়িয়ে শুতে পারে। আবার উঠে কাজে যেতে পারে। তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম দিদির বাড়ি। গিয়ে দেখলাম, আমার ঘরের থেকেও ছোট। আমি সত্যিই ঈর্ষান্বিত হয়েছি যে কী করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের কোনও ব্যক্তি এত ছোট ঘরে থাকতে পারে! উনি আমায় শিখিয়েছেন কীভাবে সাধারণভাবে থাকতে হয়’।

উল্লেখ্য, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন সলমান খানের পাশাপাশি অনিল কাপুর, মহেশ ভাট, শত্রঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু উজ্জ্বল মুখ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন সলমান খান। ভাইজানের উৎসাহ–উদ্দীপনায় উৎসবের থিম সঙে তাঁর সঙ্গে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী সহ অনিল কাপুর, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা প্রমুখ।

উৎসবের সাত দিনে নন্দন চত্বর সহ ২৩টি সিনেমা হলে ৩৯টি দেশের ২১৯টি সিনেমা দেখানো হবে। এবছর ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। সিনেমার ফোকাস অস্ট্রেলিয়া।

## কাজ পাইনি তরুণ মজুমদার, মৃণাল সেনের ছবিতে

কলকাতায় এসে বললেন অনিল কাপুর। কলকাতার ২৯তম চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি অন্যতম অতিথি। ৪৪ বছর আগে প্রথমবার কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি নতুন, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আজ তিনি সফল নায়ক, ব্যস্ত অভিনেতা, পরপর ছবি করছেন। তবু সেদিনের সেই ‘নতুন অভিনেতা’ অনিলকে আজও মনে আছে তাঁর। কথায় কথায় বললেন, ‘তখন তরুণ মজুমদার হিন্দিতে বালিকা বধূ বানাচ্ছেন। এই ছবির জন্য অডিশন দিয়েছিলাম রীতিমতো ধুতি পরে। পাশ করতে পারিনি। মৃণাল সেন আর অপর্ণা সেনের কাছেও রোল চেয়েছিলাম। পাইনি।’ অনিল জানিয়েছেন, কলকাতায় লুচি–মাংস অবশ্যই খাবেন, তবে মেপে, কারণ সকলেই জানেন তিনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। কলকাতায় পাঁচতারা হোটেলে কলকাতার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিলেন তিনি, সঙ্গে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও ছিলেন। ঋতু বলেন, তিনি অনিল–মাধুরীকে আবার পর্দায় দেখতে চান বলে জানিয়েছেন। অনিল তাঁর ছবি এবং অভিনয় নিয়েও জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর কাজের প্রশংসাও করেছেন। ঋতু বলেন, ‘খুব ভালো সময় কাটল। ওঁর কাজ ওয়ার্ল্ড ক্লাস।’

## আবার আসছে সিল্ক স্মিতার বায়োপিক

তামিল ও তেলুগু ছবির কুইন অফ সেনসুয়ালিটি অভিধায় বিখ্যাত অভিনেত্রী সিল্ক স্মিতার বায়োপিক হচ্ছে পুনরায়। পরিচালক জয়ারাম। খোলামেলা এবং পর্দায় আগুন জ্বালানো এই অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবেন চন্দ্রিকা রবি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রিকা একজন অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী এবং মডেল। তিনি অস্ট্রেলিয়াতে জন্মেছেন। পড়াশোনাও ওখানে। তারপর অভিনয় নিয়ে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচিতি হয় ২০১৮ সালের কমেডি ছবি ইরুত্তু আরাইল মুরত্তু কুথু থেকে। সম্প্রতি তাঁকে ভীরা সিমহা রেড্ডি নামের তেলুগু ছবিতে দেখা গিয়েছে। এর আগে ২০১১ সালে মিলন লুথারিয়া পরিচালিত ছবি ডার্টি পিকচার সিল্ক স্মিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। ২ ডিসেম্বর ছবি মুক্তি পায় বিশ্বজুড়ে, এই দিনই সিল্কের জন্মদিন। বিদ্যা বালান, ইমরান হাশমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, তুষার কাপুর প্রমুখ রয়েছেন এই ছবিতে। তুমুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ছবিটি বিশ্বজুড়ে ১১৭ কোটি টাকা ব্যবসাও করেছিল।

## ফাইটারে দীপিকার লুক

ফাইটার ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোনের চরিত্র মিনাল রাঠোর–এর ‘লুক’ প্রকাশ্যে এল। ছবিতে তিনি স্কোয়াড্রন লিডার বা আর্মি হেলিকপ্টার পাইলট। ফ্যানরা আপ্লুত তাঁকে দেখে। নানা মন্তব্যের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর ছবিতে হার্ট ও আগুনের ইমোজি পাঠিয়ে সেই ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি এই লুক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন।

পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, তিনি সোজা তাকিয়ে আছেন ক্যামেরার দিকে, চোখে রোদচশমা, তাঁর কঠিন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে এই পোশাকে এবং দৃষ্টিতে।

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ বিভান বণিক (তোজো) তোমার তৃতীয় জন্মদিনে থাকল আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।
**– ঠা, বাবা, মা, পিসি, দাদা, দিদি, পিসুন ও তোমার প্রিয়জনেরা।**
মিলপাড়া, ধূপগুড়ি।

# বিজয়ওয়াড়ায় আটকে বাংলার প্যাডলাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'–এর জের। জাতীয় জোনাল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আটকে পড়েছে বাংলার টেবিল টেনিস দল। ২৯ নভেম্বর শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে সোমবারই শেষ করে দেন প্রতিযোগিতা পরিচালনকারীরা।

দলের কোচ অভিজিৎ রায়চৌধুরী বলেছেন, 'এখানে সেভাবে কিছু হয়নি। তবে ফেরার সব ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর পঞ্চকুলায় উত্তর জোনাল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তার আগে একদিনের জন্য সবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকেই সরাসরি চলে যেতে হবে। শেষমুহূর্তে ট্রেনের রিজার্ভেশন নিয়ে চিন্তায় আছি।'

## 'মিচাং' বিপর্যস্তদের পাশে ওয়ার্নার, অশ্বীন

এদিকে বন্যা বিপর্যস্তদের পাশে তারকা ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার বলেছেন, 'চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গা যেভাবে বন্যা বিপর্যস্ত, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। বিপর্যস্তদের পাশে আছি। যাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাদের পাশে দাঁড়ান। আমি যেভাবে সাহায্য করা সম্ভব, করতে রাজি।' ভূমিপুত্র অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বীনও জানান, 'আরও একদিন সকলে লড়াই করুন। বৃষ্টি থামলেও উদ্ধারকাজে সময় লাগবে।'

## ফিরছেন মনবীর, নেই দিমিত্রিস

# বদলার ম্যাচে আজ নামছে মোহনবাগান

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** আইএসএলের শুরুতেই টানা পাঁচ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড নিয়ে ওড়িশা এফসি কাঁটার খোঁচায় দগদগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

দিন দশেকও হয়নি ওড়িশার কাছে এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ২–৫ গোলের হারের লজ্জা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। হুয়ান ফেরান্দো ও তাঁর ছেলেরা জানেন, ফের না জেতা পর্যন্ত এই আলোচনা থামবে না। তাই বুধবার নতুনকরে শুরু করতে মরিয়া সবুজ–মেরুন শিবির। যাই হোক না কেন, হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য তাঁর নিজস্ব ছক থেকে বেরোতে রাজি নন। তিনি বলেই দিলেন, 'বিশেষ কিছু পরিবর্তন করছি না। একই পদ্ধতিতে খেলাব। দেখুন জিততে গেলে একটা নিজস্ব ছক থাকতে হয়। আমি জানি সবাই ওই ম্যাচে আমাদের গোল খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু আমাদের সামনে এখন দুইটি রাস্তা খোলা আছে। একটা হল, ঘরে বসে ওই হার নিয়ে ভেবে যাও। আর নাহলে সামনের দিকে তাকাও। আমরা এই দ্বিতীয়টাই করতে চাই।' গোল খেয়েছেন বলে চার ডিফেন্ডারে চলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা যে তাঁর নেই, সেই কথাও বুঝিয়ে দেন। নিজস্ব ছকে আটকে থাকার কারণটা অবশ্য বোঝা গেল, অনুশীলনের সময়ে। ফিট হয়ে গিয়েছেন মনবীর সিং। দলসূত্রের খবর, তিনি বুধবারের ম্যাচে প্রথম একাদশেই থাকছেন। সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বসতে হবে আশিস রাইকে। ডানদিকে মনবীর খেলবেন। একইভাবে ওড়িশার বিরুদ্ধে এএফসি কাপের ম্যাচে প্রথম একাদশে না থাকা অনিরুদ্ধ থাপাও এবার শুরু করবেন। আর তাঁর থাকা এবং না থাকার মধ্যে তফাৎটা এখন কোচ থেকে সতীর্থ, সকলেই বুঝতে পারছেন। মনবীর ফিট হয়ে গেলেও দিমিত্রিস পেত্রাতোস এখনও ফিজিকাল ট্রেনারের কাছেই ট্রেনিং করছেন। ফলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আর এই জায়গাতেই যেন ওড়িশার থেকে খানিকটা পিছিয়ে মোহনবাগান। দলে দুই প্রাক্তন বিশ্বকাপার ও ইউরো কাপার থাকা সত্ত্বেও গোলমুখে দিশেহারা ফেরান্দোর দল। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে গোল না এলে পয়েন্ট খুইয়ে আসতে হত। ফেরান্দো অবশ্য সবসময় বলেন, 'আমার দলে কে গোল করল, সেটা বড় কথা নয়। স্ট্রাইকাররা জায়গা তৈরি করেছে বলেই তো ব্রেন্ডান (হামিল) আর আশিস গোল পেয়েছে।' তবে জিততে হলে ডিফেন্ডার নয়, দলের স্ট্রাইকারদেরই গোল পেতে হবে এটা জানেন ফেরান্দোও। একইসঙ্গে তিনি যাই বলুন না কেন, প্রতিপক্ষ দলে রয় কৃষ্ণা ও দিয়েগো মৌরিসিওর মতো জোড়া ফলার পালটা উত্তর এখনই নেই মোহনবাগানে। জেসন কামিংস ও আর্মান্দো সাদিকু দুইজনেই অত্যন্ত সাদামাটা এখনও পর্যন্ত। এই ডিসেম্বর পর্যন্তই সাদিকুকে দেখে নেওয়ার মেয়াদ। এর মধ্যে কিছু করতে না পারলে বিদায় নিতে হবে এই আলবেনিয়ানকেই। তাই বুধবারের ম্যাচে তাঁকেই রাখা হচ্ছে প্রথম একাদশে। তিনি ব্যর্থ হলে কামিংস পরে নামবেন। এই ম্যাচে সের্জিও লোবেরার দলে ফিরছেন মৌরতাদা ফল। নিশ্চিতভাবেই যা বাড়তি সুবিধা দেবে ওড়িশাকে। তবু লোবেরা বলছেন, 'আগের ম্যাচে মোহনবাগান হেরেছে বলে বাড়তি উদ্যোগ থাকবে ওদের। তাছাড়া ওরা অনেক বড় বাজেটের দল। ভালো ভালো ফুটবলার রয়েছে দলে। তাই এএফসি কাপে কী হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে সামনে তাকাতে চাই।'

তিনি যাই বলুন না কেন, চাপ যে মোহনবাগানের উপরেই, সেটা নিশ্চিতভাবে জানেন লোবেরাও। আর সেই চাপ নিয়ে অনিরুদ্ধ–সাহাল আব্দুল সামাদরা ভালো খেলে জয় তুলে নিতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

**আইএসএলে বুধবার**
**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
বনাম **ওড়িশা এফসি**
**স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**ম্যাচ শুরু :** রাত ৮টা
**সম্প্রচার :** স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

*চোট সারিয়ে ফিরে ওড়িশা এফসি ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মনবীর সিং। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : ডি মণ্ডল*

# মহেশ কোথায় বল দেবে, না দেখেও বুঝতে পারি : নন্দ

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্যায়ের ডার্বির পর আবার ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল।

বোরহা হেরেরা–ক্লেইটন সিলভা যদি শুরুটা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেষটা হল এক তামিল যুবকের মাধ্যমে। কাকতালীয় হলেও এই নন্দকুমার শেখরই ছিলেন ডার্বি জয়ের কারিগর। মাঝে কিছুটা হলেও তাঁর খানিকটা অফ ফর্ম যাচ্ছিল। দলও হারিয়েছিল জয়ের রাস্তা। ফের তিনি এবং ইস্টবেঙ্গল, একসঙ্গে জয়ের রাস্তায়। গোল পেয়ে এবং দলকে জিতিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি নন্দ, 'দারুণ লাগছে আইএসএলের ম্যাচে স্কোরশিটে নিজের নাম তুলতে পেরে। তবে তার থেকেও বেশি খুশি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–কে হারিয়ে দলকে জয়ের রাস্তায় নিয়ে আসতে পেরেছি বলে। সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেননি কোচ। সম্ভবত নন্দ নিজেও বুঝতে পারছিলেন, গোলে ফিরতে না পারলে নিজের জায়গা হারাতে হতে পারে। তাই মাঠে তাঁর বাড়তি তাগিদ দেখানো স্পষ্ট। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে এসে গোল পেয়েছেন। নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখলেন না তিনি, 'পরে নেমে দুটি গোল পাওয়ায় আরও বেশি ভালো লাগছে। বলতে পারেন, দলের জয় নিশ্চিত করতে পারায় আমার অবদান আছে বলে খুশি হয়েছি।' তাঁর সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিংয়ের বোঝাপড়া নজরে পড়ার মতো। প্রথম গোলটাও তিনি পেলেন মহেশের ক্রস থেকে। এই নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া অসম্ভব ভালো। ও আগে যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলত তখন থেকেই ওকে চিনি। পরবর্তী সময়ে এখানে এবং জাতীয় দলে আমরা সতীর্থ। এখন এতটাই ভালো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া যে ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারি, কোথায় বলটা রাখবে বা ও কীভাবে জায়গা নেবে। আমরা সাজঘরেও অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাই বলে পরস্পরকে বুঝতে সুবিধা হয়। এর ফলে আমাদের দুজনেরই প্রতিপক্ষ বক্সে সুবিধা হয়।'

তিন ম্যাচে হার ও ড্রয়ের পর এরকম একটা বড় ব্যবধানে জয়। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসটা বেশি। নন্দ বলছিলেন, 'আমাদের কাছে এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আমরা হঠাৎই জয়ের রাস্তা হারিয়ে ফেলি। তিনটে ম্যাচ হারা ছাড়াও ড্র হয় শেষটা। ফলে জয়ে ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। নর্থইস্ট মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু ম্যাচটা আমাদের ঘরের মাঠে হওয়ায় খানিকটা সুবিধা হয়। এখন আমাদের জয়ের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পরবর্তী ম্যাচ লিগের ১১ নম্বর দল পাঞ্জাব এফসি–র বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তবু যেহেতু তাঁর দল এখনও ধারাবাহিক নয় তাই কার্লোস কোয়াদ্রাত মনে করেন, 'ফুটবলে সব ম্যাচেই একটা চাপ থাকে। তবে আমরা ভীত নই। চাপটাকে সদর্থক ভঙ্গিতে দেখতে হবে। শুরু থেকেই চাপের মোকাবিলা করার মনোভাব দেখাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

নর্থইস্ট ম্যাচের পর তাঁর দলের সমস্যা অবশ্য খেলার থেকেও বেশি চোট–আঘাত। শনিবারের ম্যাচে হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা তো বটেই বোরহাও খেলতে পারবেন কি না প্রশ্ন রয়েছে। খাবরার বুধবার স্ক্যান হলে পরিষ্কার হবে কতদিন তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

*জোড়া গোলের পর নাওরেম মহেশ সিং (বাঁয়ে) ও মন্দার রাও দেশাইকে নিয়ে সেলিব্রেশন ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার শেখরের (মাঝে)।*

## ১৪ শহরে বসছে কোপার আসর

**ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ডিসেম্বর :** আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতে চলেছে কোপা আমেরিকার আসর। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার গ্রুপ বিন্যাসের আগে আয়োজক স্টেডিয়ামের তালিকা প্রকাশ করা হল। মঙ্গলবার দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) ১৪টি শহরের নাম ঘোষণা করেছে। ২০ জুন–১৪ জুলাই এই আসরে ১৬টি দল নামবে। কনমেবল আগেই জানিয়েছিল কোপার উদ্বোধনী ম্যাচ আটলান্টার মার্সেডিজ–বেঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন তারা জানায়, ফাইনাল মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে খেলা হবে। প্রথম সেমিফাইনাল নিউ জার্সির পূর্ব রাদারফোর্ডে ও দ্বিতীয় সেমিফাইনাল উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে হবে। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আর্লিংটন, হিউস্টন, লাস ভেগাস ও গ্লেনডেল শহরে।

# ইতিহাস পাক মহিলা ক্রিকেট দলের

**দুনেদিন, ৫ ডিসেম্বর :** পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটের সোনালি দিন। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টি২০ ম্যাচে ৭ রানে জেতার পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ রানে জিতে ৩ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে পাক মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতলেন আলিয়া রিয়াজ, ফাতিমা সানারা। পাশাপাশি ২০১৮ সালের পর ঘরের বাইরে সিরিজ জিতলেন তাঁরা। প্রথমে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। জবাবে ৭ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায় কিউয়িরা। ফাতিমা ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

# রুপো প্রতীতির, ব্রোঞ্জ জেমের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** বিজয়ওয়াড়াতে ন্যাশনাল র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে মেয়েদের অনূর্ধ্ব–১৩ বিভাগে রুপো জিতল শিলিগুড়ির প্রতীতি পাল। শিলিগুড়ির আরেক প্যাডলার জেম মহলানবীশ ছেলেদের অনূর্ধ্ব–১১ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছে। দুইজনেই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়।

## সেমিতে নকশালবাড়ি

**বাগডোগরা, ৫ ডিসেম্বর :** রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল নকশালবাড়ি এফসি। মঙ্গলবার পাইওনিয়ার মাঠে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১–০ গোলে নকশালবাড়ি এফএ রথখোলাকে হারিয়েছে। গোল করেছেন গৌরাঙ্গ শৈব। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে পুঁটিমারি এফসি ও মাটিগাড়া বাগচি ব্রাদার্স।

# জয়ী সুভাষ, এনবিএসটিআরসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুছন্দা বিশ্বাস ও প্রভা চৌধুরী ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ৩২ রানে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে সুভাষ ২০.৫ ওভারে ১০৫ রানে অলআউট হয়। রাজা রায় ৪২ রান করেন। ঋক সেন ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন নিশ্চয় আগরওয়াল (১৩/২)। জবাবে ভিবজিওর ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত ২৩ রান করেন। বিশাল দাস ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাজেশকুমার সিং (৮/২)। অন্য ম্যাচে এনবিএসটিআরসি ৫ উইকেটে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে নেতাজি ১৫৪ রানে অলআউট হয়। দীপু গুরুং ৪২ রান করেন। দেবা মণ্ডল ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এনবিএসটিআরসি ৫ উইকেটে ১৫৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রশান্ত মাহাতো ৫১ রান করেন। বুধবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব–বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব–ভিবজিওর।

**সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার।** স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ বিভান বণিক (তোজো) তোমার তৃতীয় জন্মদিনে থাকল আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। – ঠা, বাবা, মা, পিসি, দাদা, দিদি, পিসুন ও তোমার প্রিয়জনেরা। মিলপাড়া, ধূপগুড়ি।

## বিজয়ওয়াড়ায় আটকে বাংলার প্যাডলাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'-এর জের। জাতীয় জোনাল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আটকে পড়েছে বাংলার টেবিল টেনিস দল। ২৯ নভেম্বর শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে সোমবারই শেষ করে দেন প্রতিযোগিতা পরিচালনকারীরা।

দলের কোচ অভিজিৎ রায়চৌধুরী বলেছেন, 'এখানে সেভাবে কিছু হয়নি। তবে ফেরার সব ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর পঞ্চকুলায় উত্তর জোনাল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তার আগে একদিনের জন্য সবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকেই সরাসরি চলে যেতে হবে। শেষমুহূর্তে ট্রেনের রিজার্ভেশন নিয়ে চিন্তায় আছি।'

### 'মিচাং' বিপর্যস্তদের পাশে ওয়ার্নার, অশ্বীন

এদিকে বন্যা বিপর্যস্তদের পাশে তারকা ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার বলেছেন, 'চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গা যেভাবে বন্যা বিপর্যস্ত, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। বিপর্যস্তদের পাশে আছি। যাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাদের পাশে দাঁড়ান। আমি যেভাবে সাহায্য করা সম্ভব, করতে রাজি।' ভূমিপুত্র অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বীনও জানান, 'আরও একদিন সকলে লড়াই করুন। বৃষ্টি থামলেও উদ্ধারকাজে সময় লাগবে।'

## ফিরছেন মনবীর, নেই দিমিত্রিস

# বদলার ম্যাচে আজ নামছে মোহনবাগান

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** আইএসএলের শুরুতেই টানা পাঁচ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড নিয়ে ওড়িশা এফসি কাঁটার খোঁচায় দগদগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

দিন দশেকও হয়নি ওড়িশার কাছে এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ২-৫ গোলের হারের লজ্জা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। হুয়ান ফেরান্দো ও তাঁর ছেলেরা জানেন, ফের না জেতা পর্যন্ত এই আলোচনা থামবে না। তাই বুধবার নতুনকরে শুরু করতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির। যাই হোক না কেন, হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য তাঁর নিজস্ব ছক থেকে বেরোতে রাজি নন। তিনি বলেই দিলেন, 'বিশেষ কিছু পরিবর্তন করছি না। একই পদ্ধতিতে খেলাব। দেখুন জিততে গেলে একটা নিজস্ব ছক থাকতে হয়। আমি জানি সবাই ওই ম্যাচে আমাদের গোল খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু আমাদের সামনে এখন দুইটি রাস্তা খোলা আছে। একটা হল, ঘরে বসে ওই হার নিয়ে ভেবে যাও। আর নাহলে সামনের দিকে তাকাও। আমরা এই দ্বিতীয়টাই করতে চাই।' গোল খেয়েছেন বলে চার ডিফেন্ডারে চলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা যে তাঁর নেই, সেই কথাও বুঝিয়ে দেন।

নিজস্ব ছকে আটকে থাকার কারণটা অবশ্য বোঝা গেল, অনুশীলনের সময়ে। ফিট হয়ে গিয়েছেন মনবীর সিং। দলসূত্রের খবর, তিনি বুধবারের ম্যাচে প্রথম একাদশেই থাকছেন। সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বসতে হবে আশিস রাইকে। ডানদিকে মনবীর খেলবেন। একইভাবে ওড়িশার বিরুদ্ধে এএফসি কাপের ম্যাচে প্রথম একাদশে না থাকা অনিরুদ্ধ থাপাও এবার শুরু করবেন। আর তাঁর থাকা এবং না থাকার মধ্যে তফাৎটা এখন কোচ থেকে সতীর্থ, সকলেই বুঝতে পারছেন। মনবীর ফিট হয়ে গেলেও দিমিত্রিস পেত্রাতোস এখনও ফিজিকাল ট্রেনারের কাছেই ট্রেনিং করছেন। ফলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আর এই জায়গাতেই যেন ওড়িশার থেকে খানিকটা পিছিয়ে মোহনবাগান। দলে দুই প্রাক্তন বিশ্বকাপার ও ইউরো কাপার থাকা সত্ত্বেও গোলমুখে দিশেহারা ফেরান্দোর দল। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে গোল না এলে পয়েন্ট খুইয়ে আসতে হত। ফেরান্দো অবশ্য সবসময় বলেন, 'আমার দলে কে গোল করল, সেটা বড় কথা নয়। স্ট্রাইকাররা জায়গা তৈরি করেছে বলেই তো ব্রেন্ডান (হামিল) আর আশিস গোল পেয়েছে।' তবে জিততে হলে ডিফেন্ডার নয়, দলের স্ট্রাইকারদেরই গোল পেতে হবে এটা জানেন ফেরান্দোও। একইসঙ্গে তিনি যাই বলুন না কেন, প্রতিপক্ষ দলে রয় কৃষ্ণা ও দিয়েগো মৌরিসিওর মতো জোড়া ফলার পালটা উত্তর এখনই নেই মোহনবাগানে। জেসন কামিংস ও আর্মান্দো সাদিকু দুইজনেই অত্যন্ত সাদামাটা এখনও পর্যন্ত। এই ডিসেম্বর পর্যন্তই সাদিকুকে দেখে নেওয়ার মেয়াদ। এর মধ্যে কিছু করতে না পারলে বিদায় নিতে হবে এই আলবেনিয়ানকেই। তাই বুধবারের ম্যাচে তাঁকেই রাখা হচ্ছে প্রথম একাদশে। তিনি ব্যর্থ হলে কামিংস পরে নামবেন। এই ম্যাচে সের্জিও লোবেরার দলে ফিরছেন মৌরতাদা ফল। নিশ্চিতভাবেই যা বাড়তি সুবিধা দেবে ওড়িশাকে। তবু লোবেরা বলছেন, 'আগের ম্যাচে মোহনবাগান হেরেছে বলে বাড়তি উদ্যোগ থাকবে ওদের। তাছাড়া ওরা অনেক বড় বাজেটের দল। ভালো ভালো ফুটবলার রয়েছে দলে। তাই এএফসি কাপে কী হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে সামনে তাকাতে চাই।'

তিনি যাই বলুন না কেন, চাপ যে মোহনবাগানের উপরেই, সেটা নিশ্চিতভাবে জানেন লোবেরাও। আর সেই চাপ নিয়ে অনিরুদ্ধ-সাহাল আব্দুল সামাদরা ভালো খেলে জয় তুলে নিতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

**আইএসএলে বুধবার**
**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
বনাম **ওড়িশা এফসি**
**স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**ম্যাচ শুরু :** রাত ৮টা
**সম্প্রচার :** স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

*চোট সারিয়ে ফিরে ওড়িশা এফসি ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মনবীর সিং। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : ডি মণ্ডল*

# মহেশ কোথায় বল দেবে, না দেখেও বুঝতে পারি : নন্দ

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্যায়ের ডার্বির পর আবার ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল।

বোরহা হেরেরা-ক্লেইটন সিলভা যদি শুরুটা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেষটা হল এক তামিল যুবকের মাধ্যমে। কাকতালীয় হলেও এই নন্দকুমার শেখরই ছিলেন ডার্বি জয়ের কারিগর। মাঝে কিছুটা হলেও তাঁর খানিকটা অফ ফর্ম যাচ্ছিল। দলও হারিয়েছিল জয়ের রাস্তা। ফের তিনি এবং ইস্টবেঙ্গল, একসঙ্গে জয়ের রাস্তায়। গোল পেয়ে এবং দলকে জিতিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি নন্দ, 'দারুণ লাগছে আইএসএলের ম্যাচে স্কোরশিটে নিজের নাম তুলতে পেরে। তবে তার থেকেও বেশি খুশি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়ে দলকে জয়ের রাস্তায় নিয়ে আসতে পেরেছি বলে। সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেননি কোচ। সম্ভবত নন্দ নিজেও বুঝতে পারছিলেন, গোলে ফিরতে না পারলে নিজের জায়গা হারাতে হতে পারে। তাই মাঠে তাঁর বাড়তি তাগিদ দেখানো স্পষ্ট। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে এসে গোল পেয়েছেন। নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখলেন না তিনি, 'পরে নেমে দুটি গোল পাওয়ায় আরও বেশি ভালো লাগছে। বলতে পারেন, দলের জয় নিশ্চিত করতে পারায় আমার অবদান আছে বলে খুশি হয়েছি।' তাঁর সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিংয়ের বোঝাপড়া নজরে পড়ার মতো। প্রথম গোলটাও তিনি পেলেন মহেশের ক্রস থেকে। এই নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া অসম্ভব ভালো। ও আগে যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলত তখন থেকেই ওকে চিনি। পরবর্তী সময়ে এখানে এবং জাতীয় দলে আমরা সতীর্থ। এখন এতটাই ভালো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া যে ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারি, কোথায় বলটা রাখবে বা ও কীভাবে জায়গা নেবে। আমরা সাজঘরেও অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাই বলে পরস্পরকে বুঝতে সুবিধা হয়। এর ফলে আমাদের দুজনেরই প্রতিপক্ষ বক্সে সুবিধা হয়।'

তিন ম্যাচে হার ও ড্রয়ের পর এরকম একটা বড় ব্যবধানে জয়। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসটা বেশি। নন্দ বলছিলেন, 'আমাদের কাছে এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আমরা হঠাৎই জয়ের রাস্তা হারিয়ে ফেলি। তিনটে ম্যাচ হারা ছাড়াও ড্র হয় শেষটা। ফলে জয়ে ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। নর্থইস্ট মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু ম্যাচটা আমাদের ঘরের মাঠে হওয়ায় খানিকটা সুবিধা হয়। এখন আমাদের জয়ের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পরবর্তী ম্যাচ লিগের ১১ নম্বর দল পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তবু যেহেতু তাঁর দল এখনও ধারাবাহিক নয় তাই কার্লোস কোয়াদ্রাত মনে করেন, 'ফুটবলে সব ম্যাচেই একটা চাপ থাকে। তবে আমরা ভীত নই। চাপটাকে সদর্থক ভঙ্গিতে দেখতে হবে। শুরু থেকেই চাপের মোকাবিলা করার মনোভাব দেখাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

নর্থইস্ট ম্যাচের পর তাঁর দলের সমস্যা অবশ্য খেলার থেকেও বেশি চোট-আঘাত। শনিবারের ম্যাচে হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা তো বটেই বোরহাও খেলতে পারবেন কি না প্রশ্ন রয়েছে। খাবরার বুধবার স্ক্যান হলে পরিষ্কার হবে কতদিন তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

*জোড়া গোলের পর নাওরেম মহেশ সিং (বাঁয়ে) ও মন্দার রাও দেশাইকে নিয়ে সেলিব্রেশন ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার শেখরের (মাঝে)।*

**NOTICE**

I am **SHRI TIRTHANKAR DUTTA**, Jalpaiguri. (Valide S.S.C. No- 20211710208154, Existing S.S.C. No- 132862), hereby declare that I have no connection with (or not a supervisor) **M/S J.B.L ENTERPRISE**; Jalpaiguri. (Registered No: 201901040054 (19166) on 06-12-2023

**e-Tender**

Notice e-tender are here by invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat for the works Repairing & Renovation of Office Building (Office Maintenance) of Jharaltagram-II GP within Dhupguri Block under 15th FC vide e-NIT-04/Jharaltagram-II GP/2023-24 Dated-04/12/2023, Last date of bid submission 16/12/2023 up to 18.55 hrs. All details may be had from this office notice board and in website http://wbtenders.gov.in

**Sona Bala Roy**
**Pradhan**
**Jharaltagram-II GP**

## ইতিহাস পাক মহিলা ক্রিকেট দলের

**দুনেদিন, ৫ ডিসেম্বর :** পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটের সোনালি দিন। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টি২০ ম্যাচে ৭ রানে জেতার পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ রানে জিতে ৩ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে পাক মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতলেন আলিয়া রিয়াজ, ফাতিমা সানারা। পাশাপাশি ২০১৮ সালের পর ঘরের বাইরে সিরিজ জিতলেন তাঁরা। প্রথমে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। জবাবে ৭ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায় কিউয়িরা। ফাতিমা ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

## সোনা জিতের, ব্রোঞ্জ ধনঞ্জয়ের

**জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর :** রাজ্য ও জাতীয় তিরন্দাজিতে জোড়া সাফল্য পেল জলপাইগুড়ি। তোড়লপাড়া নেতাজী বিদ্যাপীঠের দুই ছাত্র তিরন্দাজিতে রাজ্যস্তরে সোনা ও জাতীয়স্তরে ব্রোঞ্জ জিতেছে। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য স্কুল গেমস তিরন্দাজিতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে সোনা জয় করেছে জিৎ বর্মন। অন্যদিকে, ধনঞ্জয় রায় উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় এনটিপিসি সিনিয়র ইন্ডিয়ান রাউন্ড ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মিক্স ডাবলস বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রকে সংবর্ধনা জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

## প্রথম ডিভিশন শুরু আজ

**কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার সন্দীপ হিরো ও সুভাষচন্দ্র দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ বুধবার শুরু হবে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেক সংঘ। মোট ১৯টি দল অংশ নেবে।

## ১৪ শহরে বসছে কোপার আসর

**ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ ডিসেম্বর :** আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতে চলেছে কোপা আমেরিকার আসর। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার গ্রুপ বিন্যাসের আগে আয়োজক স্টেডিয়ামের তালিকা প্রকাশ করা হল। মঙ্গলবার দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) ১৪টি শহরের নাম ঘোষণা করেছে। ২০ জুন-১৪ জুলাই এই আসরে ১৬টি দল নামবে। কনমেবল আগেই জানিয়েছিল কোপার উদ্বোধনী ম্যাচ আটলান্টার মার্সেডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন তারা জানায়, ফাইনাল মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে খেলা হবে। প্রথম সেমিফাইনাল নিউ জার্সির পূর্ব রাদারফোর্ডে ও দ্বিতীয় সেমিফাইনাল উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে হবে।

## জয় পেল দিল্লি

**কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর :** আই লিগের ম্যাচে দিল্লি এফসি ২-১ গোলে হারাল নামধারী এফসি-কে। ৩ মিনিটে দিল্লিকে এগিয়ে দেন বালি গগনদীপ সিং। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হাডসন ব্যবধান বাড়ান। ম্যাচের শেষলগ্নে নামধারীর হয়ে একটি গোলশোধ করেন সেহাজদীপ সিং।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in